মধ্য-লীলা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥ ১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উৎকঃ উৎকণ্ঠিতঃ সন্ ব্যতনোৎ বিস্তারিতবান্। প্রাক্ যথা বিধৌ ব্রহ্মণি নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য লোকসৃষ্টিং ব্যতনোৎ। শ্রীরূপেণ বৃন্দাবনীয়-রসকেলিবার্ত্তাং প্রকাশিতবানিতিভাবঃ। ইতি চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নমঃ শ্রীরূপগোস্বামিচরণেভ্যঃ॥ মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদরূপগোস্বামীর প্রয়াগ-গমন, প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ, আড়ৈলগ্রামে বল্লভ-ভট্টের গৃহে প্রভুর গমন, শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক জীবতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্বাদি-শিক্ষাদান, প্রয়াগ হইতে প্রভুর বারাণসী-গমনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** প্রাক্ (পূর্ব্বে—সৃষ্টির প্রারম্ভে) বিধৌ (ব্রহ্মাতে—ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া) লোকসৃষ্টিং ইব (লোকসৃষ্টির ন্যায়—যেরূপে লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপে) সঃ (সেই) প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিত হইয়া) রূপে (শ্রীরূপগোস্বামীতে) নিজশক্তিং (নিজশক্তি) সঞ্চার্য্য (সঞ্চারিত করিয়া) কালেন (কালপ্রভাবে) লুপ্তাং (বিলুপ্তা) বৃন্দাবনীয়াং (বৃন্দাবন সম্বন্ধীয়) রসকেলিবার্ত্তাং (রসলীলার কথা) পুনঃ (পুনরায়) ব্যতনোৎ (বিস্তার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। সৃষ্টির প্রথমে যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক কালবশে বিলুপ্ত বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় রসকেলি-কথা পুনর্ব্বার সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছিলেন। ১

প্রাক্—পূর্ব্বে; কল্পারম্ভে; সৃষ্টির প্রারম্ভে। **বিধৌ**—বিধিতে, ব্রহ্মাতে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন; সেই শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মা লোকসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মধ্যেও শক্তি সঞ্চারিত করিলেন; এই শক্তির প্রভাবেই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া বৃন্দাবনলীলার কথা সাধারণ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই **বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং**—বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় রসকেলিকথা; [যে সমস্ত লীলায় রসের উৎস প্রসারিত হইতে থাকে, যে সমস্তলীলায় রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং পরিকরবর্গকেও স্বীয় মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত লীলাই হইল রসকেলি এবং সেই সমস্ত লীলার কথাই হইল রসকেলিবার্ত্তা; শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এই জাতীয় যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, সে সমস্ত লীলার কাহিনীই হইল বৃন্দাবনীয়া রসকেলিবার্ত্তা] এসমস্ত লীলাকথা পূর্ব্বে (শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্বকল্পে যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও বৃন্দাবনলীলার কথা প্রচার করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে বহুকাল তাহা) জগতে প্রচারিত ছিল; **কালেন**-কালপ্রভাবে, পূর্ব্ব প্রচারের পরে বহুকাল অতীত হওয়ায় ক্রমশঃ তাহা **লুপ্তাং**—বিলুপ্ত অর্থাৎ লোকসমাজে প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল; মহাপ্রভুর নিকট হইতে শক্তি পাইয়া উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীরূপ আবার সে সমস্ত লীলাকথা জগতে প্রচার করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলিগ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥ ২
দুইভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ ৩
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৪
শ্রীরূপগোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইলা বহুধন লঞা ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার সময়ে যখন প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরূপও সেস্থানে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু প্রয়াগে দশদিন পর্য্যন্ত রসতত্ত্বাদি-সম্বন্ধে শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন; এই শিক্ষাই শ্রীরূপের গ্রন্থাদি প্রণয়নের ভিত্তি। প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদি শ্রীরূপ যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব এবং সেই সকল তত্ত্বের বিবৃতিমূলক লীলাকথাদি তিনি জনসমাজে প্রচারিত করিতে পারেন—তদুদ্দেশ্যে শ্রীরূপগোস্বামীতে প্রভু প্রয়াগে শক্তিসঞ্চারও করিয়াছিলেন। এই শক্তিসঞ্চার এবং শ্রীরূপের নিকটে প্রভুর রসতত্ত্বাদির উপদেশই এই পরিচ্ছেদের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়; গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়েরই উল্লেখ করিলেন।

৩। **বিষয়ত্যাগের** ইত্যাদি—গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্বাদি সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম ছাড়িয়া কিরূপে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিলেন। পরবর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বরিল—বরণ করিলেন, পুরশ্চরণ করাইবার উদ্দেশ্যে।

৪। **পুরশ্চরণ**—পুরঃ (অগ্রে, প্রথমে) অনুষ্ঠিত হয়, যে চরণ (আচরণ, অনুষ্ঠান); শ্রীগুরুর কৃপায় যে মন্ত্র লাভ করা যায়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরশ্চরণ। ২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দুই পুরশ্চরণ—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই দুইজনের নিমিত্ত দুই ব্রাহ্মণ দুই পুরশ্চরণ করিলেন। **অচিরাতে** ইত্যাদি—অবিলম্বে শ্রীচৈতন্য-চরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করা হইল। পুরশ্চরণের প্রভাবে নিষ্কাম ব্যক্তিগণের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। "নিষ্কামানামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবিষ্যতি। হ. ভ. বি. ১৭।১১।" ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বলিতে ভগবদ্দর্শন এবং ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তিও বুঝায়; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির লোভে শ্রীরূপ-সনাতন পুরশ্চরণ করাইলেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—যে মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা হয়, সেই মন্ত্র-দেবতার সাক্ষাৎকারই তদ্দ্বারা লাভ হইয়া থাকে; যিনি রাম-মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন; মহাদেবের কি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য-চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীরূপ-সনাতন কেন শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইলেন? ইহার উত্তর এই যে—শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ—বলিয়াই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণে মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি হইতে পারে।

৫। **আপনার ঘর**—নিজের পৈত্রিক বাড়ীতে। গৌড়ে ছিল তাঁহাদের কার্য্যস্থল; গৌড়েও তাঁহাদের বাড়ী ছিল; কিন্তু তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল অন্যত্র। রূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব বরিশাল জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বাস করিতেন; তিনি বিবাহ করেন গৌড়ের অন্তঃপাতী মাধাইপুরে; বিবাহ করিয়া তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত মাড়গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সনাতন ও রূপ দীর্ঘকাল এই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; মাড়গ্রাম গৌড়-এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত। বিষয়-কর্ম্মত্যাগের পরেও রূপ-সনাতন এই মাড়গ্রামে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া সম্ভবতঃ এই মাড়গ্রামেই আসিয়াছিলেন; মাড়গ্রামে তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিতেন। (১৩৩৭ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রিকায়

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে।
একচৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে ॥ ৬
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভালভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ ৭

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদিঘরে ॥ ৮
শ্রীরূপ শুনিলা—প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি এ, লিখিত "রূপ-সনাতন গোস্বামী"-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল।)

৬। শ্রীরূপ তাঁহাদের ধনসম্পত্তির অর্দ্ধেক পরিমাণ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে দিলেন, তাঁহাদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত। আর বাকী এক চতুর্থাংশ নিজেদের জন্য রাখিলেন ; পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

একচৌঠি—এক চতুর্থাংশ। **কুটুম্ব-ভরণ**—আত্মীয়-স্বজনগণের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত।

৭। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সংসার ছাড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের প্রধান মন্ত্রী ; আর শ্রীরূপ ছিলেন গৌড়েশ্বরের খাসমুন্সী—রাজার নিজস্ব বা নিজের সঙ্গীয় লেখক (ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, ১৩৩৭। জ্যৈষ্ঠ। ৯১০ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা দুই ভাই এক সঙ্গে কার্য্যত্যাগ করিলে গৌড়েশ্বর রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই শ্রীরূপ তাঁহাদের সম্পত্তির বাকী একচতুর্থাংশ আশঙ্কিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশ্বস্ত লোকের নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। হুসেনসাহ রুষ্ট হইয়া গৌড়স্থ তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তিই হয়তো বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন—সম্ভবতঃ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই, সর্ব্বপ্রথমে—গৌড়েশ্বরের মনে কোনওরূপ সন্দেহ জাগিবার পূর্ব্বেই, সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া শ্রীরূপ পৈত্রিক ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় পয়ারে দেখা যায়, প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াই—নির্ব্বিঘ্নে ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে কিরূপে তাঁহারা গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্বাদি ছাড়িয়া যাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে শ্রীরূপ-সনাতন একত্রে মিলিয়া পরামর্শ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়েশ্বরের খুব বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন ; তাঁহারা দুই ভাই একত্রে কার্য্যত্যাগ করিলে গৌড়েশ্বরের বিশেষ অসুবিধা হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল ; বিশেষতঃ, সেই সময়ে উড়িষ্যা দেশের সঙ্গে গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের যুদ্ধাদিও চলিতেছিল (পরবর্ত্তী ২৭, পয়ার দ্রষ্টব্য); এরূপ সময়ে গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ যে কিছুতেই তাঁহাদের কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন না, ইহা শ্রীরূপ-সনাতন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা মঞ্জুর করা তো দূরে, কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা জানাইলে—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী উড়িষ্যাবাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীরূপ-সনাতনের গোপন সংযোগ আশঙ্কা করিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাদিগের কারাদণ্ডের বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশও হয়তো দিতে পারেন—সম্ভবতঃ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই তাঁহাদের কেহই প্রকাশ্যে পদত্যাগপত্র দিলেন না ; দেশে যাওয়ার ছলে শ্রীরূপ সমস্ত ধনসম্পত্তি সরাইয়া লইয়া গেলেন ; শ্রীসনাতন গৌড়ে রহিলেন বটে ; কিন্তু রাজকার্য্যে আর যোগ দিলেন না—অসুখের ছল করিয়া নিজ গৃহেই ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পদত্যাগপত্র দিলেন না বটে ; কিন্তু রাজা যাহাতে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন, সেইরূপ আচরণই তাঁহারা করিতে লাগিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন।

দণ্ডবন্ধ—রাজাকর্ত্তৃক দণ্ড এবং রাজাকর্ত্তৃক বন্ধন। **দণ্ড**—অর্থদণ্ড, জরিমানাদি। **বন্ধ**—কারাবাসাদি। **চৌঠি**—এক চতুর্থাংশ। **স্থাপ্য রাখিল**—গচ্ছিত করিল।

৮। **রহে মুদি ঘরে**—দশহাজার মুদ্রা এক বিশ্বস্ত মুদির ঘরে আমানত রাখা হইয়াছিল।

রূপগোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুইজন।
"প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন ॥ ১০
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিঞা তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥" ১১
এথা সনাতনগোসাঞি ভাবে মনেমন—।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন ॥ ১২
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥ ১৩
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে ॥ ১৪
লেভ কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১৫
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা।
ভাগবত-বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০-১১। শ্রীরূপ দুইজন লোককে নীলাচলে পাঠাইলেন; তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন—"প্রভু বৃন্দাবন-যাত্রা করা মাত্রই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে; তখন অবস্থা বুঝিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিব;"

১২। **সে মোর বন্ধন**—রাজার প্রীতিবশতঃ আমি যাইতে পারি না; সুতরাং এই প্রীতিই আমাকে বিষয়ে আবদ্ধ করিবার বন্ধন হইল।

১৪। **অস্বাস্থ্যের**—অসুস্থতার। **ছদ্ম**—ছল।

১৫। **লেভ**—ইহা বোধ হয় "লভ্য"-শব্দের অপভ্রংশ। লভ্য শব্দ (সুতরাং লেভ-শব্দও) লভ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; লভ্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি। লভ্য-শব্দের অর্থ—প্রাপ্তির যোগ্য, ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রাপ্তির যোগ্য; শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে অমরকোষের প্রমাণ-বলে লভ্য-শব্দের একটী অর্থ লিখিত হইয়াছে—ন্যায্য। সুতরাং লভ্য-শব্দের অপভ্রংশ "লেভ" শব্দের অর্থও ন্যায্য বা ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রাপ্তির যোগ্য। **কায়স্থ**—কায়স্থ-বংশোদ্ভব লোক; এস্থানে, কায়স্থ-বংশোদ্ভব (হুসেন সাহের) কর্ম্মচারী। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত বঙ্গজ-কুলাচার্য্যকারিকার প্রমাণে জানা যায়—প্রজাপতির পাদ (চরণ) হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়; শূদ্রের পুত্রের নাম হীম এবং হীমের পুত্রের নাম প্রদীপ; প্রদীপের পুত্রের নাম কায়স্থ, ইনি (কায়স্থ) ছিলেন লিপি-কারক; কায়স্থের পুত্র চিত্রসেনাদির পুত্রগণই ঘোষ, বসু, গুহ, দত্ত, করণ প্রভৃতি। সম্ভবতঃ ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থের নামানুসারেই ঘোষ, বসু প্রভৃতির সন্তানাদি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত; কায়স্থের লিখন বৃত্তি ইঁহারাও সম্ভবতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজ-সরকারে লিখন-বৃত্তি-কুশল-লোকেরই প্রয়োজন বলিয়া ইঁহারাই সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইতেন। এই অনুমান সঙ্গত হইলে কায়স্থ-শব্দে সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারীও বুঝাইতে পারে। **লেভ কায়স্থগণ**—ন্যায্য রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ। সনাতনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ন্যায্য অধিকার যাঁহাদের ছিল, সেই সমস্ত রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ; সনাতনের অব্যবহিত নিম্নপদস্থ, অথবা সনাতনের কার্য্যে সহায়তাকারী—রাজকর্ম্মচারিগণ। পদাধিকার-বলে বা অভিজ্ঞতার বলে সনাতনের স্থলবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করার অধিকার বা যোগ্যতা ছিল তাঁহাদেরই। সনাতনের অনুপস্থিতিতে তাঁহারাই সনাতনের স্থলবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "লেভ" স্থলে "লোভী" পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু "লোভী" পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ, "লোভী"-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কিছু দেখা যায় না, যেহেতু, সনাতনের স্থলবর্ত্তী হইয়া কাজ করার জন্য কাহারও লোভ থাকিলেই যে হুসেন শাহ তাঁহাকে সেই কাজ করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না; কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার ন্যায়সঙ্গত হেতু—সেই পদের জন্য লোভ নহে; যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাই ন্যায়-সঙ্গত হেতু। দ্বিতীয়তঃ, বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথিতেও "লেভ" পাঠই দৃষ্ট হয়। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা পুঁথি বিভাগে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ১০৬৮ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ

আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৭
পাৎশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥ ১৮
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ সে দেখিল ॥ ১৯
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২০
মোর যত কাজ কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥ ২১
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥ ২২
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার—।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার ॥ ২৩
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি মোর সর্ব্বকার্য্য কৈলে নাশ ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্তির ৪৬ বৎসর পরে) লিখিত একখানি পুঁথি (৩৭৩ নং) আছে এবং ১০৮২ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তির ৬০ বৎসর পরে) লিখিত একখানি (৩৭৫ নং) পুঁথিও আছে। ১০৬৮ বঙ্গাব্দের পুঁথিখানিতে "ভেল" পাঠ এবং ১০৮২ বঙ্গাব্দে লিখিত পুঁথিখানিতে "লেভ" পাঠ দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত পুঁথির "ভেল"-পাঠ বোধ হয় "লেভ"-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ। "লেভ"-পাঠেরই যে একটা সঙ্গত অর্থ হইতে পারে, তাহা "লেভ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। "লোভী" পাঠের তদ্রূপ কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। তাই "লেভ"-পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

১৭। **আচম্বিতে**—হঠাৎ, সনাতনকে না জানাইয়া। না জানাইয়া হঠাৎ আসার হেতু এই যে, সনাতনের অসুখের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহার চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্য পাঠাইয়াছিলেন। বৈদ্য গিয়া জানাইলেন যে, সনাতনের কোন অসুখই নাই। তখন অসুখের ভাণ করিয়া সনাতন বাড়ীতে বসিয়া কি করিতেছেন, স্বয়ং তাহা জানিবার জন্য রাজার কৌতূহল জন্মিল; পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া গেলে সনাতন সতর্ক হইবেন; তাহাতে রাজা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিবেন না; তাই একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২৩-২৪। **তোমার বড় ভাই**—সনাতন গোস্বামীর বড় ভাই শ্রীরঘুনন্দন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কেবল শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ—এই তিন সহোদরের নামই পাওয়া যায়; তাঁহাদের পিতার নাম ছিল কুমারদেব। এই তিন জন ব্যতীতও কুমারদেবের যে আরও সন্তান ছিলেন, তাহা—শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর শেষে শ্রীজীব তাঁহাদের যে বংশবিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায়। তাহাতে লিখিত আছে—তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-প্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে। * * *। আদি শ্রীসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ শ্রীমদ্ বল্লভনামধেয়বলিতঃ ইত্যাদি;—তাঁহার (কুমারদেবের) পুত্রগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ এই তিনজনই বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।" ১৩৩৭ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষ"-নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় "রূপ-সনাতন গোস্বামী" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, কুমারদেবের চারি পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন; চারি পুত্রের নাম যথাক্রমে—রঘুনন্দন, অমর, সন্তোষ ও অনুপম; রঘুনন্দন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং অনুপম সর্ব্বকনিষ্ঠ। সনাতন-গোস্বামীর পিতৃদত্ত নামই অমর এবং রূপগোস্বামীর পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, বল্লভের পিতৃদত্ত নাম অনুপম। তাহা হইলে, সনাতন-গোস্বামীর বড় ভাইই হইলেন রঘুনন্দন; ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে পৈত্রিক ভবনে বাস করিতেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কন্যাটী ছিলেন কুমারদেবের তৃতীয় সন্তান। **করে দস্যু ব্যবহার**—লোকের উপরে দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, "রঘুনন্দন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি গৌড়ের বাদশাহের শাসন অমান্য করিয়াছেন।" এজন্যই বোধ হয়, গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ তাঁহাকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন।

সনাতন কহে—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই-দোষ করে, দেহ তার ফল ॥ ২৫
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৬
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে—তুমি চল মোর সাথে ॥ ২৭
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ ২৮
তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাকলা—একটি পরগণার নাম। সম্ভবতঃ বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাকলাচন্দ্রদ্বীপ-পরগণার কথাই বলা হইয়াছে। বিশ্বকোষ হইতে জানা যায়—নৈহাটি, বাকলাচন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ এবং রামকেলিতে শ্রীরূপসনাতনের বাড়ী ছিল। এসম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে তাঁহাদের প্রপিতামহ পদ্মনাভ যে নৈহাটীতে (নবহট্টে) বাড়ী করিয়াছিলেন, শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর শেষভাগে শ্রীজীব নিজেই তাহা লিখিয়াছেন। গৌড়ের নিকটে রামকেলি; তাঁহারা যখন গৌড়ে চাকুরী করিতেন, তখন রামকেলিতেও তাঁহাদের বাড়ী থাকা সম্ভব। পদ্মনাভ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে কয়েকটি পরগণা জায়গীরস্বরূপে পাইয়াছিলেন; বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ ও ফতেয়াবাদ এই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত; ফতেয়াবাদ কুমারদেবের অধিকারে ছিল। শ্রীরূপসনাতনের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীরঘুনন্দন যে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপও দখল করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। **কৈল খাস**—নিজের দখলে আনিয়াছে। প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া বাকলা-পরগণা নিজের অধিকারে নিয়াছে, আমাকে আর কর দেয় না। এস্থলে যে নৈহাটীর কথা বলা হইল, তাহা বোধ হয় কবিরাজ-গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুরের নিকটবর্ত্তী নৈহাটী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

"জীব বহু মারিয়া ইত্যাদি"-স্থলে "জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **চাকলা**—পরগণা।

২৫। পাৎসাহের কথা শুনিয়া শ্রীসনাতন বলিলেন—"আমার বড় ভাই যদি অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে তাহার জন্য শাস্তি দিউন; আপনি গৌড়েশ্বর; যে কেহই অন্যায় কাজ করিবে, তাহাকেই আপনি শাস্তি দিতে সমর্থ।"

২৬। সনাতনের কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর উঠিয়া গেলেন; পাছে সনাতন পলাইয়া যায়েন, এই আশঙ্কায় গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। **বান্ধিলা**—কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

২৭। **উড়িয়া মারিতে**—উড়িষ্যাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে। **সনাতনে কহে** ইত্যাদি—উড়িষ্যা-যাত্রার সময়েও হুসেনসাহ আর একবার সনাতনকে অনুরোধ করিলেন—রাজকার্য্য করিতে, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩-২৪ পয়ারের টীকায় উল্লিখিত "ভারতবর্ষের" প্রবন্ধ হইতে জানা যায়—সনাতন-গোস্বামী গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সময় সময় সেনাধিনায়ক হইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদিও করিতেন; যুদ্ধবিগ্রহাদিতে সনাতনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রাকালে হুসেনসাহ তাঁহাকে সঙ্গে নিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সনাতন স্বীকৃত হইলেন না।

২৮। **দেবতায় দুঃখ দিতে**—উড়িষ্যায় অনেক দেবালয় আছে; যবনরাজা ঐ দেশ জয় করিতে গেলে দেবালয়ের উপর অনেক অত্যাচার হইবে, তাতে দেবতার অনেক দুঃখ হইবে। অথবা, উড়িষ্যাবাসী অনেকেই দেবতার ভক্ত; যবনরাজ উড়িষ্যা জয় করিতে যাইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে দেবতার অনেক দুঃখ হইবে।

২৯। গৌড়েশ্বরের অনুপস্থিতিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সনাতন রাজ্যের কোনও অনিষ্ট সাধন করেন, এই আশঙ্কা করিয়া যবনরাজ তাঁহাকে বান্ধিয়া (হাতে হাতকড়া দিয়া) কাররুদ্ধ করিয়া গেলেন

তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ-ঠাঁই আইলা।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু' আসিয়া কহিলা॥ ৩০
শুনিঞা শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঞি—।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্যগোসাঞি॥ ৩১
আমি দুইভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহাঁ হইতে॥ ৩২
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥ ৩৩
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুইভাই করিলা গমন॥ ৩৪
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপগোসাঞির ছোটভাই পরমবৈষ্ণব॥ ৩৫
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহাঁ শুনি আনন্দিত হৈলা॥ ৩৬
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥ ৩৭
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নাচে গায়।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি কেহো গড়াগড়ি যায়॥ ৩৮
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥ ৩৯
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে॥ ৪০
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু 'হরিধ্বনি' করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বোলে 'বোল হরিহরি'॥ ৪১
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥ ৪২
দাক্ষিণাত্য-বিপ্রসনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥ ৪৩
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥ ৪৪
দুইগুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এথা নীলাচল ইত্যাদি—সনাতন-গোস্বামীর কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীরূপের কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

৩০। **সেই দুইচর**—প্রভুর সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীরূপ যেই দুইজনকে নীলচলে পাঠাইয়াছিলেন।

৩১। **শ্রীরূপ লিখিল**—প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের কথা শুনিয়া শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীরূপ এক পত্র লিখিলেন; সেই পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, ৩১-৩৪ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৩২। **অমি দুই ভাই**—আমরা দুই ভাই; শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম। **যৈছে তৈছে**—যে কোনও প্রকারে। **তাহাঁ হইতে**—গৌড় হইতে। **আত্মবিমোচনে**—কারগার হইতে ছুটিয়া আইস।

৩৫। **অনুপম মল্লিক**—ইঁহারই অপর নাম শ্রীবল্লভ। অনুপম তাঁহার নাম, মল্লিক ছিল তাঁহার উপাধি। **পরম বৈষ্ণব**—ইনি শ্রীরামের উপাসক ছিলেন।

৩৬। **মহাপ্রভু তাহাঁ** ইত্যাদি—মহাপ্রভুও প্রয়াগে আছেন শুনিয়া তাঁহাদের আনন্দ হইল। কিরূপে প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, ৩৭-৪৪ পয়ারে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

৪০। **মাধবদর্শনে**—বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়া।

৪৩। **দাক্ষিণাত্য-বিপ্র**—দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণ-ভারত)-বাসী একজন ব্রাহ্মণ; তাঁহার সহিত প্রভুর পরিচয় ছিল। তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন।

৪৪। এই দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের গৃহেই শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন; কি ভাবে তাঁহারা প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাহা ৪৫-৪৬ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৫। **দুই গুচ্ছ তৃণ**—দশনে তৃণ ধারণ দৈন্যসূচক ব্যবহার; "আমি তৃণভোজী পশুবিশেষ"—ইহা জ্ঞাপন

নানা শ্লোক পঢ়ি উঠে-পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার ॥ ৪৬

শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
'উঠ উঠ রূপ! আইস' বলিলা বচন—॥ ৪৭

'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়-কূপ হৈতে কাঢ়িল তোমা দুইজন ॥' ৪৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেত্তর্হি ন মে প্রিয়ঃ। শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তস্মৈ তাদৃশ-শ্বপচায়ৈব। শ্রীসনাতন। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করাই এইরূপ তৃণ ধারণের উদ্দেশ্য। **দশনে**—দন্তে। **প্রভু দেখি** ইত্যাদি—দূর হইতে প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহারা দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন।

৪৮। **বিষয়-কূপ**—বিষয়রূপ কূপ বা গর্ত্ত। **কাঢ়িল**—তুলিয়া আনিলেন; সংসার ছাড়াইলেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। অভক্তঃ (আমাতে ভক্তিহীন) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও) মে (আমার) ন প্রিয়ঃ (প্রিয় নহে); মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) শ্বপচঃ (শ্বপচও) প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়); তস্মৈ (তাঁহাকে—সেই ভক্ত শ্বপচকে) দেয়ং (দেয়—দান করিবে), ততঃ (তাহা হইতেই) গ্রাহ্যং (গ্রাহ্য—গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিবে); যথাহি (যেমন) অহং (আমি) স চ (তেমনি সেই শ্বপচও) পূজ্যঃ (পূজনীয়)।

অনুবাদ। চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয়, তবে সে আমার প্রিয় নহে। চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয়। অতএব, তাদৃশ ভক্ত-চণ্ডালকেই সৎপাত্র মনে করিয়া দান করিবে, তাহার নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে, এবং সে ব্যক্তি আমারই ন্যায় পূজনীয়। ২

চতুর্ব্বেদী—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন; মহাপণ্ডিত।

তস্মৈ দেয়ং—তাঁহাকেই (ভক্ত শ্বপচ দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহাকেই) দান করিবে। অথবা, ভগবান্ বলিতেছেন—আমাকর্ত্তৃক দেয় বস্তুসমূহ বা আমাকর্ত্তৃক দেয় বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম, সেই প্রেমভক্তি আমি তাঁহাকে (ভক্ত শ্বপচকেই) দিয়া থাকি, কোনও অভক্তকে দেইনা, সেই অভক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হইলেও না। **ততো গ্রাহ্যং**—ভক্ত হইলে শ্বপচের দ্রব্যও গ্রহণ করিবে, যেহেতু তাহা দোষ-স্পর্শশূন্য এবং পরম পবিত্র। অথবা, ভগবান্ বলিতেছেন—ভক্ত শ্বপচের দ্রব্যই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, দেওয়ার পূর্ব্বেও কখনও কখনও আমি জোর করিয়াও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি; যেহেতু, ভক্তের প্রীতি-মিশ্রিত বলিয়া তাহা আমার নিকটে পরম আস্বাদ্য। কিন্তু ভক্তিহীন চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের দ্রব্যও আমি গ্রহণ করিনা; যেহেতু, তাহা প্রীতিরস মিশ্রিত তো নহেই, পরন্তু রাজোগুণ-কষায়িত বলিয়া আমার হৃক্কার-জনক। ভক্তবৎসল ভগবান্ যে জোর করিয়াও ভক্তদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ দরিদ্র সুদামা বিপ্রের চিপিটক জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াই আস্বাদন করিয়াছিলেন; ব্রজের গোপরমণীদিগের গৃহে চুরি করিয়াও নবনীতাদি আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝোলা হইতে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াই আস্বাদন করিয়াছেন। ভক্ত যখন যে জিনিসই সংগ্রহ করেন, তাহা তাঁহার অভীষ্টদেবের সেবার জন্যই সংগ্রহ করিয়া থাকেন; যখনই তিনি তাহা সংগ্রহ বা গ্রহণ করেন, এই জিনিসটী শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন, ইহা ভাবিয়াই তাঁহার প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তখনই সেই জিনিসটী সেই প্রীতিরসে পরিনিষিক্ত হইয়া ভগবানের পরম আস্বাদ্য হইয়া উঠে; তাই ভক্তের প্রীতিরস-কাঙ্গাল ভক্তবৎসল ভগবানের সেই জিনিসটীর জন্য লোভ। ২।৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ ॥ ৪৯
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥ ৫০

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহাবদান্যায় বহুদাত্রে যতঃ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়। চক্রবর্ত্তী।৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিদ্যা-জাতি-কুলাদিদ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না ; ভগবানের কৃপালাভের একমাত্র হেতু হইল ভক্তি; যাঁহার ভক্তি নাই, তিনি—মহাপণ্ডিত, মহাকুলীন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না ; কিন্তু যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি মূর্খ হইলেও—এমন কি কুক্কুরভোজী হীনজাতি-বিশেষ হইলেও তিনিই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন ; তিনিই দানের সৎপাত্র—ভক্তিহীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দান-বিষয়ে সৎপাত্র নহেন ; ভক্ত শ্বপচ হইতেও গ্রহণীয় বস্তু প্রতিগ্রহ করা যায়, তাঁহার জিনিসই পবিত্র। ভক্তিহান পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বস্তুও পবিত্র নহে, তাহার জিনিসও গ্রহণীয় নহে। ভগবান্ যেরূপ পূজ্য, ভক্ত হইলে শ্বপচও সেইরূপ পূজ্য ; কিন্তু— ভক্তিহীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তদ্রূপ পূজ্য নহে।

এই শ্লোকের প্রথম পাদের, অর্থাৎ "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী"-এই অংশের "ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; উভয় পাঠেই অর্থের মর্ম্ম একরূপ, পার্থক্য কেবল অন্বয়ে। এস্থলে গ্রন্থে উদ্ধৃত পাঠে "মে"-এর পরে একটী লুপ্ত অ-কার আছে—মে+অভক্তঃ=মেঽভক্তঃ। পাঠান্তরে তাহা নাই, সুতরাং সন্ধিও নাই। উদ্ধৃত পাঠের অন্বয় এইরূপ—অভক্তঃ (আমাতে ভক্তিহীন) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্রও) মে (আমার) প্রিয়ঃ ন (প্রিয় নহে)। পাঠান্তরের অন্বয় এইরূপ—চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্রও) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন (না হয়) [চেৎ] (যদি) [তর্হি] (তাহা হইলে) [মে প্রিয়ঃ] (আমার প্রিয়) [ন] (হয় না)—চারিবেদে অভিজ্ঞ বিপ্রও যদি আমাতে ভক্তিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে আমার প্রিয় নহে।

৪৯। **দোঁহারে**—শ্রীরূপকে ও শ্রীঅনুপমকে।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয় :—"এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন। দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণ॥ কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উপজিল। কৃপাতে দোঁহার মাথে চরণ ধরিল।"

"ন মেঽভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী" ইত্যাদি শ্লোকটি ভক্তির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। শ্রীরূপাদির ভক্তির প্রাচুর্য্য দর্শনে মহাপ্রভুর স্মৃতিপথে এই শ্লোকটী উদিত হইল ; তাই তিনি এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনকালে এই শ্লোকোচ্চারণের তাৎপর্য্য এই যে—"যে ভক্তি কুক্কুর-মাংসভোজী হীনজাতি-বিশেষকেও পরম পবিত্রতা দান করিয়া থাকে, তোমরা সেই ভক্তিধনে ধনী; তদুপরি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে তোমাদের জন্ম; তাই তোমরা অতি পবিত্র। তোমাদের ভক্তিসম্পৎ দেখিয়া তোমাদিগকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।"

শ্লো। অন্বয়। মহাবদান্যায় (মাহাদাতা) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় (কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা) কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে (কৃষ্ণচৈতন্যনামক) গৌরত্বিষে (গৌরকান্তি) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণ) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (নমস্কার নমস্কার)।

অনুবাদ। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক গৌরকান্তি কৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম। ৩

এই শ্লোক পড়িয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম প্রভুকে স্তুতি করিলেন। এই শ্লোকে প্রভুকে গৌরকান্তি কৃষ্ণ— গৌরবর্ণ কৃষ্ণ বলা হইয়াছে; শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি গায়ে মাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে গৌরকান্তি কৃষ্ণ—অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ—বলা হইয়াছে। এই গৌরকান্তি-কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাবদান্য, মহাদাতা; তাঁহার মত দাতা আর কেহ নাই; যেহেতু, তিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা—কৃষ্ণপ্রেম দিয়া থাকেন; যিনি কৃষ্ণপ্রেম দেন, তাঁহার

তথাহি শ্রীগোবিন্দলালামৃতে (১।২)—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ৪॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
'সনাতনের বার্ত্তা কহ'—তাহারে পুছিলা॥ ৫১
রূপ কহেন—তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে।
'তুমি যদি উদ্ধার' তবে হইবে উদ্ধারে॥ ৫২
প্রভু কহে—সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমাসহ হইবে মিলন॥ ৫৩
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপগোসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ স্ববাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং নিজাভীষ্টং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং স্তৌতি যোঽজ্ঞানমিতি। **অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং** প্রপদ্যে অহমিতি শেষঃ। অদ্ভুতা ঈহা চেষ্টা যস্য তং অত্র অদ্ভুতত্বে হেতুঃ যঃ কৃপালুঃ কৃপাপূর্ণঃ সন্ স্বপ্রেমসম্পৎ-সুধয়া অজ্ঞানেন মত্তং ভুবনং উল্লাঘয়ন্ সংসাররোগরহিতং কুর্ব্বন্নপি প্রমত্তমকরোদিতি। উল্লাঘোনির্গতোঽগদাদিত্যমরঃ। সদানন্দবিধায়িনী।৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মত দাতা আর কেহ হইতে পারে না—কারণ, কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গেলে পাওয়ার বাকী আর কিছুই থাকে না।

শ্লো। ৪। **অন্বয়।** দয়ালুঃ (দয়ালু) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) **অজ্ঞানমত্তং** (অজ্ঞানমত্ত) ভুবনং (জগৎ—জগদ্বাসী লোকসকলকে) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজপ্রেমরূপ সম্পৎ-সুধাদ্বারা) উল্লাঘয়ন্ (সংসার-রোগরহিত করিয়া) অপি (ও) প্রমত্তং (প্রেমোন্মত্ত) অকরোৎ (করিয়াছেন) অমুং (সেই) অদ্ভুতেহং (অদ্ভুতলীল) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। পরম-কৃপালুতাবশতঃ যিনি অজ্ঞানমত্ত লোক-সকলকে নিজ-প্রেম-সম্পত্তিরূপ অমৃতদ্বারা ভবরোগ-মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন, সেই অদ্ভুতলীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলাম। ৪

অজ্ঞানমত্তং—অজ্ঞানবশতঃ সংসার-সুখে মত্ত হইয়া আছে যাহারা, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য **উল্লাঘয়ন্**—ভবরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; কি ঔষধদ্বারা তাহাদের ভবরোগ তিনি দূর করিলেন? **স্বপ্রেম-সম্পৎ-সুধয়া**—নিজ-বিষয়ক-প্রেমরূপ যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিরূপ সুধাদ্বারা ; সুধাসেবনে লোক রোগমুক্ত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ সুধাসেবনে ভবরোগ হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না ; প্রভু প্রেমরূপ সুধাদ্বারাই—কৃষ্ণপ্রেম দিয়াই—জনগণের ভবরোগ—সংসার-বন্ধন—দূর করিলেন, কেবল তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুপান করাইয়াও তাহাদিগকে উন্মত্ত করিলেন। সেই প্রেম কিরূপ? **স্বপ্রেমসম্পত্তি**—প্রভুর নিজবিষয়ক প্রেম, প্রভু নিজেই যে প্রেমের বিষয়, সেই প্রেমরূপ সম্পত্তি ; প্রেমকে সম্পত্তি বলার হেতু এই যে, সম্পত্তিদ্বারা যেমন অভীষ্টবস্তু লাভ করা যায়, এই প্রেমদ্বারাও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়—যাহাকে পাইলে পাওয়ার বাকী আর কিছুই থাকে না। কেন প্রভু লোককে এই প্রেম দিলেন? **দয়ালুঃ**—দয়ালু বলিয়া ; সংসার-তাপদগ্ধ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের জ্বালা জুড়াইবার জন্য এই প্রেমসম্পত্তি দিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে মহাপ্রভুকে "কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা" বলা হইয়াছে ; তাই তিনি যে, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা—গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহা দেখাইলেন। অথবা, শ্রীরূপ এই শ্লোক পড়িয়াই প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন ; পরে কবিরাজগোস্বামী স্বরচিত-গোবিন্দলীলামৃতের মঙ্গলাচরণে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫২। **তেঁহো**—সনাতন। **রাজঘরে**—রাজার কারাগারে।

৫৩। প্রভু সনাতনের কারামুক্তির কথা জানিতে পারিয়াছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্য্যামী।

৫৪। **মধ্যাহ্ন**—স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্য। **বিপ্র**—দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ। **তথাই**—সেই বিপ্রগৃহে।

ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র দুইভাই পাইল ॥ ৫৫
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুইভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান ॥ ৫৬
সেকালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়ৈল গ্রামে।
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি আইলা তাঁর স্থানে ॥ ৫৭
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ ॥ ৫৮
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সংবরণ কৈল ॥ ৫৯
অন্তরে গরগর প্রেম—নহে সংবরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬০
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুইভাই তাহারে মিলাইল ॥ ৬১
দুইভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া ॥ ৬২
ভট্ট মিলিবারে যায়, দোঁহে পলায় দূরে।
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে' ॥ ৬৩
ভট্টের বিস্ময় হৈল—প্রভুর হর্ষমন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ—॥ ৬৪
'ইঁহা না স্পর্শিহ ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥' ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

৫৬। **ত্রিবেণী**—প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থানকে ত্রিবেণী বলে।

৫৭। **সেকালে**—যখন প্রভু প্রয়াগে ত্রিবেণীর উপরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে। **আড়ৈল**—ত্রিবেণীর যে তীরে প্রভুর বাসা, তাহার বিপরীত তীরে একটী গ্রামের নাম। "আড়ৈল"-স্থলে "আউয়েল" এবং "আম্বুল" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **আইলা তার স্থানে**—বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুর নিকটে আসিলেন। ২।৪।১০৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮। **তেঁহো**—বল্লভ-ভট্ট।

৫৯। **ভট্টের সঙ্কোচে**—বল্লভ-ভট্টকে দেখিয়া সঙ্কোচ হওয়ায়। **সংবরণ কৈল**—প্রেমোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিলেন।

৬০। **গরগর প্রেম**—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রেম; যে প্রেম ক্রমশঃই যেন চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতে চায়।

৬১। **মহাপ্রভু দুই ভাই** ইত্যাদি—মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে বল্লভ-ভট্টের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন।

৬৩। **মিলিবারে**—আলিঙ্গন করিতে।

৬৪। **প্রভুর হর্ষমন**—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের দৈন্য দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভক্তির কৃপা ব্যতীত প্রকৃত দৈন্য—নিজের সম্বন্ধে আন্তরিক হেয়তাজ্ঞান—আসিতে পারে না; শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের দৈন্যে তাঁহাদের প্রতি ভক্তিরাণীর কৃপার পরিচয় পাইয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। গাছে যখন ফল ধরে, তখনই তাহা নুইয়া পড়ে; তদ্রূপ হৃদয়ে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই, দম্ভ, অহঙ্কার দূরীভূত হয়, ভক্ত তখনই সকলের চরণেই নিজেকে লুটাইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

৬৫। **ইঁহা না স্পর্শিও** ইত্যাদি—উপহাস করিয়াই প্রভু এই কথা বলিলেন! শ্রীরূপ ভট্টকে বলিলেন—"আমি অস্পৃশ্য, পামর; আমাকে ছুঁইবেন না"। প্রভু এই কথার উত্তরেই ভঙ্গী করিয়া ভট্টকে বলিলেন—"হাঁ হাঁ, এই দুইটি লোককে স্পর্শ করিও না; কারণ, অতি হীনজাতিতে ইঁহাদের জন্ম, আর তুমি বৈদিক, যাজ্ঞিক, কুলীন।"

বল্লভ-ভট্টের মনে বোধ হয় একটু কৌলীন্যের ও বেদজ্ঞত্বের গর্ব্ব ছিল; তাই শ্রীরূপ যখন ভক্তিপ্রণোদিত দৈন্যবশতঃ নিজেদিগকে হেয় বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন ভট্টের গর্ব্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্মহাপ্রভু একটু পরিহাসের ভঙ্গীতে ভট্টকে বলিলেন—"হাঁ হাঁ,এই দুইজন অতি নীচ; আর তুমি কুলীন। ইঁহাদিগকে স্পর্শ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়!" তাৎপর্য্য এই যে—"কৌলিন্য-গর্ব্বে তোমরা এই দুইজন বঙ্গদেশীয়কে হেয় মনে

দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি—। ৬৬
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে, হয়ে সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৭

তথাহি (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৫

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৬৮

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১২)—
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদাঢ্যো-
ঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সদ্ভক্তিরেব দীপাগ্নিঃ তেন দগ্ধং দুর্জ্জাতিরূপং কল্মষং যস্য তথাভূতঃ শ্বপাকঃ শ্বপচোঽপি শুচিঃ পরমবিশুদ্ধঃ অতো বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ শ্লাঘ্যঃ পরমাদরণীয়ঃ। নাস্তিকো বেদজ্ঞোঽপি ন তথা শ্লাঘ্যঃ যতঃ স অশুচিঃ। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে পার; কিন্তু ইঁহাদের হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে বুঝিতে পারিবে, ইঁহাদের স্পর্শে অনেক কুলীনও কৃতার্থ হইতে পারে।”

বৈদিক—বেদজ্ঞ। **যাজ্ঞিক**—যজ্ঞবিধানাদিতে অভিজ্ঞ।

৬৬-৬৭। বল্লভভট্ট প্রভুর কথা শুনিলেন ; ইহাও দেখিলেন যে—এই দুই ব্যক্তি—যাঁহাদিগকে প্রভু হীনজাতি ও অস্পৃশ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তাঁহারা—মুখে সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন; ভট্টাচার্য্য একটু বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন, প্রভু তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিতেছেন কেন ?—ইহা ভাবিয়া ভট্ট মনে করিলেন—প্রভুর উক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রহস্য আছে। তাই তিনি বলিলেন—“প্রভু, তুমি বলিতেছ, ইঁহারা অধম—অস্পৃশ্য ; কিন্তু আমার তো তাহা মনে হয় না; ইঁহাদের জিহ্বায় সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম নৃত্য করিতেছেন, ইঁহারা তো অস্পৃশ্য—অধম—হইতে পারেন না ; ইঁহারা অতি পবিত্র, অতি উত্তম।” ভট্টের উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও বলিলেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৭-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৮। প্রশংসিলা—প্রশংসা করিলেন। ভট্ট প্রভুর প্রাণের কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিলেন এবং ভট্টের উক্তির সমর্থক দুইটী শ্লোকও উচ্চাচরণ করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধ-দুর্জাতি-কল্মষঃ (উত্তমা-ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা নীচকুলে জন্মসম্পাদক পাপসমূহ যাঁহার দগ্ধ হইয়াছে তাদৃশ) [অতঃ] (অতএব—সেই হেতু) **শুচিঃ** (পবিত্র) শ্বপাকঃ (শ্বপচ) অপি (ও) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) শ্লাঘ্যঃ (প্রশংসনীয়—পরমাদরণীয়) ; **নাস্তিকঃ** (নাস্তিক—ভক্তিহীন) বেদাঢ্যঃ (বেদজ্ঞ) অপি (ও—হইলেও) ন (নহে—শ্লাঘ্য নহে)।

অনুবাদ। অনন্যা-ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা যাঁহার নীচকুলে জন্মসম্পাদক পাপসমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব যিনি পবিত্র, এমন শপচও পণ্ডিতগণের আদরণীয়। সর্ব্ব-বেদবেত্তা হইয়াও ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইলে কেহ আদরের যোগ্য নহে। ৬

সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ—সদ্ভক্তি (উত্তমা ভক্তি, অনন্যা ভক্তি,) রূপ দীপ্ত (প্রজ্বলিত) অগ্নিদ্বারা দগ্ধ (ভস্মীভূত) হইয়াছে দুর্জ্জাতিজনক (নীচকুলে জন্মসম্পাদক) কল্মষ (পাপ) যাঁহার, তাদৃশ ব্যক্তি।

তথাহি তত্রৈব (৩,১১)—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥ ৭

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার॥ ৬৯
সগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চঢ়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া॥ ৭০
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল॥ ৭১
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সভার মনে হইল ভয় কাঁপ॥ ৭২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জনস্য জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিকং শাস্ত্রং শাস্ত্রজ্ঞানং শাস্ত্রাধ্যয়নং বা জপঃ তপশ্চ অপ্রাণস্য প্রাণহীনস্য দেহস্য মণ্ডনং ভূষণমিব লোকরঞ্জনং নত্বর্থসাধনমিতিভাবঃ। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রজ্বলিত অগ্নিতে যাহা দেওয়া যায়,—নিতান্ত অস্পৃশ্য, অপবিত্র বস্তুও যদি দেওয়া যায়, তবুও—তাহা যেমন ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ উত্তমা—অনন্যা—ভক্তি যাঁহার চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত পাপ—এমন কি তিনি যদি শ্বপচ বা শ্বপচতুল্য হীনবংশোদ্ভবও হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যে পাপে তাঁহার তদ্রূপ বংশে জন্ম হইয়াছে, সেই পাপও—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়; সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, ভক্তির আবির্ভাবেও তদ্রূপ কোনওরূপ পাপ থাকিতে পারে না। এইরূপে ভক্তির কৃপায় নিষ্পাপ হইয়া যিনি **শুচিঃ**—পবিত্র হইয়াছেন, তিনি কুক্কুর-মাংসভোজী হইলেও—তাদৃশ হীনবংশে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলেও—তিনি পণ্ডিতমাত্রেরই পূজনীয় (ভক্তির প্রভাবে); কিন্তু যাঁহার প্রতি ভক্তির কৃপা নাই, যিনি ভক্তির পরম-পুরুষার্থতাও স্বীকার করেন না, এরূপ ব্যক্তি **বেদাঢ্যঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইলেও পণ্ডিতগণের আদরণীয় হইতে পারেন না; কারণ, বেদজ্ঞ হইলেও—ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হইলেও—তাঁহার চিত্ত অপরাধে—কলুষে-পরিপূর্ণ।

কৌলীন্য বা ব্রাহ্মণত্বমাত্রই যে আদরণীয় নহে এবং ভক্তিমত্তাই যে একমাত্র আদরের হেতু, তাহাই এই শ্লোকে প্রভু দেখাইলেন। শ্রীরূপাদি সামাজিক হিসাবে কুলীন যদিও না হইতেন—সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহারা কোনওরূপ সামাজিক সম্মান যদিও না পাইতেন—তথাপি ভক্তির কৃপায় তাঁহারা বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রের নিকটেই আদরণীয় ও সম্মানার্হ—ইহাই প্রভুর মুখে এই শ্লোকোচ্চারণের গূঢ় তাৎপর্য্য।

ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে শ্বপচও পবিত্র ও শ্লাঘ্য হয় বলিয়া—ভক্তির অভাবে যে বিদ্যা, কুল, জপ, তপ সমস্তই বৃথা, তাহাই দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। ভগবদ্ভক্তিহীনস্য (ভগবানে যাঁহার ভক্তি নাই, তাঁহার) জাতিঃ (ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতি), শাস্ত্রং (শাস্ত্র—বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন), জপঃ (মন্ত্রাদিজপ) তপঃ (তপস্যা)—অপ্রাণস্য (প্রাণহীন) দেহস্য (দেহের) মণ্ডনং ইব (ভূষণের ন্যায়) লোকরঞ্জনম্ (লোকরঞ্জনমাত্র)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তিহীন জনের ব্রাহ্মণাদি-উত্তমজাতি, বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রজপ, তপস্যা,—এই সমস্তই মৃতদেহের ভূষণের মত লোকরঞ্জন মাত্র। ৭

যার প্রাণবায়ূ বাহির হইয়া গিয়াছে, তার দেহে অলঙ্কারের যেমন কোনও সার্থকতাই নাই, তদ্রূপ ভগবানে যার ভক্তি নাই, তার কৌলীন্য, তার শাস্ত্রজ্ঞান, তার জপতপ—সমস্তই বৃথা।

৬৯। **প্রভাব**—মহিমা; দর্শনাদি দ্বারাই প্রেমদানাদিরূপ মহিমা। **ভক্তিসার**—ভক্তিরূপ সার (বা সারতত্ত্ব); ভক্তিই যে সার বস্তু, ভক্তিই যে জীবের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং একমাত্র ভক্তিই যে জীবের জীবত্বের সার্থকতা দান করিতে পারে, তদনুরূপ অনুভূতি এবং প্রচার। **ভট্টের**—বল্লভ ভট্টের।

৭১-৭২। **চিক্কণ**—চক্‌চকে। **জলে দিল ঝাঁপ**—যমুনার চিক্কণ শ্যামল জলকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া ধরিবার জন্য রাধাভাবাবিষ্ট-প্রভু জলে ঝাঁপ দিলেন।

আস্তেব্যস্তে সভে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৭৩

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ ৭৪

যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম — নহে সংবরণ ॥ ৭৫

দেশ-পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল।
আড়েলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল ॥ ৭৬

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া ॥ ৭৭

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন ॥ ৭৮

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৭৯

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল ॥ ৮০

ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে ॥৮১

ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮২

মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদসংবাহন ॥ ৮৩

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৮৪

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥ ৮৫

আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বোলে প্রভুর বচন ॥ ৮৬

শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল — কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥ ৮৭

নিজকৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পঢ়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৮৮

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৫। **যদি ভট্টের** ইত্যাদি—বল্লভ-ভট্টকে দেখিয়া সঙ্কোচবশতঃ যদিও প্রভু ধৈর্য্য ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। **দুর্ব্বার**—যাহাকে বারণ (সম্বরণ) করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। **উদ্ভট**—প্রবল ; অদ্ভুত।

৭৬। **দেশপাত্র**—স্থান এবং লোক। বল্লভ-ভট্টের সাক্ষাতে যমুনায় নৌকার উপরে বেশী উতালা হওয়া সঙ্গত নহে মনে করিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

৭৭। **ভয়ে**—প্রেমাবেশে পাছে আবার প্রভু যমুনায় পড়িয়া যান, এই ভয়ে। **মধ্যাহ্ন করাইয়া**—যমুনাতে মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করাইয়া।

৭৯। **সবংশে**—বাড়ীর সকলের সহিত।

৮০। **ভট্টাচার্য্যে**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে।

৮২। **কৃষ্ণদাস**—রাজপুত কৃষ্ণদাস, যিনি বৃন্দাবন হইতে প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

৮৩। **মুখবাস**—আহারান্তে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত এলাচি-আদি সুগন্ধি দ্রব্য।

৮৫। **তিরোহিতা**—ত্রিহুতদেশীয় ; মৈথিল।

৮৬। **কৃষ্ণে মতি রহু**—"শ্রীকৃষ্ণে মতি থাকুক" বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "কৃষ্ণে মতি রহু" স্থলে "কৃষ্ণে মতি কৃষ্ণে রতি" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয় ; অর্থ—কৃষ্ণে মতি থাকুক, কৃষ্ণে ভক্তি হউক।

৮৭। উপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণভক্ত ; তাই প্রভুর মুখে ঐরূপ আশীর্ব্বাদ শুনিয়া তাঁহার আনন্দ হইল।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১২৭)—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৮

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ' প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ॥৮৯

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৯৯)—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপরে জ্ঞাননিষ্ঠাঃ শ্রুতিং অপরে কর্ম্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিং অন্যে মোক্ষনিষ্ঠাঃ ভারতম্। চক্রবর্ত্তী। ৮

ঈশে সমর্থো ভবামি প্রতীতিং প্রত্যয়ং গোপতিতনয়াকুঞ্জে যমুনাতীরকুঞ্জে বিটং লম্পটম্। শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। অন্বয়। ভবভীতাঃ (সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ) অপরে (কেহ) শ্রুতিং (শ্রুতিকে) ইতরে (অপর কেহ) স্মৃতিং (স্মৃতিকে) অন্যে (কেহবা) ভারতং (মহাভারতকে) ভজন্তু (ভজন করুক); অহং (আমি) ইহ (এই ভবভয়-হরণ বিষয়ে) নন্দং (নন্দকে) বন্দে (বন্দনা করি), যস্য (যাঁহার—যে নন্দের) অলিন্দে (অঙ্গনে) পরং (পরম) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বিরাজিত)।

অনুবাদ। সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ মহাভারতকে ভজন করে করুক; এই ভবভয়-হরণবিষয়ে আমি কিন্তু সেই শ্রীনন্দ-মহারাজকে বন্দনা করি, যেই শ্রীনন্দের আঙ্গিনায় পরব্রহ্ম খেলা করিতেছেন। ৮

ভবভীতাঃ—ভব (সংসার—সংসার-ভয়ে) ভীত জনগণ; সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সংসারদুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায়—যাঁহারা বৈদিক তাঁহারা **শ্রুতিং**—শ্রুতিকে ভজন করেন, করুন, শ্রুতিবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, করুন; যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা **স্মৃতিং**—মনু-আদি প্রণীত স্মৃতিকে ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, করুন, স্মৃতিবিহিত আচারাদির পালন করিতে ইচ্ছা করেন, করুন; আর যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা **ভারতং**—মহাভারতকে ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহা করুন, মহাভারতের উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, করুন; সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার অভিপ্রায়ে আমি কিন্তু শ্রুতিও ভজিব না, স্মৃতিও ভজিব না, মহাভারতও ভজিব না; আমি কেবল শ্রীনন্দ-মহারাজের চরণ বন্দনা করিব—যাঁহার **অলিন্দে**—অঙ্গনে **পরংব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিয়া থাকেন। শ্রীনন্দ-মহারাজের কৃপালাভের আশাতেই তাঁহার চরণ-বন্দনা করা হইতেছে; তাঁহার কৃপা হইলেই তাঁহার দাসরূপে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যাইবে।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসেবারই পরম-পুরুষার্থতা দেখান হইল।

৮৯। শ্লোক শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়াতে এবং তাঁহার প্রেমাবেশ হওয়াতে উপাধ্যায় প্রভুকে নমস্কার করিলেন এবং প্রভুর আদেশে আর একটী শ্লোক পড়িলেন। বলা বহুল্য উপাধ্যায়ের পঠিত শ্লোকগুলি সমস্তই তাঁহার নিজের রচিত।

শ্লো। ৯। অন্বয়। কংপ্রতি (কাহার নিকটে) কথয়িতুং (বলিতে) ঈশে (সমর্থ হইব)? সম্প্রতি (সম্প্রতি—এক্ষণে) কো বা (কে-ই বা) প্রতীতিং (বিশ্বাস) আয়াতু (পাইবে)? গোপতিতনয়াকুঞ্জে (যমুনাতীরস্থ কুঞ্জমধ্যে) গোপবধূটীবিটং (গোপবধূটীলম্পট) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম বিরাজিত)।

অনুবাদ। যমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জবনে অল্পবয়স্কা-গোপবধূ-সঙ্গে পরব্রহ্ম খেলা করিতেছেন—একথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর কে-ই বা এখন সেই কথায় বিশ্বাস করিবে? ৯

প্রভু কহে 'কহ', তেঁহো পঢ়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলাইলা ॥ ৯০
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার ॥ ৯১
প্রভু কহে — উপাধ্যায়! শ্রেষ্ঠ মান, কা'য়?।
"শ্যামমেব পরং রূপং" কহে উপাধ্যায় ॥ ৯২
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কা'য়?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায় ॥ ৯৩
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর — শ্রেষ্ঠ মান' কা'য়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥ ৯৪
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কা'য়।
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥ ৯৫
প্রভু কহে — ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পঢ়ে গদ্গদস্বরে ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপতিতনয়াকুঞ্জে—গো (কিরণ) সমূহের পতি (সূর্য্য), তাঁহার তনয়ার (কন্যার—সূর্য্যকন্যা যমুনার তীরবর্ত্তী) কুঞ্জে (লতাপাতামণ্ডিত গৃহে।) **বধূটী**—অল্পবয়স্কা বধূ। **গোপবধূটীবিটং**—অল্পবয়স্কা গোপবধূদের উপপতি।

যিনি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য নিরন্তর যাঁহার সেবা করিতেছে, লক্ষ্মীগণ যাঁহার চরণসেবায় নিয়োজিত, নানাবিধ চিন্ময় মণিরত্নখচিত দিব্যমন্দিরে যাঁহার বসতি—তিনি করিতেছেন কি? না--যমুনার তীরবর্ত্তী লতাবেষ্টিত কুঞ্জে অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সহিত তাঁহাদের উপপতিরূপে ক্রীড়া করিতেছেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রস-লোলুপতা এবং প্রেমবশ্যতা প্রদর্শিত হইল।

৯০। **আলাইলা**—অবশের মত হইল।

৯১। **ইহোঁ কৃষ্ণো**—মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ দেখিয়া উপাধ্যায় স্থির করিলেন, এই যে সন্ন্যাসীটী, ইনি মনুষ্য নহেন, ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, মনুষ্যের এইরূপ প্রেমাবেশ সম্ভব নহে।

৯২। **কা'য়**—কাহাকে। **শ্যামমেব পরং রূপং**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।

৯৩। **বাসস্থান**—ধাম। **শ্যামরূপের**—শ্রীকৃষ্ণের।

পুরী মধুপুরীবরা—পুরীর মধ্যে মধুপুরী (মথুরামণ্ডল, বা মথুরামণ্ডল-মধ্যস্থ ব্রজ) শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি স্থানও শ্যামরূপের বাসস্থান বটে, কিন্তু বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, শ্রীবৃন্দাবনেই স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন।

৯৪। বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই তিন বয়স-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিলেও "কৈশোর" বয়সই জীবের ধ্যেয়; যেহেতু, এই কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণ লীলামাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং কান্তাভাবের আনুগত্যে কিশোর কৃষ্ণের উপাসকগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণসেবা লাভ করিতে পারেন। "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হ'তে। ২।৮।৬৯॥" বিশেষতঃ, কিশোরেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যস্থিতি; বাল্য ও পৌগণ্ড কৈশোরের ধর্ম্ম মাত্র—বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদন করার নিমিত্তই প্রকটলীলায় তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। (২।২০।২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯৫। **আদ্য**—আদিরস, মধুর-রস। **পরোরসঃ**—শ্রেষ্ঠরস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সমস্ত রসের মধ্যে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, এই রসে অন্যান্য রসের সেবা তো আছেই, অধিকন্তু নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও আছে, যাহা অন্য কোনও ভাবে নাই; আবার এই রসের সেবা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হ'তে ॥ ২।৮।৬৯॥"

৯৬। **শ্লোক পঢ়ে**—৯২-৯৫ পয়ারে রঘুপতি উপাধ্যায় "শ্যামেব পরং রূপং"-ইত্যাদি যে চারিটি চরণ বলিয়াছেন, সেই চারিটীকে একত্র করিয়া শ্লোকাকারে প্রভু পাঠ করিলেন, নিম্ন শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৮৩)—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥ ১০

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন॥ ৯৭

দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥ ৯৮

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হইল॥ ৯৯

ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভভট্ট করে তা-সভারে নিবারণ—॥ ১০০

'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাবো, ইহাঁ না দিব রহিতে॥ ১০১

যার ইচ্ছা, প্রয়াগ যাই কর নিমন্ত্রণ'।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥ ১০২

গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগ আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া॥ ১০৩

লোকভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥ ১০৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্যামমেবেতি। শ্যামং নবীননীলমেঘবর্ণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষরূপমেব বর্ত্ততে ইতি। পুরীণাং দ্বারকাদীনাং মধ্যে মধুপুরী ব্রজপুরী বরা প্রধানা ভবতি। বয়সাং বাল্য-পৌগণ্ডাদীনাং মধ্যে কৈশোরকং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ভবেং। রসানাং শান্তদাস্যাদীনাং মধ্যে আদ্যঃ শৃঙ্গার এব পরঃ সর্ব্বোত্তমঃ ভবেৎ। শ্লোকমালা। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১০। অন্বয়। শ্যামং (শ্যামরূপ) এব (ই) পরং (শ্রেষ্ঠ) রূপং (রূপ), মধুপুরী (মথুরাপুরীই) বরা (শ্রেষ্ঠা) পুরী (পুরী—ধাম), কৈশোরকং (কৈশোর) বয়ঃ (বয়সই) ধ্যেয়ং (ধ্যেয়), আদ্যঃ (আদি) রসঃ (রস) এব (ই) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের নানারূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, দ্বারকাদি-পুরীর মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ, বাল্যাদি বয়সের মধ্যে কৈশোরই ধ্যেয়, শান্তাদি রসের মধ্যে মধুর রস বা উজ্জ্বল রসই শ্রেষ্ঠ। ১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ২২-৯৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডেও অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়। "ন রাধিকা সমা নারী ন কৃষ্ণসদৃশঃ পুমান্। বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ ন ভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং বৃন্দাবনং বনম্। শ্যামমেব পরং রূপম্ আদিদৈবঃ পরো রসঃ॥—রাধিকার সমান রমণী নাই। কৃষ্ণের সমান পুরুষ নাই। কৈশোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বয়স নাই, কান্তাভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব নাই। কৈশোর বয়সই ধ্যেয়; বনের মধ্যে বৃন্দাবনই ধ্যেয়; শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠরূপ; আদিদৈব (বিষ্ণুদৈবত শ্যাম) রসই শ্রেষ্ঠ রস। ৪৬।৫১-৫২॥"

৯৭। **তাঁরে**—রঘুপতি উপাধ্যায়কে।

১০০। **নিবারণ**—নিষেধ; প্রভুর নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করেন; নিষেধের কারণ ১০১ পয়ারে বলা হইয়াছে।

১০১। **গোসাঞি**—মহাপ্রভু। **চালাব**—লইয়া যাইব। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্যে এইস্থানে বেশীদিন থাকিলে কোন্ সময়ে আবার প্রেমাবেশে যমুনায় ঝাঁপাইয়া পড়েন, তাহা বলা যায় না। তাই বল্লভভট্ট প্রভুকে এখানে বেশীক্ষণ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন।

১০৪। ত্রিবেণীর উপরেই প্রভুর বাসা ছিল; সেখানে বহুলোকের সমাগম হয় বলিয়া নির্জ্জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া প্রভু শ্রীরূপকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নানাবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন; এবং প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদি যাহাতে শ্রীরূপ হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করিতে পারেন—তদুদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারও করিলেন—তদনুকূল শক্তি দিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১০৫

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥ ১০৬

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥ ১০৭

শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভুর অজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল ॥ ১০৮

শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১০৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৪৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কালেন ইতি। দেবশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ কালেন বহুকালেন বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী যা কৃষ্ণক্রীড়া তস্যাঃ বার্ত্তা কথা লুপ্তা আচ্ছাদিতা ইতি হেতোঃ তাং বার্ত্তাং খ্যাপয়িতুং প্রকাশয়িতুং বিশিষ্য বিবেচ্য বিবেচনং কৃত্বা কৃপামৃতেন করণেন তত্রৈব প্রয়াগে কাশীপুর্য্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে রূপং সনাতনঞ্চ অভিষিষেচ অভিষেকং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৫। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

প্রান্ত—সীমা, অবধি। শ্রীরূপে শক্তি-সঞ্চার করিয়া প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ও রসতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্বের সীমা পর্য্যন্ত—এই সমস্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে—শিক্ষা করাইলেন।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত—শ্রীমদ্ভাগতের সমুদয় সিদ্ধান্তও (মীমাংসাও) শিখাইলেন; অথবা, কৃষ্ণতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা সিদ্ধান্ত, তৎসমস্ত প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কোনও জীবই এই সকল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেনা; এই জন্যই প্রভু শ্রীরূপে পূর্ব্বেই শক্তি-সঞ্চার করিলেন।

১০৬। **শুনিল**—প্রভু শুনিয়াছিলেন। **সঞ্চারিল**—শ্রীরূপের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।

১০৭। **সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে**—প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদিকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার পক্ষে প্রভু শ্রীরূপকে **প্রবীণ**—বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, নিপুণ করিলেন—শক্তিসঞ্চার করিয়া। প্রভু-প্রদত্ত শক্তির প্রভাবেই প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদিকে ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী কালে শ্রীরূপ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া জগতে কৃষ্ণ-তত্ত্বাদি প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১০৮। সমস্ত শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য প্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন; শ্রীরূপও প্রভুর আদেশ পালন করিলেন।

এই পয়ারটী কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১০৯। **রূপের মিলন** ইত্যাদি—কবি কর্ণপূর স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক-নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলনের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় হইতে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কালেন (কাল-প্রভাবে) বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা (বৃন্দাবনসম্বন্ধীয়-কৃষ্ণলীলাকথা) লুপ্তা (বিলুপ্ত—অপ্রচলিত) ইতি (এজন্য) তাং (তাহাকে—সেই লীলাকথাকে) বিশিষ্য (বিশেষ করিয়া) খ্যাপয়িতুং (জগতে প্রকাশ করার নিমিত্ত) দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) তত্র (সেই বিষয়ে) এব (ই) রূপং চ (শ্রীরূপকে) সনাতনং চ (এবং সনাতনকে) কৃপামৃতেন (কৃপারূপ জলদ্বারা) অভিষিষেচ (অভিষিক্ত করিলেন)।

তথাহি তত্রৈব (৯।৪২)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যঃ প্রাগেবেতি। যঃ শ্রীরূপঃ প্রাক্ পূর্ব্বস্মিন্ গৃহাবস্থান-সময় এব ইত্যর্থঃ প্রিয়গুণগণৈঃ শ্রীচৈতন্যগুণসমূহৈঃ গাঢ়বদ্ধোঽপি গেহাধ্যাসাৎ গৃহাসক্তেঃ মুক্তঃ সন্ প্রেমালাপৈঃ প্রেমকথনৈঃ দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রভোর্দৃঢ়তরৈরালিঙ্গনৈঃ কৃপাভিঃ করণৈঃ অমূর্ত্তঃ পরঃ শৃঙ্গাররসোঽপি মূর্ত্ত ইব মূর্ত্তিমান্ বদেবাভবৎ। প্রয়াগে প্রয়াগক্ষেত্রে তং শ্রীরূপং অনুপমেন তৎকনিষ্ঠভ্রাত্রা সমং সহিতং দেবঃ শ্রীচৈতন্যঃ অনুজগ্রাহ অনুগ্রহং কৃতবান্। শ্লোকমালা। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। কালপ্রভাবে বৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বিলুপ্ত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় তাহাকে বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সেই কার্য্যে (লীলা-কথাপ্রচারের কার্য্যে) কৃপামৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। ১১

তত্র—সেই বিষয়ে; বিলুপ্তা লীলাকথা প্রচারের কার্য্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অভিষিক্ত করিলেন; রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যেমন রাজকার্য্যের ভার দেওয়া হয়, তদ্রূপ শ্রীরূপ-সনাতনকে লীলা-প্রচার কার্য্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রভু তাঁহাদের উপরে লীলাকথা-প্রচারের ভারই দিলেন। তত্র-শব্দের অর্থ "সেই স্থানে"ও হইতে পারে, "সেই বিষয়ে"ও হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে তত্র-শব্দের অর্থ—"সেই বিষয়ে", "সেই স্থানে" নহে; যেহেতু, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন একই স্থানে প্রভুর কৃপা পান নাই; প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়াছেন প্রয়াগে এবং শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন বারাণসীতে। অন্যভাবেও বিবেচনা করা যায়। শ্রীরূপকে প্রয়াগে এবং তৎপরে শ্রীসনাতনকে কাশীতে উপদেশ দিয়া এবং শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমরা বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া তত্রত্য লুপ্ততীর্থ-সমূহ উদ্ধার কর, পশ্চিমাঞ্চলে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর এবং ভক্তিগ্রন্থাদি প্রণয়ন কর।" তদনুসারে তাঁহারা বৃন্দাবনেই বাস করিয়া প্রভুর আদেশ-অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে এবং ভক্তিধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহারাই ছিলেন বৃন্দাবনের একচ্ছত্র-সম্রাটের তুল্য সর্ব্বজন-মান্য। প্রভু কৃপা সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে এই কার্য্যের জন্যই বরণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের ভক্তিরাজ্যেই তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থ-গ্রহণ করিলে শ্লোকস্থ তত্র-শব্দকে স্থানবাচকও মনে করা যায়; তত্র—সেই স্থানে, বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনের ভক্তিরাজ্যে। যাহা হউক, কিসের দ্বারা অভিষেক করিলেন? **কৃপামৃতেন**—স্বীয় কৃপারূপ অমৃত (জল) দ্বারা; তাৎপর্য্য এই যে—প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে লীলাকথা প্রচারের শক্তিও দিলেন। অন্যান্য শব্দের অর্থ ২।১৯।১ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে শ্রীরূপ) প্রাক্ (পূর্ব্বে—গৃহে অবস্থান-সময়ে) এব (ই) প্রিয়-গুণগণৈঃ (প্রিয় শ্রীচৈতন্যের গুণসমূহদ্বারা) গাঢ়বদ্ধঃ (দৃঢ়রূপে বদ্ধ) অপি (ও—হইয়াও) গেহাধ্যাসাৎ (গৃহাসক্তি হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত), [যস্মিন্] (যাঁহাতে—যে শ্রীরূপে) অমূর্ত্তঃ এব (অমূর্ত্তই—স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত) অপি (ও—হইয়াও) পরঃ রসঃ (শ্রেষ্ঠরস—শৃঙ্গার রস) মূর্ত্তঃ (মূর্ত্ত) [বভূব] (হইয়াছিল), অনুপমেন সমং (অনুপমের সহিত) তং শ্রীরূপং (সেই শ্রীরূপকে) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) প্রেমালাপৈঃ (প্রেমালাপ দ্বারা) দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ (এবং দৃঢ়তর আলিঙ্গন রঙ্গদ্বারা) প্রয়াগে (প্রয়াগে) অনুজগ্রাহ (অনুগ্রহ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যিনি পূর্ব্বে হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের গুণাবলীদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াও, গৃহাসক্তি হইতে বিমুক্ত; এবং শৃঙ্গার-রস স্বরূপতঃ মূর্ত্তিহীন হইলেও, মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই যেন যে শ্রীরূপে প্রকাশিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অনুপমের (শ্রীবল্লভের) সহিত সেই শ্রীরূপ-গোস্বামীকে প্রেমালাপ ও দৃঢ়-আলিঙ্গন দ্বারা প্রয়াগে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রয়াগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অনুপমের সহিত শ্রীরূপকে (অর্থাৎ শ্রীরূপকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅনুপমকে) কৃপা করিয়াছিলেন। কিরূপে কৃপা করিয়াছিলেন? **প্রেমালাপৈঃ**—প্রেমালাপদ্বারা, প্রীতিপূর্ণ কথাবার্ত্তা দ্বারা, অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া প্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপা দেখাইয়াছিলেন। আর কিরূপে? **দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ**—দৃঢ়তর আলিঙ্গন দ্বারা; অন্যকে প্রভু যে ভাবে আলিঙ্গন করেন, তদপেক্ষাও গাঢ়ভাবে—একেবারে যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া—প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; এবং এইরূপ আলিঙ্গনের দ্বারা তিনি তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কৃপাশক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, যে কৃপাশক্তির প্রভাবে স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত শৃঙ্গার-রসই যেন শ্রীরূপের মধ্যে মূর্ত্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। শৃঙ্গার-রস—কেবল শৃঙ্গার-রস কেন, সকল রসই—স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত; রসের কোনও মূর্ত্তি থাকিতে পারে না; কারণ, রস মনের একটী ভাব মাত্র—কতকগুলি অনুকূল বস্তুর সহিত মিলিত হইলে ইহা যখন চমৎকৃতিজনক আস্বাদ্যতা লাভ করে, তখনই এই ভাবকে রস বলে; ভাবের কোন মূর্ত্তি থাকিতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে, শৃঙ্গার-রস **অমূর্ত্ত এব**—অমূর্ত্তই, স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত; কিন্তু **অপি**—তথাপি, অমূর্ত্ত হইলেও শ্রীরূপে ইহা **মূর্ত্তঃ ইব**—যেন মূর্ত্ত, যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত ছিল। একথা বলার হেতু এই:—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী এতই অভিজ্ঞতা এবং অনুভব লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গ্রন্থাদিতে শৃঙ্গার-রসটীর একটা মূর্ত্তি যেন ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—শৃঙ্গার-রস-বিষয়ক লীলাসমূহকে তিনি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, সেই বর্ণনা পাঠ করিলে রসিক ভক্তের চক্ষুর সাক্ষাতেই যেন বর্ণনীয় লীলাগুলি জাজ্জল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠে। কোনও জিনিসের মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া তাহা বর্ণনা করিলে বর্ণনাটী যেমন পরিস্ফুট হয়, শ্রীরূপের লেখনীতে শৃঙ্গার-রসের বর্ণনাও তদ্রূপই পরিস্ফুট এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তাই বলা যাইতে পারে—প্রভুর কৃপায় শৃঙ্গার-রস যেন শ্রীরূপের হৃদয়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই বিরাজিত ছিল এবং সেই মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই যেন শ্রীরূপ তদীয় গ্রন্থাদিতে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। যাহা হউক, প্রয়াগে ঈদৃশী কৃপালাভের পূর্ব্বে শ্রীরূপের অবস্থা কিরূপ ছিল? **প্রাগেব**—পূর্ব্বেই, প্রয়াগে আসার পূর্ব্বে গৃহে অবস্থান-সময়েই তিনি **প্রিয়গুণগণৈঃ গাঢ়বদ্ধঃ**—তাঁহার প্রাণকোটি-প্রেষ্ঠ-শ্রীচৈতন্যের গুণ-সমূহের দ্বারা গাঢ় বা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিলেন; অনেকগুলি রজ্জু (গুণ) দ্বারা কোনও লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সেই লোক যেমন আর ছুটিয়া অন্যত্র যাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের মনোহর গুণরাজীতেও শ্রীরূপ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের চরণ চিন্তা ব্যতীত তাঁহার মন আর অন্য কোনও কার্য্যেই যাইতে পারিত না। এইরূপে শ্রীচৈতন্যের গুণবদ্ধ হইয়াই তিনি **গেহাধ্যাসাৎ**—গৃহে আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমায় মন একান্তভাবে নিবিষ্ট হওয়ায় সাংসারিক বিষয়ে আর তাঁহার মন একেবারেই যাইত না; কাজেই তিনি বিষয়মুক্ত হইলেন।

শ্লোকে "গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তঃ—গাঢ়বদ্ধ হইয়াও মুক্ত"—এই বাক্যে একটু বিরোধ দেখা যায়; যিনি গাঢ়রূপে বদ্ধ, তিনি আবার কিরূপে মুক্ত হইতে পারেন? কিন্তু এস্থলে বস্তুতঃ কোনওরূপ বিরোধ নাই; শ্রীরূপ গাঢ়রূপে বদ্ধ ছিলেন শ্রীচৈতন্যগুণরাজীতে; গাঢ়বদ্ধ অর্থ—শ্রীচৈতন্যের গুণসমূহে বিশেষরূপে মুগ্ধ; একান্তরূপে গুণমুগ্ধ; ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের গুণমুগ্ধতা কোনওরূপ বন্ধনের হেতু নহে; বরং ইহা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়ারই হেতু, তাই এস্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনওরূপ বিরোধ নাই, ইহা বিরোধাভাসমাত্র—(১।১৬।৭৪ পয়ারের টীকায় বিরোধাভাস অলঙ্কারের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

তথাহি তত্রৈব (৯।৪৩)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে

প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।

নিজাহুরূপে প্রভুরেকরূপে

ততান রূপে স্ববিলাস-রূপে ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রিয়স্বরূপে ইতি। প্রভুঃ শ্রীচৈতন্যদেবঃ রূপে রূপগোস্বামিনি প্রেম ততান বিস্তারিতবান্। কথম্ভূতে রূপে? প্রিয়স্বরূপে স্বরূপ-গোস্বামী প্রিয়ঃ যস্য, যদ্বা প্রিয়স্য স্বস্য আত্মীয়স্য স্বয়ংরূপস্য সর্ব্বোৎকর্ষং নিরূপয়তি ইতি প্রিয়স্বরূপ স্তস্মিন্, দয়িতস্বরূপে আত্মপ্রিয়রূপে স্বরূপে স্বস্মাদভিন্নরূপে সহজাভিরূপে সহজং স্বাভাবিকং অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপং যস্য তস্মিন্, নিজাহুরূপে প্রেম-প্রচারতয়া নিজসদৃশরূপে একরূপে মুখ্যরূপে স্ববিলাসরূপে স্বস্য কৃষ্ণস্য বিলাসং নিরূপয়তি ইতি তথা তস্মিন্। অথবা, প্রেমস্বরূপে প্রেমমূর্ত্তৌ রূপে ততান শক্তিং বিস্তারিতবানিত্যর্থঃ অন্যৎ সমানম্। নন্বু শ্রীস্বরূপ-রামানন্দরায়-প্রভৃতয়ো বহবোঽন্তরঙ্গভক্তাঃ সন্তি, কেবলং শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারঃ কথমিতি চেত্তত্র এবং সমাধানীয়ম্। যথা পৌর্ণমাসী-নান্দীমুখী-বৃন্দাদয়ঃ শ্রীরাধিকায়াঃ গৌরবস্থানীয়াঃ। জ্যেষ্ঠকল্পাঃ ললিতা-বিশাখাদয়ঃ। ততস্তাসাং বিষয়ে কেবলং রহস্যোদ্ঘাটনে শ্রীরাধায়াঃ সঙ্কোচব্যবহারঃ নতু শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিবিষয়ে। তথা শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাস-রামানন্দ-স্বরূপাদয়ঃ শ্রীমহাপ্রভোঃ গৌরবস্থানীয়াঃ এতেষু বিষয়েষু কেবলরহস্যোদ্ঘাটন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বর্ণনে শ্রীমহাপ্রভোঃ সঙ্কোচ-ব্যবহারঃ ন তু শ্রীরূপগোস্বামিবিষয়ে সঙ্কোচঃ। অতএব নিঃসঙ্কোচ-স্থানে শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারঃ। নন্বু ভবতু নাম নিঃসঙ্কোচস্থানে শক্তিসঞ্চারঃ। কিন্তু আধুনিকবৎ দোষায় কল্পতে ইতি চেত্তত্র এবং সমাধানীয়ম্। এতৌ দ্বৌ প্রাচীন-নিজভক্তাবেব ইত্যেবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভোর্বাক্যং তথা দ্বৌ ভ্রাতরৌ মম প্রাণসমৌ তয়োর্দ্দৈন্যেন হৃদয়-বেদনা ভবতীত্যুক্তেরাধুনিকবৎ দোষাপগমঃ; কিন্তু নিজান্তরঙ্গ-ভক্তপরীক্ষার্থমাধুনিকবৎ শক্তিসঞ্চারঃ ন চাধুনিকঃ। তত্র নিজান্তরঙ্গভক্তবাক্যে যথা। প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরীত্যাদৌ মহাপ্রভোর্হৃদয়োদ্ঘাটন-পটুতা রূপস্যৈব লভ্যা নতু অন্যপ্রকার ইতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। প্রিয়স্বরূপে (স্বরূপগোস্বামী যাঁহার প্রিয়, অথবা প্রিয়-নিজের—স্বয়ংরূপের—সর্ব্বোৎকর্ষ যিনি নিরূপণ করেন) দয়িতস্বরূপে (যিনি প্রভুর দয়িতের বা প্রিয়ের স্বরূপতুল্য) স্বরূপে (যিনি স্বতুল্য, যিনি প্রভুর নিজ হইতে অভিন্নরূপ) সহজাভিরূপে (যিনি স্বভাবতঃই মনোজ্ঞ-রূপবিশিষ্ট) নিজাহুরূপে (প্রেমপ্রচারদ্বারা যিনি প্রভুর নিজের সদৃশ) একরূপে (মুখ্যরূপে, অথবা যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য) স্ববিলাসরূপে (যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব নিরূপণ করেন) রূপে (সেই রূপগোস্বামীতে) প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) প্রেম (প্রেম) ততান (বিস্তার করিয়াছিলেন)। (এইরূপ অন্বয়ে "ততান"-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলেন "প্রভুঃ" এবং কর্ম্ম হইল "প্রেম"। প্রভু প্রেম বিস্তার করিলেন শ্রীরূপে। অন্যান্য শব্দগুলি "রূপে"-শব্দের বিশেষণ)।

অথবা। প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে (যিনি প্রেমের স্বরূপ বা মূর্ত্তি, যিনি মূর্ত্তিমান্ প্রেম) সহজাভিরূপে, নিজাহুরূপে একরূপে স্ববিলাসরূপে রূপে প্রভু [শক্তিম্] ততান (শক্তি বিস্তারিত করিয়াছিলেন)। (এস্থলে যে সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল না, তাহাদের অর্থ পূর্ব্বলিখিত অন্বয়ের অন্তর্গত অর্থেরই অনুরূপ)।

প্রথম অন্বয়ে "প্রেমস্বরূপে" স্থলে দুইটী শব্দ ধরা হইয়াছে "প্রেম" এবং "স্বরূপে"। "প্রেম"-শব্দ হইল "ততান"-ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং "স্বরূপে"-শব্দ হইল "রূপে"-শব্দের বিশেষণ। আর, দ্বিতীয় অন্বয়ে "প্রেমস্বরূপে"-কে একটী শব্দ মনে করিয়া "রূপে" শব্দের বিশেষণ করা হইয়াছে। এই অন্বয়ে "ততান" ক্রিয়ার কর্ম্ম-বাচক কোনও শব্দ শ্লোকে নাই; অথচ "ততান" সকর্ম্মক ক্রিয়াপদ; ইহার একটা কর্ম্ম থাকা দরকার; তাই "শক্তিম্"-শব্দ অধ্যাহার করা হইয়াছে; "ততান"-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইল "শক্তিম্", যাহা শ্লোকে উহ্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয় প্রকার অন্বয়ই শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকার অনুগত।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ স্বরূপগোস্বামী যাঁহার প্রিয়পাত্র (অথবা যিনি স্বয়ংরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ-নিরূপণে সমর্থ), যিনি প্রভুর প্রিয়ের স্বরূপতুল্য, যিনি প্রভুর স্বতুল্য বা অভিন্নরূপ, যিনি স্বভাবতঃই মনোরম-রূপবিশিষ্ট, প্রেম-প্রচার-বিষয়ে যিনি প্রভুর নিজেরই তুল্য, যিনি মুখ্যরূপ (বা যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য), যিনি প্রভুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩

অথবা। স্বরূপগোস্বামী যাঁহার প্রিয়পাত্র (অথবা যিনি স্বয়ংরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ-নিরূপণে সমর্থ), যিনি প্রভুর প্রিয়ের রূপতুল্য, যিনি প্রেমের স্বরূপ বা মূর্ত্তি (যিনি মূর্ত্তিমান্ প্রেম-সদৃশ), যিনি স্বভাবতঃই মনোরম-রূপবিশিষ্ট, প্রেম-প্রচার-বিষয়ে যিনি প্রভুর নিজেরই তুল্য, যিনি মুখ্যরূপ (বা যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য), যিনি প্রভুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ১৩

প্রিয়স্বরূপে—প্রিয় হইয়াছেন স্বরূপ (স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী) যাঁহার; শ্রীপাদস্বরূপ-দামোদর যাঁহার প্রিয়পাত্র। অথবা, প্রিয়-স্ব-এর রূপ (নিরূপণ) করেন যিনি; প্রিয়-স্ব—আত্মীয় নিজরূপ বা স্বয়ংরূপ; তাহার সর্ব্বোৎকর্ষ যিনি নিরূপণ করিতে সমর্থ, তিনি হইলেন প্রিয়স্বরূপ। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ হইল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; যেহেতু, সর্ব্বলীলা-মুকুট-মণি রাসাদিলীলার সর্ব্বোৎকর্ষে রস-আস্বাদন একমাত্র স্বয়ংরূপদ্বারাই সম্ভব। আবার, যে সকল অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটেও স্বয়ংরূপ অত্যন্ত প্রিয়; যেহেতু, স্বয়ংরূপের মাধুর্য্যাদিতে তাঁহাদের প্রত্যেকের চিত্তই আকৃষ্ট হয়; "কোটি-ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন।" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপেরও প্রিয় যে রূপ, তাহাই হইল—প্রিয়স্ব, স্বয়ংরূপ। সকলের প্রিয় এই স্বয়ংরূপের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকর্ষ যিনি নিরূপণ করেন (বা নিরূপণ করিতে সমর্থ) তিনিই হইলেন প্রিয়স্বরূপ। এস্থলে রূপ-শব্দের অর্থ হইল নিরূপণকর্ত্তা, রূপয়তীতি রূপঃ। **দয়িতস্বরূপে**—দয়িতের (প্রিয়ব্যক্তির) স্বরূপ (বা আদর্শ) যিনি; যিনি প্রভুর প্রিয় ব্যক্তির আদর্শতুল্য। **সহজাভিরূপে**—সহজ হইয়াছে অভিরূপ (মনোজ্ঞ রূপ) যাঁহার; যাঁহার রূপ স্বভাবতঃই মনোরম; অথবা মনোরম রূপ যাঁহার সহজাত, জন্মাবধিই যাঁহার রূপ (সৌন্দর্য্য) অত্যন্ত মনোরম। **নিজানুরূপে**—যিনি প্রভুর নিজের অনুরূপ (বা তুল্য); প্রেম-প্রচারাদি-ব্যাপারে যিনি প্রভুরই তুল্য। **একরূপে**—প্রভুর রূপ এবং যাঁহার রূপ একই রকম; যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য। **স্ববিলাসরূপে**—স্ব-এর (নিজের—শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিজের) বিলাস (লীলাতত্ত্বাদি) যিনি নিরূপণ করেন (বা নিরূপণ করিতে সমর্থ)। এস্থলেও রূপ-শব্দের অর্থ নিরূপণকর্ত্তা। **স্বরূপে**—প্রভুর নিজ (স্ব) হইতে অভিন্নরূপে; যিনি প্রভুর অভিন্ন রূপ। অথবা, **প্রেমস্বরূপে**—যিনি প্রেমের স্বরূপ বা মূর্ত্তিবিশেষ, মূর্ত্তপ্রেম (দ্বিতীয় রকমের অন্বয়ের অনুরূপ অর্থে)। সেই **রূপে**—শ্রীরূপ-গোস্বামীতে **প্রভুঃ**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু **প্রেম ততান**—প্রেম বিস্তার করিলেন (প্রথম অন্বয় অনুসারে); অথবা **শক্তিং ততান**—শক্তি বিস্তার করিলেন (দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে)।

শ্রীরূপগোস্বামীতে প্রভু যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ; প্রেমও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি; সুতরাং উভয়রূপ অন্বয়ে সঞ্চারিত বস্তুর বিষয়ে স্বরূপতঃ পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

যাহা হউক, সম্ভবতঃ উল্লিখিত উভয় রকমের অন্বয়ের অর্থাৎ উভয়-রূপ অর্থেরই সার্থকতা আছে। প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনে প্রেম এবং শক্তি এই দুইটী বস্তু সঞ্চারিত করারই প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাঁহাদের দ্বারা বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তার যে রস প্রকটিত করাইবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই রসের অপরোক্ষ অনুভব ব্যতীত তাহা বিবৃত হইতে পারে না এবং অপরোক্ষ অনুভবের জন্য প্রেমের প্রয়োজন। যে প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে সেই রসের অনুভব সম্ভব, প্রভু তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম বিস্তারিত করিলেন। আবার, রসের অনুভব লাভ হইলেও তাহার বর্ণনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তিও তিনি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, প্রেম এবং রস-বর্ণনার উপযোগিনী শক্তি, এই উভয়-বস্তু সঞ্চারিত করারই প্রয়োজনীয়তা ছিল।

এই মত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১১০
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সভার কৃপা-গৌরব পাত্র ॥ ১১১
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১১২
'কহ—তাহাঁ কৈছে রহে রূপ-সনাতন ?।
কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন ? ॥ ১১৩
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন ?'
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ—। ১১৪
'অনিকেতন দোঁহে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক-বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, শ্রীরূপ-গোস্বামী হইলেন ব্রজলীলার শ্রীরূপ-মঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামী হইলেন ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী (বা লবঙ্গ মঞ্জরী)। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৮০-৮২। সুতরাং বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তার নিগূঢ়তম রহস্যও তাঁহারা অবগত আছেন, নিগূঢ়তম লীলারহস্যের রসেরও তাঁহাদের সাক্ষাৎ অনুভব আছে; তাহার অপরোক্ষ অনুভূতির উপযোগী প্রেমও নিত্যসিদ্ধভাবে তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। এই অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে আবার নূতন করিয়া প্রেম-সঞ্চারের কি প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তর এই যে, নরলীলা-সিদ্ধির জন্য এবং জীবশিক্ষার জন্যই ইহা করিতে হইয়াছে। গৌরলীলায় প্রভু তাঁহার পূর্ব্বলীলার পরিকরদিগকে সাংসারিক জীবের বিভিন্ন অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন—ব্যবহারিক জগতের সকল অবস্থায় থাকিয়াই যে ভগবদ্‌ভজন করা যায়, তাহা জগতের জীবকে জানাইবার উদ্দেশ্যে। আবার, এই বিভিন্ন অবস্থা হইতেই প্রকটলীলায় তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বচরণে টানিয়া নিয়াছেন—তাঁহার কৃপাতেই তাঁহার চরণপ্রাপ্তি সম্ভব, "যমেবৈষ বৃণুতে তস্য এষঃ লভ্যঃ"-এই শ্রুতিবাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যে। ঠিক এই ভাবেই, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনে প্রেম ও শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রভু দেখাইলেন—তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ রস অনুভবের উপযোগী প্রেমও লাভ করিতে পারেনা এবং রসবর্ণনার সামর্থ্যও লাভ করিতে পারেনা। আবার, ইঁহাদের প্রেমের মহিমাও যে কি অপূর্ব্ব, তাহাও প্রভু ইহাদ্বারা দেখাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, রায়রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রভৃতিও প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারাও প্রভুর পূর্ব্বলীলার পরিকর; কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বলীলার পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী, বৃন্দা প্রভৃতির প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ এবং বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া ললিতা-বিশাখাদির প্রতিও গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিভৃত-নিকুঞ্জ-কেলির সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেন, কিন্তু শ্রীরূপমঞ্জরী-আদির নিকটে তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে তদ্রূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না এবং ইহা হইতেই যেমন শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদির প্রেমের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে; তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত-রায়রামানন্দ-স্বরূপদামোদর-আদির প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ লীলারস-বর্ণনের শক্তি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত না করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের মধ্যে সঞ্চারিত করাতেই বুঝা যাইতেছে যে, যে লীলারহস্য ইঁহাদের দ্বারা প্রভু প্রকটিত করাইতে চাহিয়াছেন, ইঁহাদের নিকটে তাহার উদ্‌ঘাটনে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত প্রভুর কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই; ইহাতেই ইঁহাদের অপূর্ব্ব প্রেম-বৈশিষ্ট্য, প্রেমের এক অপূর্ব্ব মহিমা সূচিত হইতেছে (শ্লোকের চক্রবর্ত্তি টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৭—পয়ারোক্তির প্রমাণ এই তিনটী শ্লোক।

১১০। **এইমত**—উল্লিখিত তিনটী শ্লোকের ন্যায়।

১১১। **কৃপা-গৌরবপাত্র**—প্রবীণ বৈষ্ণবদের কৃপার পাত্র এবং নবীন বৈষ্ণবদের গৌরবের (গৌরব-বুদ্ধির) পাত্র।

১১৫। **অনিকেতন**—নিকেতন (বাসগৃহ) নাই যাঁহার; গৃহহীন। যাঁহার থাকিবার জন্য কোনও ঘরও নাই, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানও নাই।

বিপ্রগৃহে স্থূল্ ভিক্ষা কাহাঁ মাধুকরি।
শুষ্ক রুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি ॥ ১১৬
করোয়া মাত্র হাথে কাঁথা ছিড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস ॥ ১১৭
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন—চারিদণ্ড শয়নে।
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোনদিনে ॥ ১১৮
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্যচিন্তন ॥' ১১৯
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাহাঁ, তাহাঁ কি বিস্ময় ? ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন এক-এক বৃক্ষের নীচে এক এক রাত্রি শয়ন করেন; তাঁহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

১১৬। **বিপ্রগৃহে**—মথুরাবাসী ব্রাহ্মণদের গৃহে। **স্থূলভিক্ষা**—বেশী পরিমাণ (নিজের প্রয়োজন মত) ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ। **কাহাঁ**—কোথাও বা। **মাধুকরি**—মধুকরের (ভ্রমরের বা মধুমক্ষিকার) বৃত্তি। মধুকর যে পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে, তাহাতে পুষ্পের কোনও কষ্ট হয়না; একটী পুষ্প হইতেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত মধু সংগ্রহ করিতে চেষ্টাও করে না; বিন্দু বিন্দু মধুমাত্র গ্রহণ করে। যাঁহারা বৈরাগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে; গৃহস্থের নিকট হইতে অধিক গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া, গৃহস্থ বিনাকষ্টে সন্তুষ্ট-চিত্তে যাহা দিতে পারে, অল্প অল্প করিয়া তাহাই গ্রহণ করিবেন। ইহাই মাধুকরী বৃত্তি।

শ্রীরূপ-সনাতন কাহারও নিকট স্থূলভিক্ষা চাহিতেন না; প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুসারে, অব্রাহ্মণ কেহ তাঁহাদিগকে স্থূলভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধও করিতেন না। ব্রাহ্মণ কেহ স্থূলভিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণব্যতীত অপর কাহারও স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করা হইবেনা, এরূপ কোনও ভাব তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয়না; কারণ, দেহাভিমান হইতেই এই জাতীয় মনোভাব জন্মে। তাঁহাদের দেহাভিমান ছিলনা; থাকিলে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত হইয়াও তাঁহারা নিজেদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। অভিমান ভক্তিপথের অন্তরায়।

শুষ্করুটী—তরকারী-আদি ব্যতীত শুখ্না রুটী। **চানা**—ছোলা। **ভোগ পরিহরি**—দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতাদির অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া।

১১৭। **করোয়া**—মাটীর বা লাউর জলপাত্র।

১১৮। শ্রীরূপ-সনাতন দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র চারিদণ্ড শয়ন করিতেন; যে দিন নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সেইদিন এই চারিদণ্ডও ঘুমাইতেন না।

১১৯। **ভক্তিরসশাস্ত্র**—ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র।

চৈতন্যকথা ইত্যাদি—শ্রীশ্রীগৌরের লীলা-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং গৌর-লীলার স্মরণও যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজনের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং লীলাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবাও যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আচরণে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ২।২২।৯০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।"

১১৪-১৫ পায়ারে এবং ১১৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যের বিবরণ, ১১৬ পয়ারে তাঁহাদের আহারের বিবরণ এবং ১১৭ পয়ারের শেষার্দ্ধে ও ১১৮-১৯ পয়ারে তাঁহাদের ভজনের কথা বলা হইয়াছে।

১২০। **মহান্তের**—মহান্ত বৈষ্ণব-গণের।

চৈতন্যের কৃপা—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল; কত ভোগ-বিলাসে তাঁহাদের দিন কাটিয়াছে; এখন, কিরূপে তাঁহারা এইরূপ কাঙ্গালের ন্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াও

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১২১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাম্ (২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য: চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৪

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১২২
প্রভু কহে শুন রূপ! ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১২৩
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু ॥ ১২৪
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষযোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ স্বাশ্রয়-চরণকমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি। হৃদ্বিষয়-প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপ ইতি। স্বয়ং দৈন্যেনোক্তং সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কায়তি শব্দায়ত ইতি সংকবিতায়ামপি তৎ প্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তিঃ স্যান্নান্যথেতি অপেরর্থঃ ইতি তদ্দ্বারেণৈব তমেব স্তাবয়তি। শ্রীজীব। ১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রফুল্ল-চিত্তে ভজন-সাধন করিতে সমর্থ হইলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"শ্রীচৈতন্যের কৃপা হইতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।"

১২১। **রূপ**—শ্রীরূপগোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী স্বরচিত-ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মঙ্গলাচরণে তাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা নিজেই লিখিয়াছেন—নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্ররূপ) অপি (ও—হইয়াও) অহং (আমি—শ্রীরূপ) হৃদি (হৃদয়ে) যস্য (যাঁহার—যে শ্রীচৈতন্যের) প্রেরণয়া (প্রেরণায়) প্রবর্ত্তিতঃ (গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি), তস্য হরেঃ (সেই হরি) চৈতন্যদেবস্য (শ্রীচৈতন্যদেবের) পদকমলং (চরণ-কমলকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণা পাইয়া (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুনামক গ্রন্থরচনায়) প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই হরি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমল আমি বন্দনা করি। ১৪

এই শ্লোক শ্রীরূপের উক্তি; এই শ্লোকেই তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি পাইয়াই তিনি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

১২৩। **সূত্ররূপে**—সংক্ষেপে।

১২৪। **পারাবারশূন্য**—সীমাশূন্য; অসীম। **গম্ভীর**—অতলস্পর্শ। **ভক্তিরস-সিন্ধু**—ভক্তিরসের সমুদ্র। **চাখাইতে**—অল্পমাত্রায় আস্বাদন করাইতে।

১২৫। **অনন্তজীবগণ**—জীবের সংখ্যা অনন্ত। এই জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফলে চৌরাশীলক্ষ-যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। "জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণঃ দশলক্ষকম্॥ ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ। সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥—জীব নয়লক্ষ বার জলজ-যোনিতে; বিশলক্ষ বার স্থাবর-যোনিতে, এগার লক্ষ বার কৃমি-যোনিতে, দশলক্ষ বার পক্ষি-যোনিতে, ত্রিশলক্ষ বার পশুযোনিতে এবং চারিলক্ষ বার মানুষ-যোনিতে ভ্রমণ করে; পরে সাধনবলে সকল যোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।" বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফলানুসারে জীব বিশেষ বিশেষ যোনিতে ভ্রমণ করে; ইহার কোনও ক্রম নাই।

কেশাগ্র-শতেকভাগ পুন শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥ ১২৬

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।৩০) শ্রুতি-
ব্যাখ্যাধৃত-শ্লোকঃ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥ ১৫

তথাহি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে (৮১)—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ॥
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ॥ ১৬

তথাহি (ভাঃ ১১।১৬।১১)—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ ১৭

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ ১৮॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কেশাগ্রেতি। অয়ং জীবঃ চিৎকণঃ চিৎস্বরূপস্য কণঃ পুঞ্জায়মানাগ্নীনাং স্ফুলিঙ্গো ভবতি যথা। কথম্ভূতঃ কেশাগ্রশতভাগস্য য একভাগঃ পুনঃ তচ্ছতাংশস্যৈকাংশসদৃশঃ সমানাত্মকঃ স্বরূপঃ যস্য সঃ পুনঃ কীদৃশঃ সূক্ষ্মঃ অতিক্ষুদ্রঃ স্বরূপো মূর্ত্তির্যস্য সঃ পুনঃ সংখ্যাতীতঃ হি নিশ্চিতম্। শ্লোকমালা। ১৫

বালঃ কেশঃ তস্য। শতধাকল্পিতস্য শতাংশকৃতস্য। চক্রবর্ত্তী। ১৬।

সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বম্। স্বামী। ১৭

এবং তাবৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদবিদ্যাকৃত-কার্য্যোপাধয়স্তদংশা এব জীবা জাতাঃ সংসরন্তো ভজন্তীত্যুক্তম্। তত্র যদ্যেকা অবিদ্যা তদা জীবস্যাপ্যেকত্বাদেকমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ। অথবা নানা অবিদ্যাস্তর্হি তস্যৈব অংশান্তরেণ

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৬। **জীবের স্বরূপ**—বলিতেছেন। চুলের অগ্রভাগকে যদি একশত ভাগ করা যায়, ইহার প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার একশত ভাগ করা যায়, তাহা হইলে শেষোক্ত প্রত্যেক ভাগ যত সূক্ষ্ম হইবে, স্বরূপতঃ জীবও তত সূক্ষ্ম; অর্থাৎ জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। ভগবান্ বিভুচিৎ, আর জীব অণুচিৎ, ভগবানের চিৎকণ অংশ; জীব অংশ, ভগবান্ অংশী; জীব নিয়ম্য, ভগবান্ নিয়ন্তা; জীব শাস্য, ভগবান্ শাস্তা। ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে কয়েকটী শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।১৫। অন্বয়। অয়ং (এই) **জীবঃ** (জীব) কেশাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রের শতভাগের) শতাংশসদৃশাত্মকঃ (শতাংশতুল্য) **সূক্ষ্মস্বরূপঃ** (সূক্ষ্মস্বরূপ-বিশিষ্ট), সংখ্যাতীতঃ হি (অসংখ্য—অনন্ত), চিৎকণঃ (চিৎকণিকাতুল্য)।

অনুবাদ। কেশাগ্রের যে শতভাগের এক ভাগ, সেই এক ভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্মই জীবের স্বরূপ। ইহা চৈতন্য-স্বরূপের কণাতুল্য এবং সংখ্যায় অনন্ত। ১৫

শ্লো। ১৬। অন্বয়। সঃ (সেই) **জীবঃ** (জীব) বালাগ্রশতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শতভাগের) শতধাকল্পিতস্য (শতাংশের) ভাগঃ (একভাগ) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে); ইতি চ (ইহাই) পরাশ্রুতিঃ (পরাশ্রুতি) আহ (বলেন)।

অনুবাদ। কেশাগ্রের যে শতভাগের একভাগ, সেই এক ভাগের শতাংশের তুল্যই জীবকে জানিবে, এই কথা পরাশ্রুতি বলেন। ১৬

শ্লো।১৭। অন্বয়। অহং (আমি) সূক্ষ্মাণাং (সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে) অপি (ও) জীবঃ (জীব)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে আমি জীব।" ১৭

সূক্ষ্মবস্তু-সমূহের মধ্যে সূক্ষ্মতম বস্তুই যে জীব, তাহাই এই স্থানে বলা হইল।

শ্লো।১৮। অন্বয়। ধ্রুব (হে নিত্য)! অপরিমিতাঃ (অসংখ্য) ধ্রুবাঃ (এবং নিত্য) **তনুভৃতাঃ**

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সংসারানপগমাদনির্মোক্ষ ইত্যাদিতর্কবলেন বস্তুত এব নানাত্মানস্তত্র চ তেষামণুত্বে দেহব্যাপি চৈতন্যং ন স্যাৎ। দেহ-পরিমাণত্বে চ মধ্যমপরিমাণানাং সাবয়বত্বেনানিত্যত্বং স্যাৎ। অতঃ সর্ব্বগতা নিত্যাশ্চেতি কেচন মন্যন্তে। তত্র ন তাবদুক্ত-দোষপ্রসঙ্গঃ। অবিদ্যাভেদেন তচ্ছক্তিভেদেন বা বন্ধমুক্তব্যবস্থাসম্ভবাৎ। ঈশ্বরস্য তু ন কেনাপ্যংশেন সংসার-শঙ্কেত্যুক্তমেব। প্রসিদ্ধং চাত্মৈক্যং সর্ব্বশ্রুতিষু। কিঞ্চ ইমং পক্ষমন্তর্য্যামিব্রহ্মাণমপি ন সহতে ইত্যাহ—অপরিমিতা ইতি। বস্তুত এবানন্তা ধ্রুবাস্তেনৈব রূপেণ নিত্যাঃ সর্ব্বগতাশ্চ তনুভৃতো জীবা যদি স্যুস্তর্হি তেষাং সমত্বাৎ শাস্যতা ন ঘটেত ইতি কৃত্বা হে ধ্রুব! নিয়মো নিয়মনং ত্বয়া ন স্যাদিতরথা তু ঘটতে। কথম্ যন্ময়মুপাধিতো যদ্বিকারপ্রায়ং যজ্জী-বাখ্যমজনি জাতং তত্তস্য স্ববিকারস্য নিয়ন্তৃ নিয়ামকং ভবেৎ। অবিমুচ্য কারণতয়া অপরিত্যজ্য। কিং তৎ। সমমনুস্যূতম্। নন্বু কিং যত্তচ্ছব্দৈর্জ্ঞায়তে চেদুচ্যতামিদং তদিত্যত আহ—অনুজানতাং যদমতমিতি। জানীম ইতি বদতাং যদমতম-বিজ্ঞাতপ্রায়ম্। অবিষয়ত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞা-তমবিজানতাম্। অবচনেনৈব প্রোবাচ স হ তূষ্ণীং বভূব" ইত্যাদিঃ। কিঞ্চ মতস্য জ্ঞাতস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু" ইত্যাদি। তস্মাদ্ যত্তচ্ছব্দাবচ্ছোত্যমতর্ক্যং কিমপি সর্ব্বানুস্যূতত্বেন সমং নিয়ন্তৃ ভবেদিত্যর্থঃ। স্বামী। ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(জীবগণ) যদি (যদি) সর্ব্বগতাঃ (সর্ব্বগত—বিভু—ব্যাপক হয়), তর্হি (তাহা হইলে) শাস্যতা (ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীবের শাস্যত্ব) ইতি (এই) নিয়মঃ (নিয়ম) ন (থাকেনা), ইতরথা (অন্যথা—জীব যদি সর্ব্বগত না হয়, তাহা হইলে) ন (শাস্যতার অভাব হয় না); চ (অধিকন্তু) যন্ময়ং (যাহার বিকাররূপে জীব) অজনি (উৎপন্ন হয়), তৎ (তাহা) অবিমুচ্য (কারণত্বহেতু পরিত্যাগ না করিয়া) নিয়ন্তৃ (নিয়ামক) ভবেৎ (হয়) ; সমং (সম—জীবকে তোমার সমান বলিয়া) অনুজানতাং (যাহারা জানে বা মনে করে, তাহাদের) যৎ (যে—যে মত) [তৎ] (তাহা) মতদুষ্টতয়া (মতদুষ্ট—শাস্ত্রবিরুদ্ধ— বলিয়া) অমতং (দোষযুক্ত) ।

অনুবাদ। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে নিত্য! অসংখ্য এবং নিত্য জীবগণ যদি সর্ব্বগত (বা বিভু—ব্যাপক) হয়, তাহা হইলে (জীব ও ঈশ্বর তুল্য হইয়া যায় ; তুল্য হইয়া গেলে—জীব যে ঈশ্বরের) শাসনাধীন—এই নিয়ম থাকে না ; কিন্তু অন্যরূপ হইলে অর্থাৎ জীব ব্যাপক না হইয়া সূক্ষ্ম হইলে (উক্ত নিয়মের—জীব ঈশ্বরের শাসনাধীন, এই নিয়মের ব্যাঘাত) হয় না ; অধিকন্তু, যাহার বিকাররূপে জীব বা কার্য্য উৎপন্ন হয়, (অর্থাৎ যে কারণ হইতে কোনও কার্য্য জন্মায়), কারণত্ব ত্যাগ না করিয়াও (কারণরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও) তাহা (সেই কার্য্যের বা জীবের) নিয়ামক হয় (সুতরাং ঈশ্বর হইতে জীবের উৎপত্তি বলিয়া ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য)। (কার্য্যকে কারণের—জীবকে ঈশ্বরের—) সমান মনে করে যাহারা, মতদুষ্ট (বা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া) তাহাদের মত দোষযুক্ত। ১৮

তনুভৃতঃ—তনুকে (দেহকে) ধারণ বা আশ্রয় করিয়াছে যাহারা, প্রপঞ্চগত সুখভোগের আশায় যাহারা স্থাবর-জঙ্গমাদি দেহকে আশ্রয় করিয়া জগতে আসিয়াছে, সেই সমস্ত জীব সংখ্যায় **অপরিমিতাঃ**—অসংখ্য ; আবার নিত্য-শ্রীভগবানের চিৎকণ-অংশ বলিয়া তাহারাও **ধ্রুবাঃ**—নিত্যবস্তু ; এরূপ অবস্থায় যদি তাহারা আবার **সর্ব্বগতাঃ**—সর্ব্বত্রই আছে যাহা, তদ্রূপ, অর্থাৎ ব্যাপক বা বিভু হয়, প্রত্যেক জীবই যদি স্বরূপতঃ বিভু বা ব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও পার্থক্য থাকে না—ঈশ্বর যেমন নিত্য ও বিভু, জীবও তেমন নিত্য ও বিভু হইয়া পড়ে—ঈশ্বর তো বিভু বা ব্যাপক আছেনই, জীবও ব্যাপক হইয়া পড়ে ; এরূপ অবস্থায় **শাস্যতা**—ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীবের শাস্যতা, জীব ঈশ্বরের শাসনাধীনে থাকিবে (অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং—ইতি বৈষ্ণব-তোষণী-টীকাধৃত শ্রুতিবাক্য), **ইতি নিয়মঃ**—এই নিয়ম আর থাকে না ; কিন্তু **ইতরথাঃ**—অন্যরূপ যদি হয়, যদি জীব সর্ব্বগত

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ। | জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থল-চর-বিভেদ ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(বা বিভু বা ব্যাপক) না হয়—যদি জীব সূক্ষ্ম বা ব্যাপ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয় না—ঈশ্বর যে জীবের শাস্তা—এই শ্রুতিবিহিত নিয়ম ঠিক থাকিতে পারে ; শ্রুতিবাক্যের যখন অন্যথা হইতে পারে না এবং শ্রুতি যখন বলিতেছেন—ঈশ্বর জীবের শাস্তা, তখন জীব বিভু বা ব্যাপক হইতে পারে না ; কারণ, জীব ব্যাপক হইলে ঈশ্বরকর্তৃক শাসনীয় হইতে পারে না ; বস্তুতঃ ঈশ্বরই জীবের নিয়ামক ; কারণ, **যন্ময়ং অঙ্গনি**—যাহার বিকাররূপে কোনও কার্য্য জন্মায়, যে কারণ হইতে কোনও কার্য্যের উদ্ভব হয়, তাহা (সেই কারণ) **অবিমুচ্য**—কারণত্বকে পরিত্যাগ না করিয়া সেই কার্য্যের **নিয়ন্তৃ**—নিয়ামক হইয়া থাকে ; কারণই কার্য্যের নিয়ামক ; জীবরূপ কার্য্য যখন ঈশ্বররূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় ৩।১), তখন ঈশ্বরই হইলেন জীবের নিয়ন্তা—শাস্তা। এইরূপে ঈশ্বর জীবের নিয়ন্তা হওয়াতে জীব ব্যাপক বা সর্ব্বগত হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণে, জীবে ও ঈশ্বরে **সমং**—সমান বলিয়া **অনুজানতাং**—যাহারা জানে বা মনে করে, তাহাদের মত অশ্রদ্ধেয় ; কারণ, ইহা **মতদুষ্টতয়া**—মতদুষ্টতাহেতু, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া **অমতং**—দোষযুক্ত।

এই শ্লোকে যুক্তি-প্রমাণদ্বারা দেখান হইল যে, জীব ব্যাপক নহে, বিভু নহে ; ইহা ক্ষুদ্র ; কিন্তু কতটুকু ক্ষুদ্র ? জীব যে দেহকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা কি সেই দেহের সমান ? না, তাহাও হইতে পারে না ; যদি মনে করা যায়—জীবের পরিমাণ দেহের পরিমাণের সমান, তাহা হইলে জীবের মধ্যে অনিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। কারণ, একই জীব কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে—মানুষ হয়, পশু হয়, পক্ষী হয়, কীট-পতঙ্গ হয়, বৃক্ষলতাদি হয় ; এইরূপে একই জীব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণযুক্ত দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে—কখনও ক্ষুদ্রতম কীটের দেহকেও আশ্রয় করে, আবার কখনও বৃহত্তম জন্তুর দেহকেও আশ্রয় করে ; দেহ-পরিমিতই যদি জীব হয়, তাহা হইলে যে জীব হস্তীর বা মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়াছে, ক্ষুদ্র কীটের দেহে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবে না ; আবার কীটের দেহকে যে আশ্রয় করিয়াছে, মানুষের দেহের সর্ব্বত্র সে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না ; অথবা, একই জীবকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেহকে আশ্রয় করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ বা আয়তন গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে জীবের পরিমাণের বা আয়তনের নিত্যত্ব থাকে না ; কিন্তু নিত্যবস্তুর মধ্যে কোনওরূপ অনিত্যত্বই সম্ভবে না। তাই দেহের পরিমাণেই জীবের পরিমাণ—জীবের পরিমাণ বা আয়তন মধ্যম—এই মতও গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাহা হইলে জীবের আয়তন কিরূপ ? ইহা অতি সূক্ষ্ম, পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—জীব স্বরূপতঃ যদি অতি সূক্ষ্ম, পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্রই হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয় কিরূপে ? দেহের নিজের চেতনাশক্তি নাই ; চিৎকণ জীবস্বরূপ হইতেই দেহের চেতনাশক্তি ; কিন্তু অণুতুল্য ক্ষুদ্র জীব তো দেহের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে পড়িয়া থাকে—তাহাতে সমস্ত দেহে চেতনা-শক্তি বিস্তারিত হয় কিরূপে ? উত্তর—গৃহের একস্থানে মাত্র দীপ থাকে ; কিন্তু তাহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমস্ত গৃহকে আলোকিত করিয়া থাকে ; দেহের একস্থানে যদি হরিচন্দনের স্পর্শ হয়, তাহা সমস্ত দেহে স্নিগ্ধতা বিস্তার করে ; তদ্রূপ, অণুপরিমিত জীবও দেহের এক অংশে থাকিয়া স্বীয় চেতনারূপ প্রভাবের দ্বারা সমস্ত দেহকে ব্যাপিয়া রাখে—দেহের সর্ব্বত্র তাহার চেতনাকে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। "অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ॥ তোষণীধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন।" ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে দেখা গেল—জীব স্বরূপতঃ বিভুও নয়, মধ্যমাকারও নয় ; পরন্তু জীব অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম বস্তু।

১২৬-পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল ১৫-১৮ শ্লোক।

১২৭। **তার মধ্যে**—অনন্ত জীবের মধ্যে। **স্থাবর**—যাহারা চলাফেরা করিতে পারেনা, বৃক্ষাদি। **জঙ্গম**—যাহারা চলাফেরা করিতে পারে ; যেমন মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি।

তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ ১২৮
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১২৯
ধর্ম্মাচারিগণ মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩০
কোটিজ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। ১৩১
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত' ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দুইভেদ—জীব সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গম-জীব আবার এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত—তির্য্যক্, জলচর ও স্থলচর।

তির্য্যক্—পশু-পক্ষী আদি। **জলচর**—মৎস্যাদি- যাহারা জলে বাস করে। **স্থলচর**—মনুষ্যাদি, যাহারা স্থলে বাস করে।

১২৮। অনন্তকোটি জীবের মধ্যে স্থাবর বাদ দিয়া জঙ্গমের মধ্যেও তির্য্যকাদিকে বাদ দিলে মানুষের সংখ্যা থাকে সমস্ত জীবমণ্ডলীর তুলনায়—অতি অল্প; এই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি জাতিও আছে-- ইহারা বেদ মানে না। ইহাদের ছাড়িয়া দিলে বাকী যে মানুষ থাকে—যাহারা বেদ মানে - তাহাদের সংখ্যা আরও অল্প।

১২৯। এইরূপে অতি অল্পসংখ্যক যে কয় জন বেদ মানে বলিয়া বলে, তাহাদের মধ্যেও আবার অর্দ্ধেক পরিমাণ (অনেক) লোক বেদকে কেবল মুখেই মানে, প্রাণে মানে না – মানে বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু বেদের বিধি অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না; বেদ-নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মও করে।

১৩০। যে কয়জন বেদবিহিত ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে আবার অনেকেই স্বর্গাদি সুখ-ভোগের উদ্দেশ্যেই তত্তৎ ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে—স্বসুখানুসন্ধানেই তাহারা ব্যাপৃত। এইরূপ স্বসুখানুসন্ধানে রত কোটি কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিও যেখানে, সেখানেও একজন জ্ঞানী পাওয়া যায় না; কিন্তু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোটী কর্ম্মী অপেক্ষাও এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; কারণ, জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করিলেও—কেবল অনিত্য-স্বর্গাদির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন না এবং প্রকৃত জ্ঞানী স্বীয় অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত করিলেও ভগবান্‌কে ভক্তি করিয়া থাকেন; কারণ, ভক্তির কৃপা ব্যতীত কেবল জ্ঞান কাহাকেও মুক্তি দিতে পারে না (২।২২।১৬)।

জ্ঞানী—ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের সাধক।

১৩১। কোটি কোটি জ্ঞানমার্গের সাধকের মধ্যেও হয়তো একজনই মাত্র মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবমুক্ত হইতে পারেন; অর্থাৎ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, এরূপ সাধক নিতান্ত অল্প। (মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি। শ্রী, ভা, ৬।১৪।৪।) আবার এইরূপে যাঁহারা জীবন্মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কোটি সংখ্যার মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত একজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

অথবা, কোটি কোটি লোক যেখানে জ্ঞানমার্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, সেখানেও একজন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১২৭-৩১ পয়ারে ইহাই দেখান হইল যে—অনন্তকোটি জীবের কথাতো দূরে, কেবল মানুষের মধ্যেও কৃষ্ণ-ভক্তের সংখ্যা অতি সামান্য।

১৩২। **নিষ্কাম**—কামনাশূন্য। নিজ সুখের বাসনাকে কাম বলে; ইহা যাহাদের নাই, তাহারা নিষ্কাম। **শান্ত**—আত্মসুখ-বাসনায় চিত্ত চঞ্চল হয়, কৃষ্ণভক্তের আত্মসুখ-বাসনা নাই; সুতরাং তাঁহাদের মনেরও চঞ্চলতা নাই। তাঁহাদের মন স্থির, ধীর, এজন্য তাঁহারা শান্ত। অথবা, শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধিকে শম বলে; "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ"—এই বুদ্ধি বা শম যাঁদের আছে, তাঁরাই শান্ত; কৃষ্ণভক্তের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠ; অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্ত শান্ত।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—যারা বিষয়াদি বা স্বর্গাদি ভোগ চায়, যারা সালোক্যাদি-মুক্তি চায় বা যারা অণিমাদি সিদ্ধি চায়, তাহারা সকলেই আত্মসুখের জন্য কিছু চায়; এই আত্মসুখবাসনায় তাদের মন চঞ্চল থাকে, অস্থির থাকে; এজন্য তারা অশান্ত। অথবা, তাহাদের বুদ্ধি সর্ব্বদা আত্মসুখেরই বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তির অনুসরণ করে, এজন্য তাদের শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ বুদ্ধি থাকিতে পারে না, কাজেই তাহারা অশান্ত।

সিদ্ধি—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি; যথা (১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) ঈশিত্ব, (৬) বশিত্ব, (৭) প্রকাম্য ও (৮) কামাবসায়িতা। অণুর মত ক্ষুদ্র হইতে পারার নাম অণিমা; অণিমাদ্বারা এত ছোট হওয়া যায় যে, পাথরের মধ্যেও প্রবেশ করা যায়। অত্যন্ত লঘু বা হাল্কা হইতে পারার নাম লঘিমা; লঘিমা-সিদ্ধি হইতে লোক এত হাল্কা হইতে পারে যে, যেন সূর্য্যকিরণকে ধারণ করিয়াও উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে পারে। খুব বড় হইতে পারার নাম মহিমা; ইহাদ্বারা সাধক নিজের আকৃতিকে পর্ব্বতের ন্যায়ও বড় করিতে পারেন। যে সিদ্ধির প্রভাবে, যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাকেই—এমন কি আকাশের চন্দ্রকে পর্য্যন্তও—স্পর্শ করিতে পারা যায়, তাহার নাম প্রাপ্তি। যে সিদ্ধির প্রভাবে ভূত-ভৌতিকের সৃষ্টি-আদি করা যায়, তাহার নাম ঈশিত্ব। যে সিদ্ধিদ্বারা ভূত-ভৌতিককে বশীভূত করিতে পারা যায়, তাহার নাম বশিত্ব। যে সিদ্ধিদ্বারা সমস্ত ইচ্ছাই—এমন কি মাটীর মধ্যেও জলের মধ্যের ন্যায় ডুব দেওয়ার ইচ্ছা পর্য্যন্তও—পূর্ণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম প্রকাম্য। আর, যে সিদ্ধিদ্বারা সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ হয়—যেমন সঙ্কল্প, তেমন কাজই করা যায়, এমন কি দগ্ধবীজ হইতেও অঙ্কুর উৎপাদন করা যায়, তাহাকে বলে কামাবসায়িতা।

ভুক্তি—পরকালের স্বর্গাদি ভোগ বা ইহকালের সুখভোগ। **মুক্তি**—সালোক্যাদি পঞ্চবিধামুক্তি (১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন হইতে পারে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তিতে ধামোচিত ঐশ্বর্য্যাদির কামনা থাকিতে পারে বলিয়া এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য হয়তো জন্মিতে পারে; কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিতে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যখন থাকে না, তখন স্বসুখ-বাসনার অবকাশও থাকিতে পারে না; সুতরাং সাযুজ্যমুক্তি-কামী চঞ্চল বা অশান্ত কেন হইবেন? সাযুজ্যমুক্তি কামীর স্বসুখ-বাসনা নাই বটে; কিন্তু স্বদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা আছে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষাই সাযুজ্য-মুক্তির সাধনে লোককে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ সাধনের মুলেই হইল নিজের জন্য কিছু একটার—দুঃখ নিবৃত্তির—জন্য আকাঙ্ক্ষা; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাও কাম; নিজের জন্য কিছু চাহিলেই তাহা কাম হইবে, তাহাই চিত্তের চঞ্চলতা জন্মাইবে। আর যদি বলা যায়—দুঃখ-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ার অভিপ্রায়েই সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? তাহা হইলেও নিজের জন্য একটা কিছুর কামনা—ব্রহ্মত্ব লাভের গৌরবের কামনাই—হইল সাধনের প্রবর্ত্তক; সুতরাং ইহাও চিত্ত-চাঞ্চল্যজনক কামই। দুঃখ-নিবৃত্তির অথবা ব্রহ্মত্ব লাভের গৌরবের কামনা সাধনের শেষ অবস্থায়ও থাকিয়া যায়; কারণ, এই কামনাকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করার পক্ষে অন্য কোনও উদ্দেশ্যও সাযুজ্যকামীর থাকিতে পারে না; সুতরাং সকল সময়েই জ্ঞানমার্গের সাধকের সাধনের প্রবর্ত্তক থাকে নিজের জন্য একটা কিছু প্রাপ্তির বাসনা; শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠবুদ্ধিও এরূপ সাধকের থাকে না; তাই সাযুজ্য-মুক্তিকামীকেও অশান্ত বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যে পর্য্যন্ত একটা নিত্য, অচঞ্চল, সর্ব্বগ্রাসী এবং অনন্ত বৈচিত্রীময় আনন্দের সন্ধান জীব না পায়, যে পর্য্যন্ত সেই আনন্দে চিত্তের নিবিড় আবিষ্টতা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত চিত্তের চঞ্চলতার—এদিক-ওদিক ছুটাছুটির—নিবৃত্তি সম্ভব নয়। এই জাতীয় আনন্দ কেবলমাত্র ভক্তিতেই—লীলারস-আস্বাদনেই সম্ভব। এই ভক্তিসুখের আস্বাদন, লীলারসের আস্বাদন, যিনি পাইয়াছেন, ব্রহ্মানন্দও তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না; কিন্তু এই ভক্তিসুখ—লীলারসের আস্বাদন—ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে। "ব্রহ্মানন্দ হৈতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥২।১৭।১৩১॥” ইহাতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দে অচঞ্চল থাকিতে পারেন ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অশেষ-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-লীলাদির কথা না শুনেন। শুক-সনকাদিই তাহার প্রমাণ। “জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি হয় ব্রহ্মময়। কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২।২৭।৮১ ॥ নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী। বিধি-শিব-নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥ গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন। ২।২৪।৮৪-৮৫ ॥” সুতরাং কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, ভক্তিরাণীর সম্যক্ কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তিকামীর—এমন কি, ব্রহ্মানন্দীরও চিত্তচাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তও অশান্ত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তিবাসনা হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিরাণীর কৃপা—ভক্তি-সুখ—সম্ভব নয়, সেপর্য্যন্তই চিত্ত অশান্ত থাকিবে। “ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি ১।২।১৫।” এসমস্ত কারণেই সাযুজ্য-মুক্তিকামীকে অশান্ত বলা হইয়াছে।

যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, দুঃখনিবৃত্তির বা কৃষ্ণসেবাসুখের কামনা তাঁহাদেরও সাধনের প্রবর্ত্তক হইতে পারে; সুতরাং প্রারম্ভে স্বীয়-দুঃখ-নিবৃত্তির বা স্বীয় সুখের বাসনা—নিজের জন্য কিছু একটার বাসনা—তাঁহাদেরও থাকিতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলেই এরূপ বাসনাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনের প্রবর্ত্তক হয়; কিন্তু এইরূপ বাসনা যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এতাদৃশ ভক্তিমার্গের সাধককেও নিষ্কাম বলা যায় না—সুতরাং শান্তও বলা যায় না; বস্তুতঃ, ততদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ সাধকের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাবও হইতে পারে না; “ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫ ॥” কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভজন করিতে করিতে ভগবানের কৃপায় ভক্তিমার্গের সাধকের উক্তরূপ কামনা দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে; তৎস্থলে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা—যে বাসনার মূলে নিজের জন্য কোনও কিছুই নাই, এমন কি আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া পড়ে, সেই সুখের অনুসন্ধানও নাই—যে বাসনার মূলে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ—নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়াও, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনই যে সেবার উদ্দেশ্য, সেই সেবার বাসনা—আসিয়া সমগ্র হৃদয়কে জুড়িয়া বসিতে পারে; “কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ ২।২২।২৭ ॥” এইরূপ অবস্থায় সাধক যখন উপনীত হয়েন, তখনই তাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব সম্ভব এবং তখনই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। (ভক্তের লক্ষণ ১।১।৩১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)। এইরূপ কৃষ্ণভক্ত যে নিষ্কাম এবং শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত—সুতরাং শান্ত—অচঞ্চল—তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। আবার, এইরূপ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা যে খুব বেশী থাকিতে পারে না, তাহাও সহজেই অনুমেয়।

ইহকালের বা পরকালের সুখভোগের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ লোক (কর্ম্মনিষ্ঠ) সাধনে প্রবৃত্ত হয়; কারণ, দেহের সুখের জন্যই মায়াবদ্ধ জীব লালায়িত। ইহকালের বা পরকালের সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে, জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনায়, অথবা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির গৌরবলাভের বাসনায় যাঁহারা (জ্ঞাননিষ্ঠ) সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম; কারণ, দেহের সুখভোগে অভ্যস্ত লোকসমূহের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই ভবিষ্যৎ (পরকালের) সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিতে পারে, কিম্বা সুখভোগের উপায়-স্বরূপ দেহের বিলোপ কামনা করিতে পারে। তাই, জ্ঞানমার্গের সাধকের সংখ্যা কর্ম্মমার্গের সাধক অপেক্ষা অনেক কম (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩০ পয়ার)। কিন্তু পরের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারে—এরূপ লোক জগতে অতি বিরল। সংসারে অনেক দুঃখ-দৈন্য আমরা দেখি; এরূপ দুঃখ-দৈন্যে ক্লিষ্ট লোকদের দুরবস্থা দেখিলে যাঁদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নহে; যাঁদের প্রাণ কাঁদিয়াও উঠে, তাঁদের মধ্যেও খুব কম লোকই দৈন্য-পীড়িত লোকদের

তথাহি (ভাঃ ৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মুক্তানাং প্রাকৃতশরীরস্থত্বেঽপি তদভিমানশূন্যানাম্। সিদ্ধানাং প্রাপ্তসালোক্যাদীনাঞ্চ কোটিষ্বপি মধ্যে নারায়ণ-সেবামাত্রাকাঙ্ক্ষী সুদুর্ল্লভঃ। প্রশান্তাত্মা সর্ব্বোপদ্রবরহিতঃ। শ্রীজীব।

মুক্তানামপি মধ্যে কশ্চিদেব সিধ্যতীতি। তত্রৈতদুক্তং ভবতি। মোক্ষসাধনবত্তোঽপি বহবো মুক্তা ন ভবন্তি কিন্তু কেচিদেব; মুক্তা অপি সর্ব্বে সিদ্ধা ন ভবন্তি কেচিদেব। জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ইত্যাদ্যুক্তেঃ চ॥ সিদ্ধাঃ সন্নিহিতসাযুজ্যাঃ এবোচ্যন্তে তেষাং মধ্যে নারায়ণপরায়ণ ইতি নির্দ্ধারণানুপ-পত্তেঃ ষষ্ঠীয়ং পঞ্চম্যর্থ এব। ততশ্চ মুক্তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যশ্চ সকাশাৎ নারায়ণপরায়ণঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুদুর্ল্লভঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাহায্য করিতে চেষ্টিত; যাঁহারা এরূপ সাহায্য করিতে চেষ্টিত, তাঁদের মধ্যে—যাঁরা নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ সুবিধা ত্যাগ করিয়াও ঐরূপ সাহায্য করিতে উৎসুক, তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এইরূপে দেখা যায়—এই জগতে, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে অন্যের দুঃখদৈন্য দেখিয়া পরসেবায় প্রবৃত্ত হওয়ার একটা হেতু পাওয়া যায়—সেবার জন্য হৃদয়ে সাড়া দেওয়ার মত প্রকট দুঃখ-দৈন্যাদিও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যেখানে নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতাদি ভুলিবার সুযোগও যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেখানেও আপন-ভুলিয়া পরসেবায় রত হইতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আর শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা কিইবা বলা যায়। মায়ামুগ্ধ জীব আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখি না; শাস্ত্রাদিতে তাঁর কথা শুনি মাত্র; তবে ইহাও শুনি যে, এই সংসারের মত কোনও দুঃখ-দৈন্যই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বদাই আনন্দরস-সমুদ্রে নিমগ্ন; সুতরাং জীবের যে বৃত্তি—করুণা—এই সংসারে তাহাকে পর-সেবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সেই বৃত্তির নিকট হইতে কোনওরূপ সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, তদ্বিষয়েও সন্দেহ জন্মিতে পারে। ভবিষ্যতে—হয়তো বহু বহু জন্মের সাধানার ফলে কোনও এক সুদূর-ভবিষ্যতে—শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত সুখের আশায় বর্ত্তমান সুখ-সুবিধাদি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার লোক—সংসারে পরের দুঃখদৈন্য-মোচনের উদ্দেশ্যে যাঁরা স্বার্থাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁদের অপেক্ষা—সংখ্যায় অনেক কমই হইবে; কারণ, প্রথমতঃ যাঁহারা সংসারে পরসেবায় রত হয়েন, কতকগুলি লোক যে তাঁহাদের সাহায্য ও সেবা পাইয়া উপকৃত ও সুখী হইতেছে, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন; সুতরাং সেবার কার্য্যে তাঁহারা উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতে পারেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজন যে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিতেছেন, তদ্দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইতেছেন—গ্রন্থাদির কথা ছাড়া—তাহার কোনও প্রত্যক্ষ নিদর্শনই সাধারণতঃ তাঁহারা পাইতে পারেন না; তাহাতে ভজনের উৎসাহাদি শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভজন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কোনও সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে—ইহা কেবল শাস্ত্রাদি হইতেই জানিতে পারা যায়; কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস অনেকেরই নাই বলিয়া অনেকেই শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিকে অনিশ্চিত বলিয়া মনে করে; অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত—সাক্ষাতে প্রাপ্ত—সংসারসুখকে পরিত্যাগ করিতে অতি অল্প লোকই অগ্রসর হয়। এসমস্ত কারণে, শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের লোভেও যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আর, সেবাসুখের লোভ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজনের প্রবর্ত্তক হইতেছে—কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ; এই লোভ আরও অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই থাকিবার সম্ভাবনা। তাই বলা হইয়াছে "দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩১ পয়ার)।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। মহামুনে (হে মহামুনে)! মুক্তানাং (জীবন্মুক্তদিগের) সিদ্ধানাং (এবং সন্নিহিত-

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। | গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাযুজ্যদিগের) অপি (ও) কোটিষু (কোটিজনের মধ্যে অর্থাৎ কোটিজন হইতে) অপি (ও) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) নারায়ণ-পরায়ণঃ (নারায়ণ-সেবাপরায়ণ) সুদুর্ল্লভঃ (সুদুর্ল্লভ)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ-মহারাজ বলিলেন—"হে মহামুনে! যাঁহারা জীবন্মুক্ত এবং যাঁহাদের সাযুজ্যমুক্তি নিকটবর্ত্তিনী, তাঁহাদের কোটিজন হইতেও (শ্রেষ্ঠত্বহেতু) নারায়ণের সেবাপরায়ণ একজন ভক্ত সুদুর্ল্লভ।" (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)। ১৯

মুক্তানাং—(জ্ঞানমার্গের সাধনের প্রভাবে) প্রাকৃত-শরীরে অবস্থিত থাকিয়াও দেহাদির অভিমানশূন্য ব্যক্তিদিগের; জীবন্মুক্তদিগের। **সিদ্ধানাং**—সাধনে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, দেহান্তেই যাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি পাইবেন, এইরূপ ব্যক্তিদের। শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন "মুক্তানাং" ও "সিদ্ধানাং" শব্দদ্বয়ে পঞ্চমীর অর্থেই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে—ভক্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মুক্ত ও সিদ্ধগণ হইতেও নারায়ণ-সেবা-পরায়ণ দুর্ল্লভ। "মুক্তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যশ্চ সকাশাৎ নারায়ণপরায়ণঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুদুর্ল্লভঃ।" অর্থাৎ যেখানে কোটিজন জীবন্মুক্ত বা কোটিজন জ্ঞানমার্গের সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি পাওয়া যায়, সেখানেও একজন ভক্ত সুদুর্ল্লভ,—কোটিজন জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও একজন নারায়ণ-সেবা-পরায়ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ—ইহাই তাৎপর্য্য।

১৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩৩। ১২৭-৩২ পয়ারে কৃষ্ণভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব বলিয়া কিরূপে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। মহৎ-কৃপাতেই ইহা পাওয়া যাইতে পারে। সাধুসঙ্গে মহৎ-কৃপা লাভ হইলে তাহার প্রভাবে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা, ভজনে প্রবৃত্তি-আদি জন্মে; ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিলে জীব ভজন করিতে আরম্ভ করে; ভজনের সঙ্গে সঙ্গে মহৎকৃপা স্বীয় শক্তিতে ভজন-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে, তাহাতে এই ভজন প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির স্তরে উন্নীত হয় এবং অবশেষে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করে এবং অবশেষে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাবাসনারূপ প্রেমে পরিণত হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে—ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে। **ভাগ্যবান্ জীব**—মহৎ-কৃপায় কৃষ্ণভক্তিতে যাঁহার শ্রদ্ধাদি জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে, তাদৃশ জীব। (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। **গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে**—গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায়; মহৎ-কৃপায় (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিলতা-বীজ—মহৎ-কৃপাশ্রিতা ভজনাকাঙ্ক্ষা।

পরবর্ত্তী পয়ার সমূহ হইতে জানা যায়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানরূপ জলসেকের দ্বারা এই ভক্তি-লতাবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে ফুলেফলে পরিশোভিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। আবার, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই হইল এই ভক্তিলতার ফল। ফলের অঙ্কুর জন্মে ফুলে; বস্তুতঃ ফুলের পরিণতিই ফল। ভক্তিশাস্ত্র হইতে জানা যায়—রতির পরিণত অবস্থার নাম প্রেম; এজন্য রতিকে প্রেমাঙ্কুরও বলে। সুতরাং প্রেমকে ভক্তিলতার ফল মনে করিলে রতিকে তাহার ফুল বলা যায়। এই রতি প্রাকৃত বস্তু নহে—ইহা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা, অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব যোগ্যতা লাভ করে, তখনই সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করে—অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহও যেমন ঔজ্জ্বল্য ও দাহিকাশক্তি ধারণ করে, তদ্রূপ। যাহা হউক, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম প্রেম; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রেম; এই ইচ্ছা—প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি নহে, ইহা চিচ্ছক্তিরই বৈচিত্রী-বিশেষ; বস্তুতঃ জীবের প্রাকৃত চিত্তে এই ইচ্ছার স্বতঃ উদয় হইতে পারে না; তবে সৎসঙ্গে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত সাধারণ ভাবে একটা ইচ্ছার উদয় হইতে পারে—এই ইচ্ছাটী প্রাকৃত মনের বৃত্তি হইলেও ভজন ব্যাপারে ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে; কারণ, ইহা হইতে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। সাধারণভাবে কৃষ্ণসেবার যে ইচ্ছা জীবের প্রাকৃতচিত্তে উদিত হয়, তাহা কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা বা উন্মাদনা জন্মাইতে না পারিলেও সেবার যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে ভজনের জন্য একটা ইচ্ছা বা উন্মুখতা জন্মাইতে পারে। এই উন্মুখতা বা ভজনে সাধারণ প্রবৃত্তি জন্মিলেই জীব ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং ভজনে প্রবৃত্ত হইলে ভজন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলে—অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে—ভজনের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ভজনে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, ও আসক্তি জন্মে; এই নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তিও ভজন-প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন অবস্থা; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে আসক্তি জন্মিলেই বুঝিতে হইবে—চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তিবাসনা দূরীভূত হইয়াছে, চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে; তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া চিত্তকে শুদ্ধসত্ত্বময় করিয়া তোলে এবং এই শুদ্ধসত্ত্বময়—বা শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—চিত্তে সেই শুদ্ধসত্ত্বই রতিরূপে পরিণত হয় এবং এই রতিই ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, তখন সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিও শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়—তাহাদের প্রাকৃতত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহারা চিন্ময়ত্ব লাভ করে। সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীবের প্রাকৃত চিত্তে সাধারণ ভাবে যে ভজন-প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল এবং সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের প্রভাবে ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও স্বচ্ছ হইতে হইতে নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তিরূপে পরিণত হইয়াও যাহা প্রাকৃত মনের বৃত্তিরূপেই পরিগণিত হইত, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তাহাও তখন চিন্ময় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায়, ভজনপ্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি আদি হইতে প্রেম পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরকে—একই ভজন-প্রবৃত্তির বা একই কৃষ্ণসেবা-বাসনার বিভিন্ন বিকাশাবস্থা বলিয়া মনে করা যায়। এসমস্ত অবস্থার মধ্যে ভজন-প্রবৃত্তি হইল নিম্নতম স্তর বা কৃষ্ণসেবা-বাসনার অপরিস্ফুট অবস্থা এবং প্রেম হইল উচ্চতম স্তর বা কৃষ্ণসেবা-বাসনার পরিস্ফুট অবস্থা। বীজের পরিণতি অঙ্কুরে, অঙ্কুরের পরিণিতি লতায়—শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পে, পুষ্পের পরিণতি ফলে—এইরূপ যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণসেবার বাসনাকেই ভক্তিলতা বলা যাইতে পারে এবং কৃষ্ণসেবার বাসনাকে ভক্তিলতা বলিলে ভজনে প্রবৃত্তিকে (অর্থাৎ লতার অব্যক্ত অবস্থাকে) ভক্তিলতার বীজ এবং রতিকে তাহার ফুল ও প্রেমকে তাহার ফল বলা যায়। জলসেক দিতে দিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুর লতায় পরিণত হয়, লতা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফুল ও ফল ধারণ করে; তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভজন-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করে, ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া ঐ বৃত্তিই রতি এবং পরিশেষে প্রেমরূপে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, সৎসঙ্গাদিব্যতীত আপনা হইতেই যদি কাহারও চিত্তে কোনও সময়ে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তবে তাহাকে ভক্তিলতার বীজ বলা যাইতে পারে কিনা? উত্তর—আপনা-আপনি উদ্ভূত ভজন-প্রবৃত্তি যদি মহৎ-কৃপার আশ্রয় লাভ করিতে না পারে, তবে তাহাকে ভক্তিলতার বীজ বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান কবিলেও তাহা হইতে প্রেমলাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ ২।২২।৩২॥" একটা দৃষ্টান্তদ্বারা উহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ধান হইতেই ধানের গাছ হয়, সেই গাছে ধান হয়। ধানের মধ্যে যে শস্য—চাউল—আছে, তাহার মধ্যেই অঙ্কুরের, গাছের এবং ফলরূপী ধানের উপাদান থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়া আবরণশূন্য—তুষহীন—তণ্ডুল হইতে কখনও অঙ্কুর জন্মিবে না—শত জলসেক দিলেও না। তণ্ডুলের আবরণ যে তুষ, তাহাই শীতোষ্ণতাদি হইতে তণ্ডুলকে—তণ্ডুলের উৎপাদিকা শক্তিকে—রক্ষা করে; কেবল তাহাই নহে, ঐ আবরণ তণ্ডুলকে উৎপাদিকাশক্তিও বোধ হয় দান করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকে। নচেৎ শীতোষ্ণতাদি হইতে রক্ষার নিমিত্ত তণ্ডুলের অন্য আবরণ দিলে অঙ্কুরোদ্‌গম হইত। অঙ্কুরাদির উপাদান শস্যের মধ্যে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও যেমন আবরণের আশ্রয় ব্যতীত তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম হইতে পারে না, তদ্রূপ ভজনপ্রবৃত্তি কৃষ্ণসেবা-বাসনার অস্ফুট অবস্থা হইলেও মহৎ-কৃপার আশ্রয় ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। মহৎ-কৃপার আশ্রয়হীনা স্বতঃ-সমুদ্ভূত ভজন-প্রবৃত্তির এত শক্তি থাকিতে পারে না, যদ্দ্বারা তাহা ভগবানের মায়াশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারে—মায়ার ইঙ্গিতে সমুদ্ভূত ভোগ-বাসনাদিকে পরাজিত করিতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে যদি পরম-শক্তিশালিনী মহৎ-কৃপা—যে কৃপা অনন্তকোটি ঐশ্বর্য্যের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া দিতে সমর্থা, সেই কৃপা যদি ভজন-প্রবৃত্তির পশ্চাতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কখনও তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তাই মহৎ-কৃপার আশ্রিতা ভজন-প্রবৃত্তিকেই ভক্তিলতার বীজ বলা হইয়াছে। মহৎ-কৃপার আশ্রয়হীনা ভজন-প্রবৃত্তি হইতে ভক্তির উন্মেষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহাকে ভক্তিলতার বীজ বলা যায় না।

কেহ কেহ মনে করেন, এই পয়ারে "ভক্তিলতার বীজ" বলিতে রতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-আদি ভক্তিগ্রন্থ হইতে জানা যায়, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলেই রতি জন্মে—আগে সাধনভক্তি, তার পরে রতি। দুই হেতুতে রতির আবির্ভাব হয়—সাধনাভিনিবেশ এবং কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা; কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় যেস্থলে রতির উদয় হয়, সেস্থলে সাধনের প্রয়োজন থাকে না, কৃষ্ণকৃপায় বা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় সহসা চিত্তে রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে (ভ, র, সি, ১।৩।৮)। কিন্তু রতির এইরূপ আবির্ভাব অতি বিরল (ভ, র, সি, ১।৩।৫)। আলোচ্য পয়ারের পরবর্ত্তী পয়ারে যখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এস্থলে কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা জনিত ভক্তির কথা বলা হইতেছে না—সাধনাভিনিবেশজ ভক্তির কথাই বলা হইতেছে; তাহাতে আগে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান, তারপরে রতির উদয়। কিন্তু শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী যখন আগে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্তি, তাহার পরে ঐ বীজের সম্বন্ধে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানরূপ জলসেকের কথা বলিয়াছেন, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—ভক্তিলতার বীজ বলিতে তিনি রতিকে লক্ষ্য করেন নাই; রতি যে ভক্তিলতার পুষ্পস্থানীয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আবার শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। ২।২২।৪৮॥" তাহা হইলে সাধু-সঙ্গকেই ভক্তিলতার বীজ বলা যায় কি না? বীজ হইল লতার উপাদান কারণ; সাধুসঙ্গও ভক্তির কারণ বটে, কিন্তু উপাদান কারণ হইতে পারে না—সাধুসঙ্গই ভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে না, যেহেতু সাধুসঙ্গ হইল একটা ক্রিয়া-বিশেষ; ইহা ভক্তির নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে—সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তির উন্মেষ হয় বলিয়া। সাধুসঙ্গ আবার সাধন-ভক্তিরও অন্তর্ভুক্ত—এই হিসাবেও ইহা ভক্তির বীজ হইতে পারে না, ভক্তিলতার পুষ্টিসাধক নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। সাধুসঙ্গ হইতে সাধুর কৃপা—মহৎ-কৃপা—লাভ হয়, মহৎ-কৃপা হইতে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে, মহৎ-কৃপাই ভজন-প্রবৃত্তির রক্ষণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে; তাই মহৎ-কৃপাশ্রিতা ভজন-প্রবৃত্তিই ভক্তিলতার বীজ। কাহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ, শ্রীমদ্ ভাগবতের "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" ইত্যাদি ১১।২০।৮ শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে; এই শ্লোকের টীকায়, শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন "যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন—পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্-ভক্তসঙ্গদ্বারা সেই ভক্তের কৃপায় যাঁহার কোনও সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহারই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে—"অতি ধন্যলোকদেরই" সাধনাভিনিবেশ-বশতঃ এবং কৃষ্ণকৃপা-কৃষ্ণভক্ত-কৃপাবশতঃ রতির উদয় হয়। ১।৩।৫॥" এস্থলে "অতি ধন্য" শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতি ধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং—প্রথমেই মহৎ-সঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় যাঁহাদের হইয়াছে", সাধনাভি-নিবেশাদিবশতঃ তাঁহাদেরই চিত্তে রতির উদয় হইয়া থাকে। এস্থলে প্রথমেই—ভজনারম্ভের পূর্ব্বেই মহৎ-কৃপার

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ | শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপরিহার্য্যতার কথা পাওয়া যায়। এই মহৎকৃপা কৃষ্ণভক্তির নিমিত্ত-কারণ ; সাধুসঙ্গে মহৎ-কৃপার ফলেই কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে (সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ ইত্যাদি। শ্রীভা, ৩।২৫।২৪ ॥ সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ইত্যাদি। ২।২২।৩১ ॥) এবং তাহা হইতেই ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং মহৎকৃপার শক্তিতেই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভজন-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি-আদি স্তরে পরিণত হয় এবং পরে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনারূপ প্রেমে পরিণত হয়। ভজনারম্ভের প্রথমেই—বা পূর্ব্বেই—এইরূপ মহৎ-কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে—**গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে** পায় ভক্তিলতাবীজ—গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণের কৃপায় এই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। "গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ" বলিতে এস্থলে মহৎ-কৃপাই লক্ষিত হইয়াছে। মহতের লক্ষণ গুরুর লক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত ; গুরুর লক্ষণ যাঁহাতে আছে, মহতের লক্ষণও তাঁহাতে আছে ; সুতরাং গুরু-কৃপাও মহৎ-কৃপাই। আর, কৃষ্ণকৃপা সাধারণতঃ দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়। "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে। ২।২২।৩০ ॥" শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন—গুরুরূপে, আর অন্তর্য্যামিরূপে। গুরুকৃপার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অন্তর্য্যামীর বা চৈত্ত্যগুরুর ইঙ্গিত জীব সাধারণতঃ বুঝিতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহান্তস্বরূপেই জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন—"জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্য-রূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ১।১।২৯ ॥" সুতরাং গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা মহৎ-কৃপাতেই পর্য্যবসিত হয় এবং এরূপ অর্থ না করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত "পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন" এবং "প্রাথমিক-মহৎ-সঙ্গজাত-মহাভাগ্যানামিত্যাদি" বাক্যেরও সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপে সাধুসঙ্গে মহৎ-কৃপার ফলে কৃষ্ণভক্তিতে জীবের যে শ্রদ্ধা জন্মে, ভজনে জীবের যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই তাঁহার **ভাগ্য**। সাধনভক্তির অধিকার-বর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে। ইত্যাদি—অতিভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে" ইত্যাদি—তিনি ভক্তিবিষয়ে অধিকারী। ১।২।৯॥ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অতিভাগ্যেন মহৎ-সঙ্গাদি-জাত সংস্কার-বিশেষণ—মহৎ-সঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষই এস্থলে ভাগ্যশব্দে লক্ষিত হইয়াছে।" সুতরাং সাধুসঙ্গ-সাধুকৃপার প্রভাবে জাতা কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা এবং ভজনে প্রবৃত্তি প্রভৃতিই জীবের সৌভাগ্য। আলোচ্য পয়ারে **ভাগ্যবান্ জীব**—বলিতে, মহৎ-কৃপায় কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধাদি রূপ ভাগ্য যাঁহার জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ভাগ্য হইল মহৎ-কৃপার ফল বা কার্য্য ; আর মহৎ-কৃপা (বা কৃষ্ণ-প্রসাদ) হইল তাহার কারণ ; কিন্তু আলোচ্য পয়ারের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—"ভাগ্য" হইল কারণ, আর "গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদ" হইল তাহার কার্য্য ; এই যথাশ্রুত অর্থ বিচারসহ নহে ; কারণ, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ বা মহৎ-কৃপা হইল অহৈতুকী—তাহার কোনও কারণ থাকিতে পারে না, জীবের কোনওরূপ ভাগ্যই ইহার হেতু হইতে পারে না। তথাপি, এই পয়ারে কার্য্যকে কারণরূপে এবং কারণকে কার্য্যরূপে উল্লেখ করার হেতু এই যে, ইহা এক প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ; ইহাতে কার্য্য-কারণের বিপর্য্যয় হয় ; "আদৌ কারণং বিনৈব কার্য্যোৎপত্তিঃ পশ্চাৎ কারণোৎপত্তিরয়মেব কার্য্যকারণয়োর্বিপর্য্যয়স্তত্র চতুর্থী অতিশয়োক্তির্জ্ঞেয়া।—অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৮।১৫-টীকায় চক্রবর্ত্তী।" কার্য্য যে অতিশীঘ্রই উপস্থিত হইবে, এই অতিশয়োক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হয়। "তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ কার্য্যস্যাতিশৈঘ্র্যবোধিন্যতিশয়োক্তি শ্চতুর্থী জ্ঞেয়া। শ্রী, ভা, ১০।৫১।৫৩ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" তাৎপর্য্য এই যে—মহৎ-কৃপা হইলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধাদিরূপ সৌভাগ্য অতিশীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

১৩৪। বাগানের মালী যেমন কোনও ফলের বীজ রোপণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুরিত করার উদ্দেশ্যে তাহাতে জলসেচন করে, যে ভাগ্যবান্ জীব গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, তিনিও তাহা রোপণ করিয়া তাহাতে

উপজিয়া বাঢ়ে লতা—ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। | বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করেন। **আরোপণ**—রোপণ। ফলের বীজ রোপণ করা হয় মাটিতে। ভক্তিলতার বীজ কোথায় রোপণ করিবে? চিত্তে—সৎসঙ্গ-প্রভাবে যে সাধারণ ভজনপ্রবৃত্তি (ইহাই ভক্তিলতার বীজ) জন্মিয়াছে, তাহাকে চিত্তে জাগ্রত রাখিতে হইবে; ফলের বীজকে মাটীতে পুতিয়া রাখাই রোপণ; ভক্তিলতার বীজকেও চিত্তরূপ মাটীতে রক্ষা করিতে হইবে, যেন ইহা চিত্ত হইতে সরিয়া না যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানই হইল ভক্তিলতার বীজে জলসেক। জলসেকের গুণে ফলের বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে ভক্তিলতার বীজও অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বীজ মাটিতে রোপণ না করিলে এবং রোপণ করিয়া তাহাতে জলসেচন না করিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মে না, বরং তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সৎসঙ্গের প্রভাবে ভজন-বিষয়ে যে ইচ্ছা জন্মে, তাহা যদি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা না যায় এবং ধারণ করিয়া নিয়মিত ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা না যায়, তাহা হইলে সেই ভজনেচ্ছা বলবতী হইবে না, বরং তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবে।

১৩৫। **উপজিয়া**—উৎপন্ন হইয়া, জন্মিয়া। **লতা**—ভক্তিলতা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেচনের প্রভাবে—রোপিত ভক্তিলতার বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, এই অঙ্কুরই আবার বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তিলতায় পরিণত হয়। জলসেচনের প্রভাবে এই লতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, বাড়িতে বাড়িতে **ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়**—ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়া, অতিক্রম করিয়া, উপরের দিকে উঠিতে থাকে। কোনও প্রাকৃত লতা যখন বাড়িতে থাকে, তখন কেবলই উপরের দিকে উঠিতে থাকে; কোনও আশ্রয় পাইলে বাড়িতে বাড়িতেও তাহাতে জড়াইয়া পড়িলে আর উপরে উঠিতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, স্বর্গলোক, তপোলোক, সত্যলোক প্রভৃতি ভোগলোক আছে; কর্ম্মফল অনুসারে জীব এই সকল লোকে আসিয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সেকজল পাইয়া ভক্তিলতা বাড়িতে বাড়িতে এই সমস্ত ভোগ-লোককে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইয়াছে, কোনও ভোগলোকের সুখভোগের আকর্ষণই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। তাঁহার মনের গতি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের দিকে ধাবিত হয়। ভক্তির প্রভাবে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মফল নষ্ট হইয়া যায়, তাই কোনও ভোগলোকই তাঁহার ভক্তিপূত চিত্তের ঊর্দ্ধগতিকে বাধা দিতে পারে না।

বিরজা ভেদি—ভক্তিলতা বিরজাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। বিরজা হইল কারণসমুদ্র; মহাপ্রলয়ে জীব সূক্ষ্মরূপে এই কারণসমুদ্রে কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ভক্তিলতা এই কারণ-সমুদ্রকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; কারণসমুদ্রেও কোনও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া যায় না। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মফল সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, (শ্রীভা, ১১।১৪।১৯॥ ভ, র, স, ১।১।১৫); সুতরাং মহাপ্রলয়েও তাঁহাকে কর্ম্মফল আশ্রয় করিয়া বিরজায় থাকিতে হয় না, যেহেতু তাঁহার কর্ম্মফল নাই।

ব্রহ্মলোক ভেদি—ভক্তিলতা ব্রহ্মলোককেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। বিরজা ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময়-ধামকে ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক বলে; যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধন করিয়া সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী হন, অথবা যে সমস্ত দৈত্য শ্রীহরি-কর্ত্তৃক নিহত হন, তাঁহারা এই নিত্যধামে সূক্ষ্ম জীবস্বরূপে থাকেন। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মলোককেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, এখানেও অপেক্ষা করে না। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার প্রতি ভক্তিরাণীর কৃপা হইয়াছে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মানন্দের মোহ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না; কারণ, "ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ ২।১৭।১৩১॥" বিশেষতঃ সাযুজ্যের অধিকারিগণ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত।

পরব্যোম—ব্রহ্মলোক ও কৃষ্ণলোকের মধ্যবর্ত্তী ভগবদ্ধাম। বৈকুণ্ঠ, শিবলোক প্রভৃতি সমস্ত ভগবদ্ধাম এই পরব্যোমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ এই পরব্যোমের অধিপতি। সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য ও

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৩৬
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদিজল ॥ ১৩৭
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সামীপ্য এই চারি প্রকার মুক্তির অধিকারিগণ এই পরব্যোম প্রাপ্ত হন। ভক্তিলতা এই পরব্যোমকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। ভাবার্থ এই যে, শুদ্ধাভক্তির কৃপা হইলে সাধক চতুর্ব্বিধা মুক্তি পর্য্যন্তও কামনা করেন না, শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত এই চতুর্ব্বিধমুক্তি তাঁহাদিগকে দিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। "সাষ্টি-সারূপ্য-সালোক্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা, ৩৷২৯৷১৩॥"

১৩৬। **তবে**—পরব্যোম ত্যাগ করিয়া। **তদুপরি**—পরব্যোমের উপরি। **গোলোক-বৃন্দাবন**—শ্রীকৃষ্ণলোকে ব্রজলোক। **কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ**—লতা গাছের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। সকল লতা আবার সকল গাছকে আশ্রয় করে না; অনুকূল বৃক্ষকেই লতা আশ্রয় করে। ভক্তিলতা—ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ইহাদের কোনও স্থানেই অনুকূল বৃক্ষ না পাইয়া ব্রজলোকে আসিয়া উপস্থিত হয়, এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষসদৃশ; কারণ, ইহা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।

১৩৭। **তাহাঁ**—শ্রীকৃষ্ণ-চরণরূপ কল্পবৃক্ষে। ভক্তিলতা এই বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বিস্তারিত হয়; ইহারই আশ্রয়ে পুষ্পিত এবং ফলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই এই ভক্তিলতার ফল। ভাবার্থ এই যে, ভক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণোন্মুখী হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। এই প্রেম যে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাসাপেক্ষ, কল্পবৃক্ষ-শব্দদ্বারাই তাহা সূচিত হইতেছে। আবার এই কল্পবৃক্ষশব্দ-দ্বারা ইহাও সূচিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণও ঐ কৃপা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন না।

ইহাঁ—এইস্থানে; যেস্থানে ভক্তিলতার বীজ রোপিত হইয়াছে, সেইস্থানে; লতার গোড়ায়; সাধকদেহে। **মালী**—সাধক। **সেচে নিত্য** ইত্যাদি—মালী নিত্যই শ্রবণাদি জল লতার গোড়ায় সেচন করেন, অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সাধককে নিত্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই এই পয়ারে সূচিত হইতেছে। ভক্তিকে লতা বলার উদ্দেশ্য ইহাই; ভক্তিকে লতা বলিয়াছেন, বৃক্ষ বলেন নাই; তাহার উদ্দেশ্য এই:—প্রথমতঃ, আবরণ; বৃক্ষ যখন চারা থাকে, তখন গরু-ছাগল হইতে তাহাকে রক্ষা করার জন্য, তাহার চারিদিকে আবরণ বা বেড়া দিতে হয়; বৃক্ষ বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন গরু-ছাগল তাহার আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। লতার পক্ষে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা নহে। লতা সকল-সময়েই সূক্ষ্ম এবং কোমল থাকে; সকল সময়েই, এমন কি লতা বুড়া হইলেও, গরু-ছাগল অনায়াসে লতাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে; কিংবা তার মূল তুলিয়া ফেলিতে পারে; এইজন্য সকল সময়েই বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। ভক্তিকেও সকল সময়ে অপরাধাদি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সিদ্ধভক্তও অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পান না; সকল সময়েই তাঁহাকে সাবধান হইতে হইবে। এইজন্যই ভক্তিকে লতা বলা হইয়াছে; সর্ব্বদাই তাহার গোড়ায় বেড়ার দরকার; অপরাধ হইতে সাবধানতাই এই বেড়া। দ্বিতীয়তঃ, গাছ বড় হইলে তাহার গোড়ায় আর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু লতা কোমল, তাহার গোড়ার মাটীও সব সময় ভিজা এবং কোমল রাখিতে হয়। নচেৎ রসের অভাবে লতা শুকাইয়া যায়। ভক্তির স্বভাবও এইরূপ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জল না পাইলে ভক্তিলতা শুকাইয়া মরিয়া যায়; ফলবতী লতার গোড়ায়ও জলসেচনের প্রয়োজন হয়।

১৩৮। **যদি বৈষ্ণব-অপরাধ**—ইত্যাদি। লতার রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য তিনটী জিনিস দরকার; প্রথমতঃ মূলে জলসেচন; দ্বিতীয়তঃ, কোনও জীব ইহাকে নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য মূলের চারিদিকে আবরণ (বেড়া)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেওয়া ; তৃতীয়তঃ, লতার গায়ে যেন কোনও উপশাখা না উঠে, তজ্জন্য সাবধান হওয়া ; কারণ, উপশাখা উঠিলে জলসেকাদি দ্বারা উপশাখাই বাড়িয়া যাইবে, মূল লতা আর বাড়িতে পাইবে না। ভক্তিলতার মূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ জলসেকের আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই দুই পয়ারে আবরণের কথা বলা হইতেছে।

বৈষ্ণব-অপরাধ—কোনও বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ। কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করিলে, নিন্দা করিলে, দ্বেষ করিলে, অনাদর করিলে, কিম্বা ক্রোধ করিলে, কিম্বা বৈষ্ণব দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ না করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ হয়। "হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্। ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১০।২৩৯।" জাতি-বুদ্ধিবশতঃ বা অন্য কোনও কারণবশতঃ কোনও বৈষ্ণবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শিত না হইলে অপরাধ হইবে। বৈষ্ণবের পক্ষে অনুচিত এমন কোনও আচরণ যদি কোনও কোনও বৈষ্ণবে দেখা যায়, তথাপি ঐ আচরণের জন্য তাঁহার প্রতি মনে কোনও অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার ভাব আসিলে অপরাধ হইবে। বৈষ্ণব যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি কোনওরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মানাদি কায়মনোবাক্যে দেখাইতে হইবে। কারণ, সুদুরাচার হইলেও তিনি সাধু, একথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ গীতা। ৯।৩০॥" এতাদৃশ সুদুরাচার ব্যক্তিকেও সাধু বলার হেতু এই যে, প্রারব্ধ-কর্ম্মফলবশতঃই অনন্য-ভজন-পরায়ণ হইয়াও তিনি দুষ্কার্য্যে রত হইয়া থাকেন ; কিন্তু দুষ্কার্য্যের জন্য তিনি সর্ব্বদাই অনুতপ্ত হয়েন, দুষ্কর্ম্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি কাতর প্রাণে ভগবানের কৃপা ভিক্ষাও করিয়া থাকেন, নিজেও যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তথাপি প্রারব্ধ-কর্ম্মবশতঃ অনেক সময় যেন আবিষ্ট হইয়াই দুষ্কর্ম্মে রত হইয়া থাকেন। তাঁহার তীব্র অনুতাপ, চেষ্টা ও ভগবৎ-কৃপার ফলে তিনি "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। গীতা। ৯।৩১॥"—শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ; তাঁহার সুদুরাচারত্ব শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া যায়। যাহা হউক, দুষ্কর্ম্মকেই ঘৃণা করিবে, দুষ্কর্ম্মকারীকে ঘৃণা করিবে না ; বরং তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে ; চিকিৎসার্থ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিলে সাময়িকভাবে রোগীর কষ্ট হইতে পারে বটে ; কিন্তু পরিণামে তাহার মঙ্গল হয় বলিয়া যেমন অস্ত্রোপচার দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হয় না ; তদ্রূপ, কাহারও সংশোধনের সদুদ্দেশ্য লইয়া কোনও কার্য্য বা আচরণ করিতে গেলে যদি সাময়িকভাবে তাহার মনে কষ্ট জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও সংশোধনের চেষ্টা করা—অসঙ্গত হইবে না ; সংশোধনের সদুদ্দেশ্যমূলক আচরণে কাহারও মনে কষ্ট দিলে অপরাধ হইবে না ; প্রভুর প্রতি দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ডাদিই তাহার প্রমাণ (অন্ত্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। কিন্তু কোনওরূপ ক্ষতি করার উদ্দেশ্য-মূলক কোনও কার্য্যে, কথায় বা আচরণে কোনও বৈষ্ণবের মনে কষ্ট দিলেই অপরাধ হইবে।

অপরাধ-বিচারে কাহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে, এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। এস্থলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম সংজ্ঞায় যাঁহারা সূচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে হইবে। "প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ ২।১৫।১০৭॥" যাঁহার মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার নিকটেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে। প্রভু বলিয়াছেন, তিনিই **"পূজ্য"**—পূজার যোগ্য ; তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং তাঁহার পূজা করা, তাঁহারও বৈষ্ণবোচিত সম্মান করা একান্ত প্রয়োজন। সতর্কতার গণ্ডীটা যত বড় বা ব্যাপক করিয়া রাখা যায়, বিপদের আশঙ্কা ততই কম থাকে। বৈষ্ণব-অপরাধ বড় সাংঘাতিক জিনিস ; ক্ষালনের উপায় এই :—যাঁহার নিকটে অপরাধ হইবে, তাঁহাকে যে প্রকারেই হউক, সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা লইতে হইবে। তিনি ক্ষমা করিলেই রক্ষা, নচেৎ আর উপায় নাই। আর, কাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না যায়, তাহা হইলে একান্ত ভাবে শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিতে হইবে ; হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে নামের কৃপা হইলে অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে। বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণব-সেবাদি

তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥ ১৩৯
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত—অসঙ্খ্য তার লেখা॥১৪০

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ ১৪১
সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায়॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বারাও অপরাধ-খণ্ডন হইতে পারে; কিন্তু কাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহা জানা থাকিলে যদি কেহ অভিমানাদিবশতঃ তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিয়া নামাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নামাদির প্রভাবে তাঁহার অপরাধ-খণ্ডন হইবে কি না সন্দেহ ; কেন না, তাঁহার অভিমান আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি নামের কৃপা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই পয়ারে বৈষ্ণবাপরাধ-শব্দদ্বারা সেবাপরাধ এবং নামাপরাধাদিও উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ, সাধন-ভক্তি প্রসঙ্গে সেবা-নামাপরাধাদির যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনের কথা বলা হইয়াছে।

হাতী মাতা—মাতা (বা মত্ত) হাতী। বৈষ্ণবাপরাধকে হাতী মাতা (মত্ত হস্তী) বলা হইয়াছে ; আর ভক্তিকে বলা হইয়াছে লতা। একটী সামান্য ছাগলও লতাকে তুলিয়া ফেলিতে পারে বা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। মত্ত হস্তীর ত' কথাই নাই। ভাবার্থ এই—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের শক্তির তুলনায় বৈষ্ণবাপরাধের শক্তি অনেক বেশী। যদি বৈষ্ণবাপরাধ জন্মে, তবে ঐ অপরাধের ফলে ভক্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে, যতই ভক্তির অনুষ্ঠান হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। হাতী যেমন অতি সহজে—বিনা আয়াসেই একটী লতাকে তুলিয়া ফেলিতে পারে, বৈষ্ণবাপরাধও তদ্রূপ অতি সহজে ভক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে।

উপাড়ে—ভক্তিলতার মূল উঠিয়া যায়। **ছিণ্ডে**—ভক্তিলতার মূল ছিঁড়িয়া যায়। **তার**—ভক্তিলতার। **শুকি যায় পাতা**—ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া, অথবা মূল উঠিয়া যায় বলিয়া, ভক্তিলতার পাতা শুকাইয়া যায়। ভক্তিলতা আর সজীব থাকে না।

১৩৯। **মালী**—সাধক। **করে আবরণ**—ভক্তিলতা যাহাতে কিছুদ্বারা নষ্ট না হইতে পারে, তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক হয়। আবরণ করে—বেড়া দেয় ; অপরাধ হইতে সাবধানতাই এই বেড়া।

অপরাধ-হস্তী—অপরাধরূপ হস্তী। **না হয় উদ্গম**—জন্মিতে না পারে। যাতে অপরাধ না জন্মে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হয়।

১৪০-৪২। **কিন্তু যদি লতার অঙ্গে** ইত্যাদি—এই কয় পয়ারে উপশাখার কথা বলা হইতেছে। **উপশাখা**—শাখা হইতে যেই শাখা নির্গত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই উপশাখা বলে ; এই উপশাখা মূল-বৃক্ষেরই অঙ্গ ; ইহার পুষ্টিতে মূল বৃক্ষেরই পুষ্টি হয়। এইস্থলে ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে ঐরূপ শাখার শাখাকে লক্ষ্য করা হয় নাই ; কারণ, তাহা হইলে এই উপশাখার পুষ্টিতে মূল-লতার পুষ্টি স্থগিত হইত না। কোনও কোনও গাছের শাখাদির উপরে আর এক রকম লতাজাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহাকে সাধারণতঃ পরগাছা বলে ; এই পরগাছা মূলগাছ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করে, তাতে রসাভাবে মূল গাছের অনিষ্ট হয়। এস্থলে ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে এই জাতীয় পরগাছার কথাই বলা হইয়াছে। সাধক-মালী ভক্তিলতার মূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেক করেন, এই উপশাখা বা পরগাছা মূল-লতার দেহ হইতে ঐ জল আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টি সাধন করে, জলাভাবে মূল লতা আর পুষ্ট হইতে পারে না। ভক্তিলতা সম্বন্ধে এই উপশাখা কি ? ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা প্রভৃতি অসংখ্য স্বসুখ-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি—এই সমস্তই ভক্তিলতার উপশাখা। ভাবার্থ এই যে, এসব থাকিলে সাধকের ভক্তি পুষ্ট হইতে পারে না।

প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন ॥ ১৪৩
প্রেমফল পাকি পড়ে,—মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ ১৪৪
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৪৫
এই ত পরম ফল—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা—স্বর্গাদি-ভোগের ও সালোক্যাদি মুক্তিলাভের বাসনা; সর্ব্বপ্রকারের স্বসুখ-বাসনা। এইরূপ বাসনার অন্ত নাই। সকল রকমের দুর্ব্বাসনাই উপশাখা।

নিষিদ্ধাচার—শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বা সদাচার-নিষিদ্ধ আচার। **কুটি-নাটী**—সকল বিষয়েই কুতর্ক; অথবা কুটিলতা। **জীবহিংসন**—প্রাণিহিংসা; বৃক্ষলতাদিও প্রাণী, স্মরণ রাখিতে হইবে।

লাভ—ধনাদি-লাভের বাসনা ও চেষ্টা। **প্রতিষ্ঠা**—সুখ্যাতি ও সম্মান লাভের বাসনা ও চেষ্টা।

সেকজল—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। **উপশাখা বাঢ়ি যায়**—দুর্ব্বাসনারূপ উপশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অধিকতর পুষ্টিলাভ করে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি কোনও রূপ দুর্ব্বাসনা মনে স্থান পায় এবং তাহা দুর করিবার জন্য সাধক যদি যত্ন না করেন, তবে ঐ কীর্ত্তনাদির ফলে ভক্তির পুষ্টি সাধিত না হইয়া দুর্ব্বাসনারই পুষ্টি সাধিত হয়; একটি দুর্ব্বাসনার সঙ্গে সঙ্গে দশটি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, মনের সর্ব্বত্রই দুর্ব্বাসনা; দুর্ব্বাসনা ব্যতীত ভক্তিবাসনা হয়তঃ শেষকালে মোটেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রীতিমত যন্ত্রের ন্যায়—অভ্যাসবশতঃ—সবই চলিতেছে; সুতরাং সাধককে যত্ন-সহকারে অপরাধাদি হইতে যেমন দূরে থাকিতে হইবে, দুর্ব্বাসনা হইতেও সেইরূপ দূরে থাকিতে হইবে; বিষয়াসক্ত চিত্তে দুর্ব্বাসনা আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু উপস্থিত হওয়া মাত্র ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে তাড়াইবার জন্য যত্ন ও অধ্যবসায় করিতে হইবে। "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে। ২।২।১১৫॥" দুর্ব্বাসনাই দুঃসঙ্গ। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। ২।২৪।৭০॥" এই দুঃসঙ্গই সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে; নচেৎ শুদ্ধাভক্তির কৃপা দুর্ল্লভ, "কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়। ২।২৫।৬৯॥"

স্তব্ধ—স্তম্ভিত। যাহার গতি বা বৃদ্ধি স্থগিত হইয়াছে। যাহা বাড়েও না, পুষ্টও হয় না।

মূলশাখা—ভক্তিলতা। সেকজলেই লতার পুষ্টি হয়; কিন্তু উক্ত পরগাছাই সমস্ত সেকজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; সুতরাং মূল লতার আর পুষ্টি হইতে পারে না।

১৪৩। **প্রথমেই**—ভজনের আরম্ভেই।

উপশাখার করিয়ে ছেদন—দুর্ব্বাসনা যত্নপূর্ব্বক তাগ করিতে হইবে।

১৪৪। **লতা অবলম্বি**—ভক্তিলতাকে ধরিয়া ধরিয়া। **কল্পবৃক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণচরণ।

১৪৫। **তাহাঁ**—বৃন্দাবনে।

কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন—ভক্তির কৃপায় প্রেম প্রাপ্ত হইলে যখন সাধক শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইবেন, তখন তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারিবেন এবং তাঁহার চরণসেবা-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। এই সাক্ষাৎ-সেবা যথাবস্থিত দেহে জীবের ভাগ্যে ঘটে না। যথাবস্থিত দেহে জীবের প্রেম পর্য্যন্তই হয়। প্রেম পর্য্যন্ত হইলেই দেহত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থলে আহিরী গোপের ঘরে জন্ম হয়; সেস্থলে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগাদি প্রেমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আপনা-আপনিই বিকশিত হইয়া যায়; তখন সেই জীব সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারেন।

১৪৬। **চারিপুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

তথাহি ললিতমাধবে (৫।৬)

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥ ২০

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ—॥১৪৭

'অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ঋদ্ধেতি। মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য বশীকারায় সিদ্ধৌষধীনাং প্রেম্নাং গন্ধঃ লেশোঽপি যাবৎ যৎপর্য্যন্তং অন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাং অন্তঃকরণপথ-পথিকতাং ন প্রয়াতি ন গচ্ছতি তাবৎ ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সিদ্ধীনাং অণিমাদীনাং ব্রজস্য সমূহস্য বিজয়িতা উৎকর্ষতা সত্যধর্ম্মা সত্যশৌচদান-তপস্যাদি ধর্ম্মঃ সাধনং যস্যাং সা সমাধিঃ যোগঃ ব্রহ্মানন্দঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দঃ গুরুরপি মহানপি চমৎকারয়তি চমৎকারং করোতি ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমের তুলনায় ধর্ম্মাদি চারিটী পুরুষার্থ তৃণের মত তুচ্ছ। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২০। **অন্বয়।** মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং (শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ সম্বন্ধে সিদ্ধৌষধিতুল্য) **প্রেম্নাং** (প্রেমের) গন্ধঃ (গন্ধ—লেশমাত্র) অপি (ও) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) অন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাং (চিত্তপথের পথিকতা) ন প্রয়াতি (প্রাপ্ত না হয়), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) এব (ই) ঋদ্ধা (সমৃদ্ধিশালিনী) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (অণিমাদি সিদ্ধিসমূহের উৎকৃষ্টতা) সত্যধর্ম্মা (সত্যধর্ম্মোপেত) সমাধিঃ (যোগজনিত সমাধি) গুরুঃ (মহা) ব্রহ্মানন্দঃ (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ) চমৎকারয়তি (চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে পারে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ-বিষয়ে সিদ্ধৌষধিস্বরূপ প্রেমসমূহের লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ-পথের পথিক না হয়, সে পর্য্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি-সিদ্ধিসমূহের উৎকৃষ্টতা, সত্যধর্ম্মোপেত সমাধি এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত মহানন্দও চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। ২০

মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং—মধুরিপুঃ (শ্রীকৃষ্ণের) বশীকারের (তাঁহাকে বশীভূত করিবার) পক্ষে সিদ্ধ (অমোঘ) ঔষধিতুল্য—শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার পক্ষে অমোঘ উপায়স্বরূপ যে প্রেম, সেই **প্রেম্নাং**—প্রেমসমূহের (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর প্রেমের) **গন্ধঃ অপি**—লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত **অন্তঃকরণ-সরণী-পান্থতাং**—অন্তঃকরণ (চিত্ত) রূপ সরণীর (পথের) পান্থতা (পথিকত্ব) প্রাপ্ত না হয়, (যে পর্য্যন্ত দাস্য-সখ্যাদি প্রেমের কোনও একটীর কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ে উদিত না হয়) সেই পর্য্যন্তই **ঋদ্ধা**—সমৃদ্ধিশালিনী **সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা**—সিদ্ধিব্রজের (সিদ্ধিসমূহের—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির) বিজয়িতা (শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকৃষ্টতা), **সত্যধর্ম্মা** (সত্যধর্ম্মোপেত—সত্য, শৌচ, দান ও তপস্যাদিই যাহার সাধন, তাদৃশী) **সমাধিঃ**—ধ্যানপ্রভাবে পরমাত্মার সঙ্গে মনের লয়প্রাপ্ত অবস্থা এবং অত্যধিক **ব্রহ্মানন্দঃ**—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ **চমৎকারয়তি**—খুব চমৎকার বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণপ্রেমের সামান্যমাত্রও যদি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, যোগাভ্যাসলব্ধ সমাধি এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভূতিজনিত আনন্দ সাধকের নিকটে আপনা হইতেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে অষ্টসিদ্ধি, সমাধি এবং ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় নহে। **অষ্টসিদ্ধি**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৪৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৮। শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্যবাঞ্ছা—শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য বাসনা। **অন্যপূজা**—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য দেবতার পূজা। প্রেমভক্তি-কামী ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে অন্য দেবতার পূজা সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার উক্তি এইরূপ। "ভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন। অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই তত্ত্ব পরম ভজন॥ ৯॥" আবার "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বলেন; "অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি, কায়মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ভক্তি পরম কারণ॥ ১১॥ যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্য-দেব-পূজক ধ্যানী, ইহলোক দূরে পরিহরি। ধর্ম্ম-কর্ম্ম দুঃখশোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥ ১৪॥ হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ত অনন্য-ভক্তি হয়॥ ১৭॥" সর্ব্বদা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই—ঐকান্তিক ভক্তের কর্ত্তব্য; অন্য দেব-দেবীর পূজা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু অন্য দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনও কর্ত্তব্য নহে। "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥ পদ্মপুরাণ॥" ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। অন্য দেবতার পূজায় সেই দেবতার প্রতি অনুরক্তি জন্মিতে পারে, অনুরক্তি জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অনুরক্তি শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। অবশ্য অন্যদেবতার বিগ্রহাদির নিকটে উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করাই সঙ্গত; সকল দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাঁহার প্রকাশ, সুতরাং সকলেই যথোচিত শ্রদ্ধার পাত্র; তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইতে পারেন না—সুতরাং ভক্তিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর বলিয়া, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তাহাতেই গাছের শাখা-প্রশাখাদিও তৃপ্ত হয়, প্রাণের পরিতৃপ্তিতেই যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই অন্য সমস্ত দেবদেবী-আদির পূজা বা তৃপ্তি হইয়া থাকে; তাই পৃথক্ ভাবে অপর কাহারও পূজার প্রয়োজনও নাই। "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ শ্রী ভা, ৪।৩১।১৪॥" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ ৯।৩০॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরঃ যদ্যপি অপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাঽপি বাসুদেব এবেতিবুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিম্ অকুর্ব্বন্ পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ।—অন্য দেবতা বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন, অন্যদেবতাও স্বরূপতঃ বাসুদেবই এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি অন্যদেবতার ভজন না করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করেন, তিনি অত্যন্ত দুরাচার হইলেও সাধু (যেহেতু শীঘ্রই তিনি ধর্ম্মাত্মা হইবেন—ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা। ৯।৩১॥)" যদি কেহ বলেন—অন্য দেবতা যখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন, তখন অন্যদেবতার পূজাতেও তো শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই হইয়া থাকে; সুতরাং অন্যদেবতার পূজা নিষিদ্ধ হওয়ার হেতু কি? উত্তর—অন্যদেবতার পূজাও শ্রীকৃষ্ণ-পূজাতেই পর্য্যবসিত হয় সত্য; কিন্তু তাহা হইবে শ্রীকৃষ্ণের অবিধিপূর্ব্বক পূজা। "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥ গীতা ৯।২৩॥" অবিধিপূর্ব্বক-শব্দের অর্থ—মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা॥ স্বামী॥ অজ্ঞানপূর্ব্বকম্॥ শঙ্কর॥ তাহার ফল এই যে, অন্যদেব-পূজক সেই দেবতাকে পাইতে পারে (যান্তি দেবব্রতা দেবান্। গী, ৯।২৫), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় (যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্। গী, ৯।২৫); গীতা ৯।২৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—সমানেঽপি আয়াসে মামেব ন ভজন্তেঽজ্ঞানাৎ। তেন তে অল্প-ফলভাজো ভবন্তীতি।—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে এবং অন্য দেবতার ভজনে আয়াস সমানই; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক ভজনে সমান আয়াসেও সামান্য ফল মাত্র পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে যদি সেই আয়াস দেওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকেই পাইতে পারা যায়। যান্তি মদ্যাজিনো মদ্ভজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব॥ শঙ্কর॥ যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভজনে একনিষ্ঠতার হানি হয়; নৈষ্ঠিক ভক্ত তাই তাহাও করেন না। প্রমাণ—শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক শ্রীহনুমান। তিনি বলিয়াছেন—আমি জানি, শ্রীনাথ ও জানকীনাথ অভিন্ন, যেহেতু উভয়েই পরমাত্মা;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তথাপি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব। শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥ ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **জ্ঞান**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ আছে,—ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান এবং এতদুভয়ের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান; প্রথমোক্ত দুই বিষয়ের জ্ঞান ভক্তি-বিরোধী নহে; শেষোক্ত জ্ঞান,—ভগবান্ ও জীবের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তিবিরোধী, ভক্তিমার্গেয় অনুষ্ঠানে এই জ্ঞান বর্জ্জনীয়।

কর্ম্ম—স্বর্গাদি-ভোগ-সাধক কর্ম্ম। এই সমস্তই ভক্তির উপাধি; এই উপাধি দুই রকমের—এক অন্যবাসনা, আর অন্য-মিশ্রণ। অন্যবাসনা—শ্রীকৃষ্ণসেবাব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি। অন্য-মিশ্রণ—জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ, নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধান, স্বর্গাদিপ্রাপক নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ ইত্যাদি। শুদ্ধাভক্তি এই সমস্ত উপাধিশূন্য হইবে।

আনুকূল্যে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, সেই ভাবে; অথবা, কংস-শিশুপালাদির মত প্রতিকূল বা শত্রুভাবে নহে; নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গল বা ব্রজগোপীদের মত অনুকূল বা আত্মীয় ভাবে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা।

কৃষ্ণানুশীলন—শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চেষ্টা। এই অনুশীলন দুই রকমের; প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক; প্রবৃত্ত্যাকচেষ্টা—গ্রহণ-চেষ্টা; আর নিবৃত্ত্যাত্মকচেষ্টা—ত্যাগের চেষ্টা। ইহাদের প্রত্যেকে আবার কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ভেদে ত্রিবিধ। কায়িকচেষ্টা শ্রবণাদি ও পরিচর্য্যাদি, তীর্থগৃহে গমনাদি। মানসিক চেষ্টা—স্মরণ। বাচনিকচেষ্টা কীর্ত্তনাদি। তাহা হইলে, আনুকূল্যে প্রবৃত্ত্যাত্মক-কৃষ্ণানুশীলন হইল—কৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ, তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ ও কীর্ত্তনাদি। আর নিবৃত্ত্যাত্মক-অনুশীলন হইল—যাহাতে তাঁহার অপ্রীতি হয়, এইরূপ ভাবে, অথবা কংস-শিশুপালাদির ন্যায় হিংসা ও বিদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া তাঁহার নামাদি উচ্চারণ করা হইতে, তাঁহার গুণে ও লীলাদিতে দোষারোপ করা হইতে, তাঁহার অপ্রীতিকর কোনও বিষয় শ্রবণ করা হইতে, তাঁহার নিন্দাদি শ্রবণ করা হইতে, কি এসমস্তের স্মরণাদি করা হইতে, বিরত থাকা।

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"—এইটী শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ লক্ষণ; **অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম**—এইটী শুদ্ধাভক্তির তটস্থলক্ষণ। তাহা হইলে শুদ্ধাভক্তি হইল এইরূপ;—অত্যাশ্চর্য্যলীলা-মাধুর্য্যাদি দ্বারা যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বিশ্বকে, এমন কি, নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ সেই স্বয়ংভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণ—অন্যাবাসনা ও জ্ঞানকর্ম্মাদির সংস্রব ত্যাগ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা, সেই শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যময় অনুশীলনই শুদ্ধাভক্তি। এই অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল ভাবে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি—শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলাদিতে গমনাদি করিতে হইবে। আর, তাঁহার প্রীতির প্রতিকূল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ত্যাগ করিতে হইবে; ভক্তিবাসনা ব্যতীত ভোগ-সুখবাসনাদি সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে; স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা এবং জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপস্যাদির সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে; আর, সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই শ্রীকৃষ্ণসেবায় বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করিতে হইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যায়? পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়-মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। চক্ষুদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, লীলাস্থলাদি দর্শন; কর্ণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ; নাসিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি তুলসী-গন্ধ-পুষ্পাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ; জিহ্বা দ্বারা নাম-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-আস্বাদনাদি; ত্বক্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি-গন্ধ-মাল্যাদির স্পর্শানুভব, লীলাস্থলের রজঃ-আদি, নামমুদ্রাতিলকাদি ধারণ। বাক্যদ্বারা নাম-গুণ-লীলাদিকথন; পাণি

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ ১৪৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তিসামান্য-
লহর্য্যাং (১।১।১০)

নারদপঞ্চরাত্রবচনম্,—
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২১॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তৎপরত্বেন আনুকূল্যেন সর্ব্বেত্যন্যাভিলাষিতাশূন্যং সেবনমনুশীলনং নির্ম্মলং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং অত উত্তমত্বং স্বত এবোক্তম্। শ্রীজীব। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(হস্ত) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী পুষ্পাদি-দ্রব্যের আহরণ, সঙ্কীর্ত্তনাদিতে বাদ্যাদি, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি-করণ; পাদ (পা) দ্বারা তীর্থস্থল বা হরিমন্দিরাদিতে গমন, সেবোপযোগী দ্রব্যাদি-সংগ্রহার্থ গমনাগমন; পায়ু ও উপস্থ দ্বারা মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া দেহকে সেবোপযোগী রাখা। মন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-গুণলীলাদি স্মরণ; বুদ্ধিকে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ করা; অহংকারদ্বারা—আমি শ্রীকৃষ্ণদাস—এই অভিমানপোষণ; এবং চিত্ত (অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি)-কে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুসন্ধানে নিয়োজিত করা। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"-শ্লোকেও এই পয়ারের কথাই বলা হইয়াছে। পয়ারের "অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি"-বাক্যে শ্লোকের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্", "জ্ঞানকর্ম্ম-ছাড়ি"-বাক্যে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্", এবং "আনুকূল্যে ইত্যাদি"-বাক্যে "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"-অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্লোকস্থ কর্ম্ম-শব্দে স্মৃতি-শাস্ত্রাদিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিকেই বুঝায়, তৎসমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে। ভজনের অঙ্গীভূত পরিচর্য্যাদিকে ত্যাগ করিতে হইবে না; যেহেতু, এইরূপ পরিচর্য্যাও কৃষ্ণানুশীলনের অঙ্গীভূত। "জ্ঞানকর্ম্মাদি"-শব্দের অন্তর্ভূত "আদি"-শব্দে বৈরাগ্য, সংখ্যযোগাভ্যাসাদি বুঝায়; এসমস্তও ত্যাগ করিতে হইবে; যেহেতু, বৈরাগ্যাদি ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে বৈরাগ্যাদি আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। "জ্ঞান-বৈরাগ্য কভু নহে ভক্তি অঙ্গ। যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥ ২।২২।৮২-৩॥" এই প্রসঙ্গে ১।৮।১৫ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৪৯। পঞ্চরাত্র—নারদ-পঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থ। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত। **এই লক্ষণ**—শুদ্ধাভক্তির এইরূপ লক্ষণ—যাহা নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে এবং পূর্ব্বোক্ত পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। হৃষীকেণ (ইন্দ্রিয়দ্বারা) সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং (সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য) তৎপরত্বেন (সেবাপরায়ণত্বহেতু) নির্ম্মলং (নির্ম্মল) হৃষীকেশ-সেবনং (ইন্দ্রিয়েশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের সেবন) ভক্তিঃ (ভক্তি) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে ভক্তি বলে; সেই সেবাটী সকল প্রকার উপাধি-(সেবাব্যতীত অন্যবাসনা) শূন্য এবং সেবাপরত্বরূপে নির্ম্মল। ২১

হৃষীকেশ—হৃষীক-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর যিনি, তিনি হৃষীকেশ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর বলিয়া **হৃষীকেণ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহার সেবা কর্ত্তব্য (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **উপাধি**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২২

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২৩

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৪

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২২-২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৪-৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি স্বভাবতঃ নির্গুণা—প্রাকৃত গুণস্পর্শশূন্যা। কিন্তু ভক্তির অনুষ্ঠান করেন মায়াবদ্ধ জীব; জীবের চিত্তে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো-গুণ বিদ্যমান। সাধকের চিত্তে এই সমস্ত মায়িক-গুণের প্রাধান্য থাকিলে ভক্তি-অনুষ্ঠানে তাহা প্রতিফলিত হইয়া ভক্তিকেই গুণময়ী বা সগুণা বলিয়া প্রতিভাত করায়—যেমন বর্ণহীন স্ফটিকে কোনও বর্ণ প্রতিফলিত হইলে স্ফটিককেও বর্ণযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ। এইরূপ মায়াগুণ-প্রতিফলিত ভক্তিযোগকে সগুণ ভক্তিযোগ বলা হয়; যাহাতে এইরূপ প্রতিফলন নাই, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগ। এস্থলে মূলের ২২।২৩ শ্লোকে নির্গুণা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতে এই দুইটী শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টী শ্লোকে সগুণা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে—সগুণা হইতে নির্গুণার পার্থক্য ও উৎকর্ষ দেখাইবার উদ্দেশ্যে। মায়ার গুণ তিনটী; তাহাদের প্রতিফলনে সগুণা ভক্তিও প্রধানতঃ তিন রকমের হইয়া থাকে—তামস ভক্তিযোগ, রাজস ভক্তিযোগ এবং সাত্ত্বিক ভক্তিযোগ।

হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার (কাহাকেও বিনাশ করিবার) উদ্দেশ্যে, কিম্বা দম্ভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে, কিম্বা মাৎসর্য্য বশতঃ যে ক্রোধী এবং ভেদদর্শী (নিজের এবং অপরের সুখ-দুঃখকে যিনি ভিন্ন মনে করেন, এরূপ তামস-প্রকৃতি কোনও) ব্যক্তি যদি ভগবানে ভক্তি করেন, তাহার ভক্তিযোগ হইবে তামস। "অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ। শ্রীভা, ৩।২৯।৮ ॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" তিন রকম উদ্দেশ্য ভেদে তামসী ভক্তিও তিন রকমের—যথাক্রমে অধম-তামসী, মধ্যম-তামসী এবং উত্তম-তামসী (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)। আর, বিষয় (দেহাদির)-সুখ-লাভের উদ্দেশ্যে, যশ-আদি লাভের উদ্দেশ্যে, বা ঐশ্বর্য্যলাভের উদ্দেশ্যে (কিন্তু ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে নহে) যিনি প্রতিমাদিতে ভগবদর্চ্চনা করেন, তাঁহার ভক্তিযোগ হইবে রাজস (রজোগুণ-প্রণোদিত)। "বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।৯ ॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" উদ্দেশ্যভেদে রাজসী-ভক্তিও তিনরকমের—অধম, মধ্যম এবং উত্তম। আর, পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে, কিম্বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফলজনিত বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের সঙ্কল্প লইয়া, কিম্বা কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ("চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥"—একথা ভাবিয়া যাতে রৌরবে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য) যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান, তাহা হইবে সাত্ত্বিক। "কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১০॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" উদ্দেশ্যভেদে সাত্ত্বিকী ভক্তিও তিনরকমের—অধম, মধ্যম এবং উত্তম। তামসিকী হইতে রাজসিকীর এবং রাজসিকী হইতে সাত্ত্বিকীর উৎকর্ষ। উদ্দেশ্যভেদে প্রত্যেক প্রকারের সগুণা-ভক্তির তিনটী ভেদ থাকায়, উদ্দেশ্যভেদে সমস্ত সগুণা-ভক্তির হইল নয়টী ভেদ। এই নয়টী ভেদের মধ্যে সাত্ত্বিকীর উত্তম অঙ্গটীই (অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভজনটী) হইল সর্ব্বোত্তম। শাস্ত্রবিধি-প্রণোদিত বলিয়া ইহাই বাস্তবিক বিধিভক্তি। যাহা হউক, এই নয়টী ভেদে প্রত্যেকটীর অনুষ্ঠানই আবার নয় রকমের হইতে পারে; কেননা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি-অঙ্গের যে কোনও অঙ্গদ্বারাই উল্লিখিত নয়টী উদ্দেশ্যমূলক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা গেল—উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া সগুণা ভক্তি নয় রকমের হইলেও উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠানের দিক দিয়া ইহা হইবে একাশী রকমের। নিজের

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। | যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিমিতি তর্হি ভজন্তে ভক্তেরেব পরম-ফলত্বাদিত্যাহ স এবেতি। ননু ত্রৈগুণ্যং হিত্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ পরমফলং প্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু ভক্ত্যাবানুষঙ্গিকমিত্যাহ। যেন ভক্তিযোগেন। মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়। স্বামী। ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্বন্ধীয় কোনও না কোনও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনাই হইল সগুণা ভক্তির প্রকর্ত্তক; তাই, ইহা সহেতুকও (সকামও) বটে; ইহা অহৈতুকী নহে। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে দেখা গিয়াছে, সগুণা ভক্তির অনুষ্ঠানে কোথাও ভক্তি-বাসনা নাই; ভক্তি-বাসনা চিত্তে পোষণ করিয়া সগুণ অবস্থায়ও সাধক যদি ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ভক্তিরাণীর কৃপায় তিনিও গুণাতীত হইতে পারেন, তাঁহার ভক্তিও তখন স্বীয় স্বরূপে—নিগুর্ণারূপে—তাঁহার চিত্তে বিরাজিত হইতে পারে।

যাহাহউক, এইরূপে সগুণা ভক্তির কথা বলিয়া ভগবান্ কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতির নিকটে নিগুর্ণা ভক্তির কথা বলিয়াছেন—মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ-ইত্যাদি বাক্যে।

নিজের সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে বাসনা, অথবা, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফল—সুখ বা দুঃখ-নিবৃত্তি—একমাত্র নিজেরই প্রাপ্য, সেই-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে বাসনা, তাহারই নাম কাম। সগুণ-ভক্তিযোগের প্রবর্ত্তক হইল এই জাতীয় বাসনা; মায়িক গুণ হইতেই জন্মে বলিয়া, মায়িক-গুণের প্রভাবে দেহাবেশ জন্মে বলিয়া এবং দেহাবেশ বশতঃই উক্তরূপ বাসনা জন্মে বলিয়া—সেই ভক্তিযোগ হয় সগুণ। ঐ বাসনা এই ভক্তিযোগের প্রবর্ত্তক হেতু বলিয়া ইহা সহেতুকও। বাস্তবিক ইহা স্বরূপতঃ ভক্তিও নয়; যেহেতু, ভক্তি-শব্দের অর্থই হইল—ভজন, সেবা, স্বসুখ-বাসনাগন্ধহীনা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্, ইহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেন অমুস্মিন্ মনসঃ কল্পনম্। গোপালতাপনী শ্রুতি।" ভক্তির অঙ্গগুলি ইহাতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয়; বস্তুতঃ ইহা ভক্তিবিরোধী; ইহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি মাত্র। কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাসনাই যে ভক্তিযোগের প্রবর্ত্তক হেতু নহে, ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণাদি-শ্রবণের ফলেই ভগবদ্গুণাদির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই—অন্য কোনও হেতুবশতঃ নহে—যে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই হইবে **অহৈতুকী** এবং মায়িক গুণজাত কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাসনা ইহার পশ্চাতে নাই বলিয়া ইহা হইবে **নিগুর্ণা**; আর, কৃষ্ণসেবার বাসনা বতীত অপর কোনও বাসনা দ্বারা ইহা ব্যবহিত (ব্যবধান প্রাপ্ত বা ভেদপ্রাপ্ত) হয়না বলিয়া ইহা **অব্যবহিত**—সুতরাং স্বরূপগত বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। অন্য কোনও বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয়না বলিয়া ইহার শ্রীকৃষ্ণচরণাভিমুখী গতিও হইবে **অবিচ্ছিন্না**—গঙ্গার জল-ধারার সমুদ্রাভিমুখী গতির ন্যায় অবিচ্ছিন্না। কৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা ইহাতে থাকেনা বলিয়া ইহা নির্ম্মলও। এইরূপই হইল নিগুর্ণা বা শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ। এই শুদ্ধাভক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুকুলভাবে নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানই হইল শুদ্ধাভক্তির সাধন। এইরূপ সাধনের ফলেই ভগবৎ-কৃপায়, সাধুগুরুর কৃপায়, চিত্তশুদ্ধ হইলে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। শুদ্ধাভক্তির কৃপা হইলে অন্য কিছু তো দূরের কথা, সালোক্যাদি মুক্তির বাসনাও জাগে না, এমন কি ভগবান্ সালেক্যাদি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। সেবাব্যতীত ভক্তের অপর কোনও কাম্য থাকেনা। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে পরব্যোমে কিছু সেবা পাওয়া যাইতে পারে বটে; কিন্তু পরব্যোমে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে বলিয়া প্রেমসেবা—প্রাণ ঢালা—সেবার অবকাশ নাই; তাই শুদ্ধাভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত তাহাও চাহেন না; তিনি চাহেন কেবল শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। যেন (যদ্দ্বারা) ত্রিগুণাং (ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে) অতিব্রজ্য (অতিক্রম করিয়া)

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ ১৫০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১৫)—
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ মূলমনুসরামঃ পূর্ব্বত্র হেতু ব্যতিরেকেণাহ ভুক্তীতি। অত্র মুক্তিস্পৃহায়ামপি পিশাচিত্বং ভাবান্তরেণ ভক্তিস্পৃহাবরকত্বাৎ পূর্ব্বা পরা চ স্বোন্মুখতাৎপর্য্যবতী চ। অত্র যদ্যপি ভক্তা এব সংসারতো মুক্তা ভবন্ত্যেব তথাপি তদংশে তু তেষাং তাৎপর্য্যং ন ভবত্যেব কিন্তু ভক্তেঃ প্রভাবেনৈব সা স্যাদিতি তদেবমনয়া কারিকয়া সাধকানামপি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা ন যুক্তেত্যুক্তং অতঃ সুতরামেব সিদ্ধানাং নাস্তীত্যভিপ্রায়স্ত পরত্রোভয়বিধ স্তত্তদুদাহরণেষু জ্ঞেয়ঃ। ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাগ্রহ ইতি পাঠান্তরন্ত সুশ্লিষ্টম্। ইতি শ্রীজীব। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মদ্‌ভাবায় (আমার প্রেমবিশেষলাভের পক্ষে) উপপদ্যতে (যোগ্য হয়), সঃএব (তাহাই) আত্যন্তিকঃ (আত্যন্তিক) ভক্তিযোগাখ্যঃ (ভক্তিযোগ নামে) উদাহৃতঃ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। দেবহূতিকে কপিলদেব বলিলেন—"মা! সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়—যদ্দ্বারা (সাধক) গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া (সাধক) আমার প্রেমবিশেষ লাভ করিতে যোগ্য হয়।" ২৫

আত্যন্তিকঃ—অত্যন্ত-শব্দ হইতেই আত্যন্তিক-শব্দ নিষ্পন্ন। অত্যন্ত=অতি+অন্ত; শেষ সীমা। যে ভক্তিযোগে দুঃখনিবৃত্তির এবং সুখপ্রাপ্তিরও শেষ সীমায় পৌছান যায়, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। সাযুজ্য-মুক্তিকেও কেহ কেহ আত্যন্তিক কাম্য বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; কারণ, সাযুজ্য-মুক্তির আত্যন্তিকতা একদেশিকী, ইহাতে মায়ানিবৃত্তি হয় বলিয়া কেবল আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে; ব্রহ্মানন্দের অনুভবে নিত্য চিন্ময়-সুখের আস্বাদনও হয়; কিন্তু তাহা কেবল সুখ-সত্ত্বার আস্বাদনমাত্র; স্বরূপ-শক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া তাহাতে রসবৈচিত্রীর আস্বাদন নাই; তাই সুখ-আস্বাদনের দিক্ হইতে সাযুজ্যকে আত্যন্তিক বলা যায় না। প্রাণঢালা সেবার অবকাশ নাই বলিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতেও আনন্দাস্বাদনের আত্যন্তিকতা নাই। একমাত্র শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজের প্রেমসেবাতেই আনন্দাস্বাদনের আত্যন্তিকতা আছে, দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিকতা আনুষঙ্গিক ভাবেই সিদ্ধ হয়। শুদ্ধভক্তিযোগে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় বলিয়াই তাহাকে আত্যন্তিক বলা হইয়াছে। **ত্রিগুণাং**—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করিয়া। ভগচ্চরণাশ্রয়মাত্রেই ত্রিগুণাত্মক সংসারসমুদ্র গোষ্পদতুল্য নগণ্য বলিয়া মনে হয়; তাই অনুসন্ধান ব্যতীতই, আনুষঙ্গিকভাবেই, ভক্ত তাহা অতিক্রম করিয়া যান। **মদ্‌ভাবায়**—ভাব-অর্থ বিদ্যমানতাও হয়, প্রেমবিশেষও হয়; তাই মদ্‌ভাবায়-শব্দের অর্থ হইবে—ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত, অথবা ভগবানে প্রেমবিশেষ লাভের নিমিত্ত **উপপদ্যতে**—যোগ্য হয়।

শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে মায়াতীত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫০। **ভুক্তি-মুক্তি** ইত্যাদি—এই সমস্ত হইল ভক্তিলতার উপশাখা; এই উপশাখা জন্মিলে মূল-ভক্তিলতা পরিপুষ্ট হইতে পারে না, কাজেই প্রেম জন্মিতে পারে না। যেহেতু, এইরূপ সাধন হইবে সগুণ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। **অন্বয়।** ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-পিশাচী (ভুক্তি-মুক্তি-বাসনারূপা পিশাচী) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) হৃদি (হৃদয়ে) বর্ত্ততে (বাস করে), তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) অত্র (এইস্থানে—হৃদয়ে) ভক্তিসুখস্য (ভক্তিসুখের) কথং (কিরূপে) অভ্যুদয়ঃ (আবির্ভাব) ভবেৎ (হইতে পারে)?

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। | রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে বাসনারূপা পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কিরূপে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হইবে? ২৬

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা—২।১৭।১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **স্পৃহা**—বাসনা।

পিশাচী—এক রকম অপদেবতা; প্রেতযোনি। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাকে পিশাচী বলা হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই যে—যেখানে পিশাচী আছে, অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া সেস্থানে যেমন কোনও দেবতার স্থান হইতে পারে না, তদ্রূপ যে হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে, সেই হৃদয়েও শুদ্ধস্বভাবা ভক্তিরাণীর স্থান হইতে পারে না। শুদ্ধচিত্তেই প্রেমের আবির্ভাব হয়। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা ভক্তিবাসনাকে দূরে সরাইয়া রাখে। পিশাচগ্রস্ত লোককে ওঝা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল পিশাচের ন্যায় কথাই বলে—পিশাচকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পিশাচ যাহা উত্তর দিবে, পিশাচদ্বারা আবিষ্ট লোকও ওঝার প্রশ্নে তদ্রূপ উত্তরই দেয়; তাহার চিত্তে পিশাচের ভাবব্যতীত অন্য কোনও ভাবের উদয় হয় না। তদ্রূপ যাহার চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা বলবতী, তাহার চিত্তেও ভক্তিবাসনা জাগিতে পারে না; ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাই জীবাত্মার স্বরূপগত ভক্তি-বাসনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে—পিশাচের ভাব যেমন পিশাচগ্রস্ত লোকের স্বীয় ভাবকে আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ। ভক্তিবাসনা না জাগিলে ভক্তিসুখের আস্বাদন অসম্ভব। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহার সহিত ভজন হইবে সগুণ-ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা শুদ্ধাভক্তি লাভ সম্ভব নহে। পিশাচী যেমন লোকের মনুষ্যোচিত ভাবের বিকাশ হইতে দেয় না, স্বীয় পিশাচোচিত ঘৃণিত-ভাবেরই বিকাশ করায়, তদ্রূপ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাও জীবাত্মার স্বরূপগত ভাবের বিকাশে বাধা জন্মায়, স্বীয় প্রভাবে জীবকে সংসারের অকিঞ্চিৎকর সুখদুঃখ ভোগ করায়। এজন্য পিশাচীর সহিত তুলনা।

১৫০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫১। সাধনভক্তির বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন।

সাধন-ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। ইহার বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। **রতি**—রতির অপর নাম প্রেমাঙ্কুর বা প্রীত্যঙ্কুর বা ভাব। রতি বা ভাবের লক্ষণ এই:—"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ১।৩।১॥" শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা হয় (১।৪।৫৫ টীকা)। ভাব এই শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ-স্বরূপ; এইটী ভাবের স্বরূপ লক্ষণ। ইহা (ভাব) প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণতুল্য (সূর্য্য উদিত হইতেছে, এমন সময় যেমন অল্প অল্প কিরণ প্রকাশ পায় এবং অন্ধকারাদি দূরীভূত হয়; সেইরূপ প্রেমের প্রথম উদয়ারম্ভে অনর্থাদি দূরীভূত হইয়া যায়, অল্প অল্প ভগবৎপ্রীতি প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থাই ভাব); এই ভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ ও সৌহার্দ্দাদির অভিলাষের দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। এইটী ভাবের তটস্থ লক্ষণ। প্রেমের প্রথম-অবস্থাকেই ভাব বলে। "প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।" ইহাতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের অল্প মাত্র উদয় হইয়া থাকে; "সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রু-পুলকাদয়ঃ। ভ, র, সি, ১।৩।৩॥"

সাধন-ভক্তি হইতে ইত্যাদি—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে রতি বা ভাবভক্তির উদয় হয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অল্পে অল্পে দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ; তবে মায়ামুগ্ধ জীবের মলিন-চিত্তে এই প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে প্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; এই আত্মপ্রকাশের প্রথমাবস্থাই রতি বা ভাব। (২।২২।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৫২

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তমমিশ্রি আর ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমের পূর্ণতম বিকাশাবস্থার নাম মহাভাব; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা-সমূহের নাম এই :—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। **প্রেম**—কৃষ্ণপ্রেম-বিকাশের দ্বিতীয়াবস্থা; রতির গাঢ় অবস্থার নাম প্রেম। "সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ভ. র. সি. ১।৪।১॥"—যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ হয়, এবং যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা জন্মে, সেই গাঢ়তাপ্রাপ্ত ভাবকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলেন।

১৫২। স্নেহ—প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। এই স্নেহে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না। "সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহস্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা॥ ভ. র. সি. ৩।২।৩৩॥"

মান—যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তি হেতু নূতন মাধুর্য্যকে অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করে, তাহাকে মান বলে। "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ. নীঃ. স্থা. ৭১॥" **প্রণয়**—মান যদি বিস্রম্ভ (প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-মনন) ধারণ করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। "মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। উঃ. নীঃ. স্থা. ৭৮॥" এস্থলে বিস্রম্ভ অর্থ বিশ্বাস বা সম্ভ্রমশূন্যতা; নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির ঐক্য ভাবনা হেতুই এই বিশ্বাস জন্মে। **রাগ**—প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণলাভের সম্ভাবনায় যে স্থলে অতিশয় দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখ বলিয়া অনুভূত হয়, সেই স্থানে ঐ প্রণয়কে রাগ বলে। "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ. নীঃ. স্থা. ৮৪॥" **অনুরাগ**—যে রাগ নূতন নূতন হইয়া সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতন নূতন বোধ করায় (যেন আর কখনও দেখে নাই, আর কখনও অনুভব করে নাই; ইহাই প্রথম দেখা ও প্রথম অনুভব, এরূপ বোধ করায়) সেই রাগকে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে। উঃ. নীঃ. স্থা. ১০২॥" **ভাব**—"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ উঃ. নীঃ. স্থা. ১০৯॥" অনুরাগ যদি যাবৎ-আশ্রয়বৃত্তি (নিজ আশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত) হইয়া স্বীয় সংবেদ্য (অনুভব-যোগ্য) দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশমান হয় অর্থাৎ অনুরাগের সম্পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, এবং কেবলানুরাগবানের নিজ অনুভবযোগ্য দশাকে প্রাপ্ত হইয়া যদি সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাদি দ্বারা প্রকাশমান হয়, তবে সেই অনুরাগকে ভাব বলে। অনুরাগ প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জোয়ারের জল যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে নদীর তট পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, অনুরাগও সেইরূপ হৃদয়ে বাড়িতে থাকে; বাড়িতে বাড়িতে উহা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে আপনার ভাবে বিভোর হয়, উহার বিপুল তরঙ্গমালা প্রকটিত হয়, আতট পূর্ণ হইয়া নিজের গৌরবে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়। অনুরাগের এই অবস্থার নামই ভাব। (আরও বিশেষ বিবরণ ২।২৩।৩১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

মহাভাব—উজ্জ্বলনীলমণির মতে ভাব ও মহাভাবে পার্থক্য কিছু নাই; প্রেমের একই অবস্থার দুইটী নাম ভাব ও মহাভাব। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ভাব ও মহাভাবের পার্থক্য করিয়া বলিয়াছেন—"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ ১।৪।৫৯॥" কিন্তু তিনি ভাব ও মহাভাবের কোনও সীমানা নির্দ্দেশ করেন নাই। (২।২৩।৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫৩। বীজ—ইক্ষুবীজ; আকের অগ্রভাগ বা ইক্ষুদণ্ডের গ্রন্থিস্থিত অঙ্কুর। **ইক্ষু**—ইক্ষুদণ্ড, আক।

এই সব কৃষ্ণ-ভক্তি-রসের স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ ১৫৪

সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি রস হয় অমৃত-আস্বাদনে॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রস—ইক্ষুরস। **গুড়**—ইক্ষুরস জ্বাল দিলে একটু গাঢ় হইলে গুড় হয়। **খণ্ডসার**—গুড় জ্বাল দিয়া খণ্ড তৈয়ার হয়; এই খণ্ডই হইতেছে গুড়ের সার। "খণ্ডসার" একটী শব্দ। **শর্করা**—দলুয়া চিনি; **সিতা**—শাদা চিনি। **উত্তমমিশ্রি**—ওলা।

যেমন ইক্ষুদণ্ডের বীজ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে তাহা হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, ইক্ষুদণ্ড হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ডসার, খণ্ডসার হইতে শর্করা, শর্করা হইতে সিতা, সিতা হইতে মিশ্রি, মিশ্রি হইতে ওলা হয়, তদ্রূপ রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মান হইতে প্রণয়, প্রণয় হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে ভাব, ভাব হইতে মহাভাব ক্রমে উৎপন্ন হয়। ইহাদের উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য আছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতেও এই উপমাটী আছে। "বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥ স্থাঃ ৫৫॥" বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা, সিতোপলা। চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—শর্করা—চিনি, সিতা—সিতশর্করা বা মিশ্রি এবং সিতোপলা—ওলা। বীজ হইল রতি বা প্রেমাঙ্কুর, ইক্ষু হইল প্রেম, রস হইল স্নেহ, গুড় হইল মান, খণ্ড হইল প্রণয়, শর্করা হইল রাগ, সিতা বা মিশ্রি হইল অনুরাগ এবং সিতোপলা বা ওলা হইল মহাভাব-স্থানীয়। কবিরাজ গোস্বামীর উপমায় "মিশ্রি" শব্দটী বেশী; রতি, প্রেম ইত্যাদির গণনায়ও "ভাব" বেশী। আবার ২।২৩।২৩ পয়ারেও কবিরাজ গোস্বামী "বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ডসার। শর্করা সিতা মিশ্রি শুদ্ধ মিশ্রি আর॥" লিখিয়াছেন। 'সিতা' ও 'মিশ্রিকে' একত্র করিয়া 'সিতামিশ্রিকে' একটা বস্তু মনে করিলে উজ্জ্বল-নীলমণির ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার মিল থাকে; কিন্তু তাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; উজ্জ্বলনীলমণিতে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত আটটি স্তর গণনা করা হইয়াছে; তাই বীজ হইতে সিতোপলা পর্য্যন্তও আটটী বস্তুর সহিত তাহাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত নয়টী স্তর (ভাব ও মহাভাবকে দুইটী পৃথক্ স্তর করিয়া) গণনা করিয়াছেন; তাই বীজ হইতে উত্তম মিশ্রি পর্য্যন্ত নয়টী বস্তু হওয়া দরকার এবং নয়টী বস্তু করিতে হইলে "সিতা" ও "মিশ্রি" দুইটী পৃথক্ বস্তু করিতে হয়। "সিতা"-শব্দের অর্থ—চক্রবর্ত্তীর ন্যায় "মিশ্রি" না করিয়া—"সাদা চিনি" করিতে হয়।

১৫৪-৫৫। **এইসব**—পূর্ব্বোক্ত রতি, প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি মহাভাব পর্য্যন্ত। **কৃষ্ণভক্তিরস**—ভূমিকায় "ভক্তিরস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এস্থলে কৃষ্ণভক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিকেই বুঝাইতেছে। দধি যেমন শর্করাদি-মিশ্রণে অপূর্ব্ব আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিও তদ্রূপ বিভাব, অনুভাব, স্বাত্ত্বিক, ও ব্যাভিচারী ভাবাদির মিলনে চমৎকৃতিজনক আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করে; তখনই এই রতিকে কৃষ্ণ-ভক্তিরস বলা হয়। ভক্তিরস মোট বারটী; সাতটী গৌণ, আর পাঁচটী মুখ্য। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই সাতটী গৌণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য ভক্তিরস।

স্থায়ীভাব—হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাব-সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। "অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে। ভ, র, সি, ২।৫।১॥"

যে ভাবের মিলনে যে রতি আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করিয়া ভক্তিরসে পরিণত হয় এবং যে ভাবটী ঐ ভক্তি-রসে নিত্যই প্রধানভাবে বিরাজমান, তাহাই ঐ ভক্তিরসের স্থায়ীভাব। এইরূপে বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ; করুণরসের স্থায়ীভাব শোক, অদ্ভুতের স্থায়ীভাব বিস্ময়; হাস্যের স্থায়ীভাব হাস, ভয়ানকের স্থায়ীভাব ভয়, রৌদ্রের স্থায়ীভাব ক্রোধ এবং বীভৎসের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা। আবার শান্তিরসের স্থায়ীভাব শান্ত, দাস্যের স্থায়ীভাব দাস্য, সখ্যের স্থায়ীভাব সখ্য, বাৎসল্যের স্থায়ীভাব বাৎসল্য এবং মধুর রসের স্থায়ীভাব প্রিয়তা।

যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত-মধুর॥ ১৫৬
ভক্তভেদে রতিভেদ—পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥ ১৫৭
বাৎসল্য-রতি, মধুর-রতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণ-ভক্তিরস পঞ্চভেদ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভাব—"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।৫॥" যাহাদ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি-ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন; আর ভক্তগণেই ঐ ভক্তি থাকে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণই আশ্রয়ালম্বন। যাহাদ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে বলে উদ্দীপন বিভাব; আলম্বন-বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি এবং দেশ-কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে। এজন্য ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে; ময়ূরপুচ্ছ দেখিলে যদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জন্মে, তবে ময়ূরপুচ্ছই উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব—যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা চিত্তের ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে। "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানামববোধকাঃ। ভ, র, সি, ২।২।১॥" নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি অনুভাব দ্বারাই চিত্তস্থ ভাবসকল বাহিরে প্রকাশ পায়।

সাত্ত্বিকভাব—অশ্রু, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য ও প্রলয় (মূর্চ্ছা) এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। (২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য)।

ব্যভিচারীভাব—"বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।১॥ যে সকল ভাব বিশেষরূপে স্থায়ীভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব, বা সঞ্চারী ভাব বলে। (২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অমৃত আস্বাদনে—অমৃততুল্য স্বাদু ও আস্বাদনযোগ্য। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব এই সকল ভাবের মিলনে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতি অমৃততুল্য স্বাদু ও আস্বাদনযোগ্য হয় এবং তখনই এই রতি কৃষ্ণভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়।

যৈছে—যেমন। বিভাবাদির মিলনে যে ভক্তিরস হয়, তাহাতে সেই বিভাবাদির পৃথক্ পৃথক্ কোনও অনুভব থাকে না; সকলে মিলিয়া অপূর্ব্ব-স্বাদযুক্ত ভক্তিরসের উৎপাদন করে; ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পয়ারে বুঝাইতেছেন। দধি, সিতা, ঘৃত, মরিচ ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে রসালা হয়; এই রসালাতে দধি-ঘৃতাদির পৃথক্ পৃথক্ স্বাদের কোনও অনুভব হয় না; পরন্তু সকলের মিশ্রণে একটী অপূর্ব্ব স্বাদ জন্মে। তদ্রূপ বিভাবাদির মিলনেও একটী অপূর্ব্ব ভক্তিরস হয়। **সিতা**—মিশ্রি বা সাদা চিনি।

১৫৭-৫৮। ভক্তভেদে—পাঁচ রকম ভক্তভেদে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবের পাঁচ রকম ভক্ত আছেন; শান্ত-ভাবের ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি, তাকে বলে শান্তরতি। এইরূপে দাস্যভাবের ভক্তের রতিকে দাস্যরতি, সখ্য-ভাবের ভক্তের রতিকে সখ্যরতি, বাৎসল্য-ভাবের ভক্তের রতিকে বাৎসল্য-রতি এবং মধুর-ভাবের ভক্তের রতিকে মধুর-রতি বলে।

শান্ত-রতি—শান্ত-রতির গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণবিনা অন্য-কামনাত্যাগ; কিন্তু শান্তভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি নাই; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার কেবল পরমাত্মা-জ্ঞান। শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

দাস্যরতি—দাস্যরতির গুণ সেবা; দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সেবা আছে; দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণে গৌরববুদ্ধি আছে; শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৫৯

হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার দাস, তাঁহার কৃপার পাত্র, ইহাই দাস্য-ভক্তের ভাব। দাস্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সখ্যরতি—সখ্য-রতির গুণ সম্ভ্রমশূন্যতা বা গৌরব-বুদ্ধিহীনতা; শ্রীকৃষ্ণের সখারাই এই রতির পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান সখাদের নাই; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সমান মনে করেন; এইরূপ তুল্যতাজ্ঞানের হেতু,—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ও মমতা-বুদ্ধির আধিক্য। এই রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা আছে; শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি-হেতু তাঁহার প্রীতির জন্য সেবা আছে; তবে এই সেবা দাস্যরতির সেবার মত গৌরব-বুদ্ধিতে নহে, পরন্তু মমতাধিক্যবশতঃ তুল্যতাবুদ্ধিতে; কোনও সখা বনে কোনও একটি ফল মুখে দিয়া যখন দেখেন ফলটী অতি মিষ্ট, তখনই তিনি তাহা সখা শ্রীকৃষ্ণকে না দিয়া থাকিতে পারেন না; তাই তিনি অতি প্রীতির সহিত ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই সখা কানাইয়ের মুখে দিয়া বলেন—"ভাই কানাই, এই ফলটি খা, অতি মিষ্ট"। দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি থাকিলে উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে বড় প্রীত হন; তিনি বলিয়াছেন,—"যে আমাকে ছোট মনে করে, অন্ততঃ সমান মনে করে, কখনও বড় মনে করে না, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন। (১।৪।২০॥)"। সখ্যরতি বিশ্বাসভাবময়। সুবলাদি সখাবর্গ এই রতির আশ্রয়। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বাৎসল্য-রতি—বাৎসল্য-রতির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের বা আশীর্ব্বাদের পাত্র মনে করেন। যেমন নন্দ-যশোদাদি। প্রীতি ও মমতার আধিক্য-বশতঃই এইরূপ ভাব। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসন আদিও করিয়া থাকেন। সখ্যরতি হইতে বাৎসল্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরতির প্রীতিতে বিশ্বাস রাখা চাই—অর্থাৎ "আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমান সমান ভাবে ব্যবহার করিতেছি, তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দিতেছি, তাঁহার কাঁধে চড়িতেছি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, কখনও অসন্তুষ্ট হন না,"—এইরূপ বিশ্বাস সখাদের আছে; ইহাই বিশ্বাস-ভাবময় সখ্যরতি। যখনই এই বিশ্বাসের অভাব হইবে, তখনই সখ্যরতি সঙ্কোচিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু বাৎসল্য-রতিতে—এইরূপ ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইবেন, কি রুষ্ট হইবেন—এই বিচারই মনে স্থান পায় না। "শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য ইহা করা দরকার—তাই আমাকে ইহা করিতে হইবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্টই হউক বা রুষ্টই হউক। কৃষ্ণ ত অবোধ বালক; সে তাহার ভালমন্দ কি বুঝে? কিসে তাহার ভাল হইবে, কিসে তাহার মন্দ হইবে, আমি তাহা বুঝি—আমি তাহা জানি। যাতে তাহার ভাল হইবে, আমি তাহা করিবই।" ইহাই বাৎসল্য-রতির ভাব। এই রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে লাল্যজ্ঞান এবং আপনাকে লালক-জ্ঞান। বাৎসল্য-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পরবর্ত্তী ১৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মধুর-রতি—অঙ্গ-সঙ্গ-দানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতিসম্পাদনই মধুর-রতির প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-বর্গই এই রতির আশ্রয়। মধুর-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (২।২৩।৩৭ পয়ারের এবং পরবর্ত্তী ১৮৯-৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত রতিই রসে পরিণত হইয়া শান্তরসাদি নামে পরিচিত হয়।

১৫৯। ভক্তিরস বারটির মধ্যে শান্তাদি পাঁচটীই প্রধান। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬০। **হাস্যাদ্ভুত** ইত্যাদি—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় এই সাতটি গৌণরস। স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী রতি, আলম্বনের উৎকর্ষজনিত যে ভাব-বিশেষকে প্রকটিত করে, তাহাকে গৌণীরতি বলে। ভ, র, সি

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। | সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২।৫।২২॥ হাস্যাদি সাতটী গৌণভক্তিরস শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তেই দৃষ্ট হয়; অন্যত্র নহে। বারটী রসের আশ্রয়ই শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত।

হাস্য—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা। (ভ, র, সি, ২।৫।৩০॥)। কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টা-জনিত হাস্য, স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী কৃষ্ণরতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়। এই হাস্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে হাস্য-ভক্তিরসে পরিণত হয়। (ভ, র, সি, ৪।১।২॥)।

অদ্ভুত—অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিস্তৃতি জন্মে, তাহাকে বিস্ময় বলে। (ভ, র, সি, ২।৫।৩৩॥)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদি-জনিত বিস্ময় শ্রীকৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে, বিস্ময়রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাদ্য হইলে বিস্ময়-রতিকে অদ্ভুত ভক্তিরস বলে। নেত্র-বিস্তার, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলকাদি ইহার অনুভাব। আবেগ, হর্ষ, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারীভাব।

বীর—যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেই যুদ্ধাদি-কার্য্যে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। (ভ, র, সি, ২।৫।৩৪)। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি যুদ্ধাদি-কার্য্যে উৎসাহ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে উৎসাহরতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাদ্য হইলে উৎসাহ-রতিকে বীরভক্তিরস বলে। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী।

করুণ—ইষ্টবিয়োগাদি-দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে (ভ, র, সি, ২।৫।৩৫)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি শোক, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে শোকরতি বলিয়া কথিত হয়। আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে শোক-রতিকে করুণ-ভক্তিরস বলে। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন, ভূপতন ও কক্ষতাড়নাদি অনুভাব। জাড্য, নির্ব্বেদাদি সঞ্চারী ভাব।

রৌদ্র—প্রাতিকূল্যাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে (ভ, র, সি, ২।৪।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি প্রাতিকূল্যাদি-জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলে ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্টিলাভ করিলে ক্রোধরতি রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হয়। রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, মৌন, প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব্বাদি সঞ্চারী।

বীভৎস—অহৃদ্য বস্তুর অনুভব-জনিত চিত্ত-নিমিলনকে জুগুপ্সা বলে (ভ, র, সি, ২।৫।৩৭)। শ্রীকৃষ্ণরতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে। স্বযোগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট জুগুপ্সারতিকে বীভৎস ভক্তিরস বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, দৈন্যাদি সঞ্চারী।

ভয়—পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে (ভ, র, সি, ২।৫।৩৮)। শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ভয়কে ভয়রতি বলে। স্বযোগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ভয়-রতিকে ভয়ানক-ভক্তিরস বলে। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, উদ্‌ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণাদি অনুভাব। অশ্রুভিন্ন সাত্ত্বিক ভাব; ত্রাস, মরণ, আবেগ দৈন্যাদি সঞ্চারী।

ইহাদের বিশেষ বিবরণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও প্রীতিসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

১৬১। **সপ্তগৌণ আগন্তুক**—শান্তাদি পাঁচটী স্থায়ী রস যেমন তত্তৎভক্তের চিত্তকে ব্যাপিয়া সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, সাতটী গৌণভক্তিরস, সেইরূপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কিছু সময়ের জন্য উদিত হয় মাত্র।

শান্তভক্ত—নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাবভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ ১৬২

সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত—মাতা, পিতা, যত গুরুজন॥ ১৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬২। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে, কোন্ রসের প্রসিদ্ধ ভক্ত কে কে, তাহা বলিতেছেন। **শান্ত ভক্ত**—নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি শান্তরসের ভক্ত।

নবযোগেন্দ্র—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমশ ও করভাজন এই নয় জনকে নবযোগেন্দ্র বলে। **সনকাদি**—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার।

সর্ব্বত্র সেবক অপার—সর্ব্বত্র ভগবানের যে অসংখ্য সেবক আছেন, তাঁহারাই দাস্যরসের ভক্ত।

শান্তভক্ত দুই শ্রেণীর—আত্মারাম ও তাপস। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে যে সমস্ত আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই শান্তভক্ত। "শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামা স্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩,১৫॥" সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম শান্তভক্ত। "আত্মারামাস্তু সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ। ভ, র, সি, ৩৷১৷৫॥" ভক্তিব্যতীত মুক্তি নির্ব্বিঘ্না হয় না, ইহা ভাবিয়া যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস বলে। "মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্ত-বিরক্ততাঃ। অনুজ্ঝিত-মুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩৷১৷৫॥"

দাস্যভাবের ভক্ত চারি শ্রেণীর—অধিকৃত, আশ্রিত, পরিষদ ও অনুগ (ভ, র, সি, ৩৷২৷৪)। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অধিকৃত দাস। আশ্রিত ভক্ত আবার তিন রকমের—শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ। কালীয়নাগ এবং জরাসন্ধ-কারাগারে আবদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগত ভক্ত। যাঁহারা মুক্তি-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিরই শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ—যেমন, শৌনকাদি ঋষিগণ। আর, যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন-বিষয়ে আসক্ত, তাঁহারা সেবানিষ্ঠ—যেমন, রাজা বহুলাশ্ব, ইক্ষাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি। দ্বারকায় উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি প্রভৃতি পার্ষদভক্ত; মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও ইঁহারা কোনও কোনও সময়ে পরিচর্য্যাদিও করিয়া থাকেন। কুরুবংশে ভীষ্ম, পরীক্ষিত, বিদুরাদিও পার্ষদ ভক্ত। যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তাঁহাদিগকে অনুগ-দাস বলে। অনুগ-দাস আবার দুই শ্রেণীর—পুরস্থ, (দ্বারকস্থ) অনুগ এবং ব্রজস্থ অনুগ। সুযন্ত্র, মণ্ডন, স্তম্ব, সুতম্ব প্রভৃতি হইলেন পুরস্থ অনুগ; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্রধারণ, চামর ব্যজন, তাম্বূল-বীটিকা-সমর্পণাদিদ্বারা ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। (শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩৷১৫৷৩৮ শ্লোকস্থ হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোলশুভ্রাতপত্র-শশিকেশরশীকরাম্বুম্"-ইত্যাদি উক্তি হইতে জানা যায়, ছত্র-চামরাদি দ্বারা সেবাপরায়ণ অনুগ-দাসভক্ত বৈকুণ্ঠেও আছেন। সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা। ভ, র, সি, ১৷২৷২৯। যাঁহারা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারাও বৈকুণ্ঠ-পরিকর-ভুক্ত দাসভক্ত; তাঁহারাও ভগবৎ-সেবা করেন; অবশ্য ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে তাঁহাদের সেবাবাসনা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে না)। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি হইলেন ব্রজস্থ অনুগ; শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-পরিষ্কার-করণ, অগুরু-আদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্নানীয় জলকে সুবাসিত করণ, তাম্বূলবীটিকা-প্রস্তুত করণাদি ইঁহাদের সেবা। বিশেষ বিবরণ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ৩৷২এ দ্রষ্টব্য। ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব বলিয়া ব্রজস্থ অনুগগণের শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা-বুদ্ধি নাই, প্রভু (মণিব)-জ্ঞানে সেব্যবুদ্ধিমাত্র আছে। অপর সকল রকমের দাস-ভক্তদের চিত্তেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভগবত্তার বুদ্ধি আছে।

১৬৩। **সখ্যভক্ত**—ব্রজলীলায় শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি এবং পুরে (দ্বারকালীলায়) ভীম, অর্জ্জুন, প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্ত। ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যময় সখ্য, আর পুরে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত সখ্য।

বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা-পিতা-প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ বাৎসল্যরসের পাত্র। নন্দযশোদাদি শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় বাৎসল্যরসের, আর দেবকী-বসুদেবাদি ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত বাৎসল্যরসের আশ্রয়।

মধুররস-ভক্ত মুখ্য—ব্রজে গোপীগণ ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ,—অসংখ্য গণন ॥ ১৬৪
পুন কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার— ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥ ১৬৫
গোকুলে কেবলা-রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন ।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ ॥ ১৬৬
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি ।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥১৬৭
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁও উদ্দীপন ।
বাৎসল্য-সখ্য-মধুরে ত করে সঙ্কোচন ॥ ১৬৮
বাসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৬৯

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৪।৫১)—
দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

পুত্রভ্রান্তিং বিহায় জগদীশ্বরাবিতি জ্ঞাত্বা শঙ্কিতৌ ন সস্বজাতে নালিঙ্গিতবন্তৌ কিন্তু বদ্ধাঞ্জলী তস্থতুরিত্যর্থঃ ॥ স্বামী । ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

১৬৪। **মধুররসভক্ত**—ব্রজে গোপীগণ, দ্বারকাদিতে মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠাদিতে লক্ষ্মীগণ, মধুর-রসের পাত্র। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজগোপীগণই মধুর রসের মুখ্য ভক্ত; যেহেতু তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী; মহিষী ও লক্ষ্মীগণের ভক্তি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা।

১৬৫। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা**—যে কৃষ্ণরতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান (শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ইত্যাদি জ্ঞান) মিশ্রিত থাকে, তাহার নাম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রারতি। **কেবলা**—যে রতিতে কোনওরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের গন্ধও মিশ্রিত নাই, যাহা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী, তাহার নাম কেবলারতি।

১৬৬। উক্ত দুই প্রকার রতির স্থান কোথায়, তাহা বলিতেছেন। **গোকুলে**—ব্রজে। **পুরীদ্বয়ে**—দ্বারকায় ও মথুরায়। **বৈকুণ্ঠাদ্যে**—বৈকুণ্ঠাদি ধামে। **ঐশ্বর্য্য প্রবীণ**—ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য।

১৬৭। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপ্রাধান্যে**—যে স্থলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, সেস্থলে প্রেম সঙ্কোচিত হয়। আর যে স্থলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় প্রেম (কেবলা), সে স্থলে ঐশ্বর্য্য দেখিলেও ভক্ত তাহা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না। কেবলাতে কখনও প্রীতি সঙ্কোচিত হয় না। কেবলা প্রীতির উপরে ঐশ্বর্য্য কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

১৬৮। **শান্ত-দাস্যরসে** ইত্যাদি—কোন কোন স্থলে শান্ত-রস বা দাস্যরসের ভক্ত যদি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখেন, তবে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভাবের উদ্দীপন হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেখিলে সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের ভক্তের প্রীতি উদ্দীপিত না হইয়া বরং সঙ্কোচিত হয়। এস্থলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা রতির কথাই বলা হইতেছে। ব্রজের কেবলা রতিয় কথা নহে। পরবর্ত্তী তিন পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়।

১৬৯। ঐশ্বর্য্য দেখিলে যে বাৎসল্য-প্রীতি সঙ্কোচিত হয়, তাহার প্রমাণ এই পয়ার।

চরণ বন্দিল—কংস বধ করিয়া আসার পর।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে—কংস-বধের সময় যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এবং কংস-কারাগারে জন্মচ্ছলে প্রকট হওরার সময় যে ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। দেবকী (দেবকী) বসুদেবশ্চ (এবং বসুদেব) কৃতসংবদনৌ (প্রণিপাতকারী) পুত্রৌ (পুত্রদ্বয়কে) জগদীশ্বরৌ (জগদীশ্বর) বিজ্ঞায় (জানিয়া) শঙ্কিতৌ (শঙ্কিত হইয়া) ন সস্বজাতে (আলিঙ্গন করেন নাই)।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধাষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ ১৭০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১১।৪১-৪২)

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হন্ত হন্তৈতাদৃশ-মহামহৈশ্বর্য্যাত্বয্যহং কৃত-মহাপরাধপুঞ্জোঽস্মীত্যনুতাপমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ সখেতীতি হে কৃষ্ণেতি ত্বং বসুদেবনাম্নো নরস্যার্দ্ধরথত্বেনাপ্যপ্রসিদ্ধস্য পুত্রঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহন্তু নরপতেঃ পাণ্ডোঃ অতিরথস্য পুত্রোঽর্জ্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ। হে যাদবেতি যদুবংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং মমতু পুরুবংশস্যাস্ত্যেব রাজত্বং হে সখেতি সন্ধিরার্ষঃ তদপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। দেবকী ও বসুদেব দুই পুত্রকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহারা বন্দনা করিলেও শঙ্কাবশতঃ তাঁহাদিগকে (পুত্রদ্বয়কে) আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। ২৭

পুত্রৌ—পুত্রদ্বয়কে; শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে। রোহিণী-নন্দন বলরামও বসুদেবের পুত্র।

কংসবধ-কালে কৃষ্ণ-বলরামের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এবং কংস-কারাগারেও জন্মের অব্যবহিত পরে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেবকী-বসুদেব রামকৃষ্ণকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; তাই কংসবধের পরে তাঁহারা আসিয়া পিতামাতা-জ্ঞানে দেবকী-বসুদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে যখন দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহারা কিন্তু পুত্রজ্ঞানে রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে সাহস পাইলেন না।

১৬৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭০। ঐশ্বর্য্য দেখিলে সখ্যপ্রীতিও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহা দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের সখ্যভাব; কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, তখনই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান জাগ্রত হওয়ায় অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল; এবং পূর্ব্বে সখাজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সকল ব্যববহার করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি মনে করিলেন, তৎসমস্ত ব্যবহার তাঁহার নিজের পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইয়াছে; তাই তিনি সে সমস্ত ধৃষ্টতার জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বিশ্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক দিব্য অস্ত্র ও আভরণ, দিব্যমালা, দিব্য গন্ধানুলেপ ছিল; এই আশ্চর্য্যদর্শন রূপ সর্ব্বত্র-অবস্থিত-অনন্তমূর্ত্তিরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; ইঁহার তেজ একই সময়ে সমুদিত সহস্র সূর্য্যের তেজকেও পরাভূত করিতেছিল। এই বিশ্বরূপের দেহমধ্যে একই সময়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হইতেছিল। দেখিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত ও ভীত হইয়া গেলেন। (গীতা ১১।১০-১৪ ॥)। **ধাষ্ট্য**—ধৃষ্টতা। **সখ্যভাবে ধাষ্ট্য**—শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সখা মনে করিয়া যে সমস্ত ব্যবহার করিয়াছেন, এখন দেখিতেছেন—সে সমস্ত ব্যবহার তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র হইয়াছে; যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার (অর্জ্জুনের) পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। সেই সমস্ত ধৃষ্টতামূলক ব্যবহারকেই এস্থলে সখ্যভাবে ধাষ্ট্য বলা হইয়াছে। **ক্ষমায়**—ক্ষমা করায়, শ্রীকৃষ্ণদ্বারা।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৮-২৯। অন্বয়। তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা—এই বিশ্বরূপরূপ মহিমা) অজানতা (জানিতাম না—বলিয়া) প্রমাদাৎ (প্রমাদ-বশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃও) সখা (তুমি আমার সখা) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা (ইত্যাদিরূপে) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) প্রসভং

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২৯

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন' জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥১৭১

তথাহি (ভাঃ ১০।৬০।২৪)
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ত্বয়া সহ মম যৎসখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো ন হেতুঃ নাপি কৌলিকঃ কিন্তু তাবক এব ইত্যভিপ্রায়তো যৎ প্রসভং সতিরস্কারমুক্তং ময়া তৎ ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তদেবং বিশ্বরূপাত্মকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাদ্বা প্রণয়েন স্নেহেন বা। চক্রবর্ত্তী। ২৮

পরিহাসার্থং বিহারাদিষু অসংকৃতোঽসি ত্বং সত্যবাদী নিষ্কপটঃ পরমসরল ইতি আদি বক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোঽসি ত্বং একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽসি যদা স্থিতঃ তদা জাতং তৎসর্ব্বমপরাধং সহস্রং ক্ষাময়ে হে প্রভো ক্ষমস্বেত্যনুনয়ামীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৯

সুদুঃখমপ্রিয়শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকোঽনুতাপঃ, তৈর্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাস্তস্যাঃ শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাদ্ধস্তাৎ দেহশ্চ পপাত বিক্লবা অবশা ধীর্যস্যাস্তস্যাঃ। স্বামী। ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(তিরস্কারের সহিত) যৎ (যাহা) উক্তং (বলা হইয়াছে), বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজনাদি সময়ে) একঃ (একাকী—তুমি যখন একাকী ছিলে, তখন) অথবা (অথবা) তৎসমক্ষং (অন্য সখাদির সাক্ষাতে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যং (যে) [ময়া] (আমাকর্ত্তৃক) অসৎকৃতঃ (অসৎকৃত) অসি (হইয়াছ) তৎ (তাহা) অহং (আমি) অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্য-প্রভাব-সম্পন্ন) ত্বাং (তোমাকে) ক্ষাময়ে (ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করিতেছি)।

অনুবাদ। তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদবশতঃ, অথবা প্রণয়প্রযুক্ত, সখাবোধে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ভাবে —হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করিয়াছি, বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজন প্রভৃতির সময় পরিহাসচ্ছলে অন্যের অসমক্ষে বা বন্ধুজনের সমক্ষে যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন তুমি আমার ঐ সকল ক্ষমা কর। ২৮-২৯

প্রমাদাৎ—অনবধানতাবশতঃ; অসতর্কতাবশতঃ। ১৭০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭১। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে দ্বারকায় মধুর-রতিও সঙ্কুচিত হয়, তাহাই দেখাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—সুন্দরি! তুমি রাজকন্যা; সুতরাং কোনও রাজপুত্রকে বিবাহ করাই তোমার উচিত ছিল। আমি রাজাদিগের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে বাস করিতেছি; নিজেও রাজা নহি; আমাকে বিবাহ করা তোমার ভাল হয় নাই। আমি দেহে ও গেহে উদাসীন, স্ত্রী-পুত্র ও ধনাদিতে আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং আত্মসুখেই সুখী। সুতরাং আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি অদূরদর্শিতার পরিচয়ই দিয়াছ। অতএব তোমার উপযুক্ত কোনও রাজাকে তুমি আবার বিবাহ কর ইত্যাদি। (শ্রী ভা, ১০।৬০।১০-২০।") শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়া রুক্মিণী ভীত হইলেন। **ত্রাস**—ভয়।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। সুদুঃখ-ভয়-শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি) তস্যাঃ (তাঁহার —রুক্মিণীর) শ্লথদ্বলয়তঃ (শিথিল-কঙ্কণ) হস্তাৎ (হস্ত হইতে) ব্যজনং (ব্যজন) পপাত (পড়িয়া গেল)। বিক্লবধিয়ঃ (হতজ্ঞান) [তস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ] (সেই রুক্মিণীর) দেহঃ চ (দেহও) সহসা এব (তৎক্ষণেই) মুহ্যন্ (মোহ প্রাপ্ত হইয়া) কেশান্ (কেশসমূহকে) প্রবিকীর্য্য (প্রকৃষ্টরূপ বিস্তারিত করিয়া) বাতবিহতা (বাতাহত) রম্ভা ইব (কদলীর ন্যায়) [পপাত] (ভূপতিত হইল)।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম,—ঐশ্বর্য্য না জানে। | ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি-রুক্মিণীর হস্তের কঙ্কণ শিথিল হইয়া গেল এবং তাঁহার সেই হস্ত হইতে ব্যজন (বা চামর) ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাঁহার হতজ্ঞান দেহও মোহপ্রাপ্ত হইয়া আলুলায়িত-কেশে বাতাহত-কদলীর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। ৩০

শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর—এই জ্ঞান রুক্মিণী-আদি মহিষীবর্গের ছিল; তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন—"আমি দেহ-গেহাদিতে উদাসীন, স্ত্রীপুত্র-ধনাদিতে আকাঙ্ক্ষা-রহিত, আত্মসুখেই সুখী, ইত্যাদি।"—তখন রুক্মিণী মনে করিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ তো সত্য কথাই বলিলেন; ঈশ্বর বলিয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকার সম্ভাবনা বাস্তবিকই তো নাই; তিনি তো আত্মারাম—স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার প্রয়োজনই বা কি? সুতরাং আমাদের প্রতি তাঁহার বাস্তবিক কোনও আসক্তি নাই ই যখন, তখন তিনি যে কোনও মুহূর্ত্তেই তো আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন।" শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ রুক্মিণীর সঙ্গে পরিহাসই করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রুক্মিণীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি পরিহাস-বাক্যকেও পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তাই তাঁহার মধুরা রতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল—প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে আর প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না; রুক্মিণী মনে করিলেন—"আমি সামান্যা নারী, আর শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর; তিনি কিরূপে আমার প্রাণবল্লভ হইতে পারেন? শিশুপালাদি তাঁহাকে হিংসা করিত, তাহারা আমাকে নিতে চাহিয়াছিল; তাহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য, তাহাদিগকে অপদস্থ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লইয়া আসিয়াছেন—আমার প্রতি বিশেষ-প্রীতিবশতঃ তিনি আমাকে আনেন নাই; শিশুপালাদি অপদস্থ হইয়াছে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; আমাতে তো তাঁহার কোনও প্রয়োজনই নাই; সুতরাং যে কোনও মুহূর্ত্তেই তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।"—এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে ও শোকে রুক্মিণীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬৮ পয়ারে বলা হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রতি সঙ্কুচিত হয়; তারপর ১৬৯ পয়ারে বাৎসল্য-রতির সঙ্কোচ, ১৭০ পয়ারে সখ্যরতির সঙ্কোচ এবং ১৭১ পয়ারে মধুর রতির সঙ্কোচ দেখাইয়া ১৬৮ পয়ারোক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিলেন। ১৬৮-পয়ারে যে দ্বারকা-মথুরার বাৎসল্যাদির কথাই বলা হইয়াছে, উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকগুলিই তাহার প্রমাণ।

১৭২। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৭ পয়ারে বলা হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী রতিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকে সাক্ষাতে প্রকটিত দেখিলেও ভক্ত তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দরুণ তাঁহাদের সম্বন্ধের বন্ধনও শিথিল হইয়া যায় না। এক্ষণে তাহারই প্রমাণ দেখাইতেছেন।

কেবলার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলারতির। যাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-রতি বা শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনাই বর্ত্তমান এবং যাহাতে এই সেবাবাসনার মধ্যে অন্য কিছু—স্বসুখ-বাসনাদি, স্বদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাদি, প্রীতি-সঙ্কোচক ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদিও—প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাই কেবলা রতি। যে রতিতে কেবলই কৃষ্ণসুখ-বাসনা বর্ত্তমান, অপর কিছুই নাই, তাহাই কেবলা রতি। **শুদ্ধ প্রেম**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য প্রেম। **ঐশ্বর্য্য না জানে**—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর—এই জ্ঞান কেবলারতিমান্ ভক্তের নাই; এইরূপ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান বা নিজের অপেক্ষা হেয় বলিয়াও মনে করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের যে কোনওরূপ ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে—একথাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। **ঐশ্বর্য্য দেখিলেও** ইত্যাদি—শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করুন আর না-ই করুন, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না; তাই প্রয়োজন মত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াই

তথাহি (ভাঃ ১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ ৩১

তথাহি (ভাঃ ১০।৯।১৪)—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ৩২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মায়াবলোদ্রেকমাহ—ত্রয্যেতি ; ত্রয্যা কর্ম্মকাণ্ডরূপয়া ইন্দ্রাদিরূপেণ উপনিষদ্ভির্ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈর্ভগবানিত্যুপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তম্। স্বামী। ৩১

তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ আত্মজং মত্বা ববন্ধেতি স্বামী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকে এবং শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভক্তগণ তাহা দেখিয়াও থাকেন ; কিন্তু সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না, এবং—দেবকী-বসুদেবের ন্যায়, কি অর্জ্জুনের ন্যায়, কিম্বা রুক্মিণীর ন্যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সম্বন্ধের বন্ধনও শিথিল হইয়া যায় না। চক্ষুর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পুত্র বলিতে, কিম্বা সুবলাদি তাঁহাকে সখা বলিতে, কিম্বা ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলিতে—বা কৃষ্ণের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে—কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে এই পয়ারোক্তির প্রমাণ দেখান হইয়াছে।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। ত্রয্যা (বেদত্রয়ের কর্ম্মকাণ্ডে—ইন্দ্রাদি দেবতারূপে), উপনিষদ্ভিঃ (বেদের জ্ঞান-কাণ্ডে—ব্রহ্মরূপে) সাংখ্যযোগৈঃ (সেশ্বর সাংখ্যে এবং যোগে—পুরুষ ও পরমাত্মারূপে) সাত্বতৈঃ (নারদ-পঞ্চরাত্রাদিতে—ভগবান্‌রূপে) উপগীয়মানমাহাত্ম্যং (যাঁহার মাহাত্ম্য গীত হয়, সেই) হরিং (হরিকে) সা (যশোদা) আত্মজং (স্বীয় গর্ভজ পুত্র) অমন্যত (মনে করিতেন)।

অনুবাদ। বেদত্রয়ে (বেদত্রয়ের সংহিতাংশে বা কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদিদেবতারূপে), উপনিষদে (বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে), সেশ্বর-সাংখ্যে (পুরুষরূপে), যোগশাস্ত্রে (পরমাত্মারূপে) এবং (নারদ-পঞ্চরাত্রাদি) সাত্বত-শাস্ত্রে (ভগবান্‌রূপে) যাঁহার মহিমা গীত হইয়া থাকে, যশোদা সেই হরিকে স্বীয় গর্ভজাত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৩১

শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে যশোদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং সমস্ত তত্ত্বাদি এবং ব্রজমণ্ডলসহ কৃষ্ণকে এবং নিজেকেও দেখিলেন; দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত তত্ত্বও তিনি অবগত হইলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যশোদার গাঢ় বাৎসল্যপ্রেম তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন এবং বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় গর্ভজাত-সন্তান মনে করিয়া দৃঢ়রূপে স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও যে বাৎসল্য-ভাবের ভক্তের বাৎসল্যরতি সঙ্কুচিত হয় না, এই শ্লোক তাহারই প্রমাণ।

ত্রয়ী—অমরকোষ অভিধানের মতে, ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদকে (বেদের সংহিতাংশকে বা কর্ম্মকাণ্ডকে) ত্রয়ী বলে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বরকে ইন্দ্রাদি দেবতারূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। ত্রয়ী-শব্দের তৃতীয়ায় ত্রয্যা। **সাত্বত**—নারদ-পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রকে সাত্বত-শাস্ত্র বলে।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। গোপিকা (গোপী—যশোদা) অব্যক্তং (অব্যক্ত) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (মনুষ্যলিঙ্গ—নর-তনুধারী) অধোক্ষজং (অধোক্ষজ) তং (তাঁহাকে—সেই কৃষ্ণকে) আত্মজং (স্বীয় গর্ভজাত পুত্র) মত্বা (মনে করিয়া) প্রাকৃতং যথা (প্রাকৃত বালকের ন্যায়) দাম্না (রজ্জু দ্বারা) উলূখলে (উলূখলে) ববন্ধ (বাঁধিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। গোপিকা যশোদা অব্যক্ত, মনুষ্যলিঙ্গ ও অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে করিয়া প্রাকৃত বালকের মতন রজ্জুদ্বারা উলুখলে বাঁধিয়াছিলেন। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অব্যক্তং—অব্যক্ত ; প্রকট-লীলাকালব্যতীত অন্য সময়ে যিনি অব্যক্ত (অর্থাৎ লোকনয়নের বাহিরে) থাকেন ; অথবা প্রেমবশ্যতাবশতঃ যাঁহার মহৈশ্বর্য্যাদি শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভক্তদের অনুভব-বিষয়ে অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) থাকে। **মর্ত্ত্যলিঙ্গং**—মর্ত্ত্যের (মানুষের ন্যায়) লিঙ্গ (শরীর) যাঁহার ; মনুষ্যশরীরধারী ; বস্তুতঃ নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। **অধোক্ষজং**—অধঃ+অক্ষজম্=অধোক্ষজম্। অধঃ (অধঃকৃত) হইয়াছে অক্ষজ (ইন্দ্রিয়-জাত) জ্ঞান যাঁহা হইতে। ইন্দ্রিয় হইল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ইত্যাদি ; দর্শন হইল চক্ষু হইতে জাত জ্ঞান, শ্রবণ হইল কর্ণ হইতে জাত জ্ঞান ইত্যাদি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইতে জাত এই সমস্ত জ্ঞান অধঃকৃত হইয়াছে যাঁহা হইতে, তিনি অধোক্ষজ। অধঃ-শব্দের অর্থ নিম্ন ; ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যাঁহা হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; অর্থাৎ—প্রাকৃত চক্ষু যাঁহার দর্শন পায় না, প্রাকৃত কর্ণ যাঁহার বাক্যাদি শ্রবণ করিতে পারে না, প্রাকৃত নাসিকা যাঁহার অঙ্গ-গন্ধ পায় না, প্রাকৃত রসনা যাঁহার অধরামৃতাদির আস্বাদন পায় না, প্রাকৃত ত্বক্ যাঁহার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিতে পারে না, এইরূপে যিনি কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় নহেন—সুতরাং সমস্ত প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানই অধঃকৃত হইয়াছে, বহুদূরে নিম্নদেশে অপসারিত হইয়াছে যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি অধোক্ষজ ; তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়াই কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন। প্রাকৃত বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে, যেমন প্রাকৃত লোকের দেহাদি। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর।" শ্লোকস্থ "অব্যক্ত" এবং "অধোক্ষজ" এই উভয় শব্দেই তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব এবং সচ্চিদানন্দত্ব সূচিত হইতেছে ; এতাদৃশ তত্ত্ব যিনি, তিনি বাস্তবিক কাহারও "আত্মজ" হইতে পারেন না ; তিনি অজ, নিত্য শাশ্বত, অনাদি ; তথাপি শুদ্ধবাৎসল্যময়ী যশোদা মাতা তাঁহার শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলা—রতির প্রভাবে তাঁহাকে স্বীয় আত্মজ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং এতাদৃশ তত্ত্ব স্বরূপতঃ বিভু—সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং বন্ধনের অযোগ্য—হইলেও কেবলা-রতিমতী যশোদা-মাতা তাঁহাকে উলূখলে বন্ধন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার কেবলারতির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বাদি ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। কেবলা প্রীতিকে ঐশ্বর্য্য সঙ্কোচিত করিতে পারে না ; বরং কেবলা প্রীতিই ঐশ্বর্য্যকে সঙ্কোচিত করিতে পারে—ইহাই এস্থানে প্রদর্শিত হইল। **উলূখল**—ধান হইতে চাউল বাহির করার যন্ত্রবিশেষ। ইহা ঢেকী নহে ; কিন্তু ইহা দ্বারা ঢেকীর ন্যায় কাজই হয়। একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়, এরূপ একখণ্ড কাঠের মধ্যে ধান রাখার জন্য একটা গর্ত্ত করা হয় ; তাহাতে ধান রাখিয়া একটা মোটা লম্বা দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া ধানের উপরে আঘাত করিলে ধান হইতে তুষ পৃথক্ হইয়া যায়। গর্ত্তযুক্ত কাষ্ঠ-খণ্ডকেই উলূখল বলে।

মাতা যশোদা মৃদ্ভক্ষণাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের গর্ভজাত পুত্রই মনে করিতেন এবং পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার লাল্য, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালিকা মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে শাসনও করিতেন—এই জগতে মানুষের মধ্যে পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী জননী যেমন করিয়া থাকেন, ঠিক তদ্রূপ। শিশু কৃষ্ণ একদিন দধি-মন্থন-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে যাইয়া মাখন চুরি করিয়া নিজেও খাইয়াছিলেন, বানরকেও দিয়াছিলেন। যশোদা-মাতা তাহা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের সংশোধনের নিমিত্ত বেত্র হস্তে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেই শ্রীকৃষ্ণ অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন ; কিন্তু যশোদামাতা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুষ্কর্ম্মের শাস্তিস্বরূপে রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে উলূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেবকী-দেবী এতই সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পুত্র মনে করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া পর্য্যন্ত রাখিলেন ; ঐশ্বর্য্যদর্শনে যদি যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকে বাঁধিবার কথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

তথাহি তত্রৈব (১০।১৮।২৪)—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ৩৩

তথাহি তত্রৈব (১০।৩০।৩৭)

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভগবানিতি ভবতাং ভগবানস্মাকং ব্রজবাসিভিঃ পরাজিত ইতি মর্ম্ম ব্যজ্যতে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। ৩৩

ততো বরিষ্ঠং মানানন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি অত এবাব্রবীৎ কিং তদাহ—ন পারয়ে ইতি। বহুপরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যজময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নন্নু মুগ্ধে! তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং হৃদ্যং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববদঙ্কে নিধায় ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ। শ্রীজীব। স্কন্ধে মদংসে (স্কন্ধঃ মদংসঃ) আরুহ্যতামিত্যাহ—ইদঞ্চ নর্ম্মণৈব প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ, যদ্বা কায়ো মদীয়ং বক্ষঃ কটীরং বা তথা চ বিশ্বঃ—স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়ে চ বাহুমূলসমূহয়োরিতি ॥ শ্রীসনাতন। ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পরাজিতঃ (খেলায় পরাজিত) সন্ (হইয়া) শ্রীদামানং (শ্রীদামকে), ভদ্রসেনঃ চ (এবং ভদ্রসেন) বৃষভং (বৃষভকে), প্রলম্বঃ (প্রলম্ব) রোহিণীসুতং (রোহিণীসুত —বলরামকে) উবাহ (বহন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। খেলায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে, প্রলম্ব বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। ৩৩

শ্রীদামাদি সখাগণও শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হয় নাই; যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীদাম কখনও শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সখা বলিয়াই মনে করিতেন, কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না। তাই কখনও বা তাঁহারা কৃষ্ণকে কাঁধে করিতেন, কখনও বা কৃষ্ণেরই কাঁধে চড়িতেন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে কেবলা সখ্যরতি সঙ্কুচিত হয় না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। ততঃ (তারপর—এইরূপ অভিমান হওয়ার পর) বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশে অগ্রে) গত্বা (গমন করিয়া) দৃপ্তা (গর্ব্বিতা হইয়া)—অহং (আমি) চলিতুং (চলিতে) ন পারয়ে (পারিনা) যত্র (যেখানে) তে (তোমার) মনঃ (মন—ইচ্ছা) মাং (আমাকে) নয় (লইয়া যাও) [ইতি] (এইরূপে)—কেশবং (কেশবকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)। এবং (এইরূপ) উক্তঃ (কথিত হইয়া)—স্কন্ধঃ (স্কন্ধে—আমার স্কন্ধে) আরুহ্যতাং (আরোহণ কর) ইতি (ইহা)—প্রিয়াং (প্রিয়াকে) আহ (বলিলেন)।

অনুবাদ। এইরূপ অভিমানের পর তিনি (শ্রীরাধা) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আমি আর চলিতে পারি না, অতএব তুমি যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা কর, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল,"—তিনি (রাধা) এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" ৩৪

কেশবং—কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি ইতি কেশবস্তম্। (শ্রীরাধার) কেশ বাঁধিয়া দেন যিনি, তিনি কেশব। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শ্রীরাধাকে লইয়া বনে প্রবেশ করাতে এবং বনমধ্যে লীলাবিশেষের পরে শ্রীরাধার কবরী শিথিল হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহা প্রীতিভরে বাঁধিয়া দেওয়াতে শ্রীরাধা অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন;

তথাহি তত্রৈব (১০।৩১।১৬)—
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তস্মাৎ হে অচ্যুত! পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনো ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ম্। কথম্ভূতস্য? গতিবিদোঽস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতির্বা জানতঃ গতিবিদো বয়ং বা তবোদ্গীতেনোচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ হে কিতব শঠ! এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাস্ত্বাং ঋতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনপ্রদেশে গমন করিতে করিতে শ্রীরাধা (গর্ব্বিতা হইয়া) শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"বনভ্রমণে আমি পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি আর চলিতে পারি না; যেখানে তুমি যাইতে ইচ্ছা কর, সেখানেই তুমি আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাও।" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকিলে শ্রীরাধা কখনও তাঁহাকে বহন করিয়া নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে পারিতেন না। রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য শ্রীরাধা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তথাপি যে তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার মধুরা রতি সঙ্কুচিত হয় নাই—তথাপি তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভমাত্রই মনে করিয়াছেন, ঈশ্বর মনে করেন নাই, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। অচ্যুত (হে অচ্যুত)! গতিবিদঃ (গতিবিৎ) তব (তোমার) উদ্গীতমোহিতাঃ (উচ্চ বেণুগীতে মোহিতা) [বয়ং] (আমরা) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতি, পুত্র, বংশ-সম্বন্ধী ভ্রাতা ও বান্ধবাদিকে) অতিবিলঙ্ঘ্য (অতি বিলঙ্ঘন করিয়া) তে (তোমার) অন্তি (নিকটে) আগতাঃ (উপস্থিত হইয়াছি)। কিতব (হে কিতব—প্রবঞ্চক)! নিশি (রাত্রিকালে) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) যোষিতঃ (স্ত্রীলোককে) ত্যজেৎ (পরিত্যাগ করে)?

অনুবাদ। হে অচ্যুত! তুমি আমাদের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলের অনাদর পূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে শঠ! স্ত্রীলোককে কে রাত্রিকালে ত্যাগ করিয়া থাকে? ৩৫

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে পরিক্লিষ্টা গোপীগণ বনমধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।—**হে অচ্যুত**—কোনও গুণ হইতেই তো তোমার চ্যুতির কথা শুনা যায় না; তবে আমাদের সম্বন্ধে তোমাকে তোমার কারুণ্য হইতে চ্যুত—আমাদের প্রতি অকরুণ—দেখা যায় কেন? আমাদের প্রতি অকরুণ হইয়া তুমি কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে (এইরূপই অচ্যুত শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে); **গতিবিদঃ**—গতি জানেন যিনি, তাঁহার। তুমি আমাদের গতি জান, অর্থাৎ আমরা যে এখানে তোমারই জন্য আসিয়াছি, তাহা তুমি জান, তুমি ব্যতীত আমাদের যে অন্য কোনও গতি নাই, তাহাও তুমি জান; এতাদৃশ তোমার **উদ্গীতমোহিতাঃ**—উচ্চবংশীগীত শ্রবণে মোহিতা হইয়া আমরা **পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্**—আমাদের পতি (অর্থাৎ যাহারা আমাদিগকে তাহাদের পত্নী বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে), ভগিনীপুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্বয় (জ্ঞাতি), ভ্রাতা ও বান্ধবাদির **অতিবিলঙ্ঘ্য**—বাক্যাতিক্রম করিয়া, তাহাদের স্নেহাদি পরিত্যাগ করিয়া, তোমার **অন্তি**—নিকটে **আগতাঃ**—আসিয়াছি। উচ্চ বংশীধ্বনিদ্বারা তুমিই আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ; আনিয়া এক্ষণে আমাদিগকে এই গভীর অরণ্য মধ্যে ত্যাগ করিয়া তুমি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছ; আহ্বান করিয়া আনিয়া ত্যাগ করিয়া যাওয়া শঠ ও প্রবঞ্চকেরই কাজ; তুমি আমাদিগের সহিত বঞ্চনা করিয়াছ; তাই বলি

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥ ১৭৩

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্ (৩।১।২২)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥ ৩৬

তথাহি (ভাঃ ১১।১৯।৩৬)

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্রাহ কার্য্যদ্বারা রতিরূপং কারণং লক্ষ্যত ইতি আহ তন্নিষ্ঠেতি তথাপি সামান্যায়ামেব রতৌ লব্ধায়াং বিশেষেঽত্র প্রবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধশমপ্রাচুর্য্যাৎ পর্য্যবসীয়তে। শ্রীজীব। ৩৬

মুমুক্ষোরুপাদেয়ান্ শমাদীন্ হেয়াংশ্চ দুঃখাদীন্ মহাজন-প্রসিদ্ধেভ্যো বিলক্ষণমাহ শম ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তিঃ। এতেনৈব তত্তদ্বিপরীতা অশমাদয়োঽপি উন্নেয়াঃ। শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে র্ন তু শান্তিমাত্রং দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ন চৌরাদিদমনং তিতিক্ষা বিহিতদুঃখস্য সংমর্ষঃ সহনং ন তু ভারাদেঃ। জিহ্বোপস্থয়োঃ জয়ো বেগধারণং ধৃতিঃ ন ত্বনুদ্বেগমাত্রম্। স্বামী। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হে **কিতব**—হে শঠ! এখন তুমি বল দেখি, **নিশি**—রাত্রিকালে কোন ব্যক্তি স্বয়ং আগতা যুবতী ও প্রেমবতী **যোষিতঃ**—রমণীদিগকে ত্যাগ করে? কেহই ত্যাগ করে না; সুতরাং তুমি যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে; তাই বলি বঁধু, একবার আসিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীগণের মধুরা রতি বা কান্তাভাব যদি সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করিতেছেন, উক্ত বাক্যগুলি হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৭৩। এই পয়ারে শান্তরসের স্বরূপ বলিতেছেন। **স্বরূপ-বুদ্ধ্যে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, এইরূপ বুদ্ধিতে যে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা, তাহাই শান্তরসের স্বরূপ। চতুর্ভুজ-নারায়ণ শান্তভক্তের উপাস্য। **শমো** ইত্যাদি—শম্ ধাতু হইতে শান্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; শান্তি অর্থ—শম; আর **শম-শব্দের অর্থ** "মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠতা।" শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধির ঐকান্তিকী নিষ্ঠাকে শম বা শান্তি বলে; এইরূপ শম বা ঐকান্তিকী নিষ্ঠা যাঁহার আছে, তিনিই শান্তভক্ত। **ইতি শ্রীমুখগাথা**—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। শম-শব্দে যে বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠতা বুঝায়, শ্রীভগবান্ই তাহা নিজে বলিয়াছেন। শম-শব্দে যে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা বুঝায়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৯।১৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৬। **অন্বয়।** বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) মন্নিষ্ঠতা (আমাতে—শ্রীভগবানে - নিষ্ঠতাই) শমঃ (শম)—ইতি (ইহা) শ্রীভগবদ্বচঃ (শ্রীভগবানের বাক্য)। এতাং (এইরূপ) শান্তিরতিং বিনা (শান্তিরতি ব্যতীত) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) তন্নিষ্ঠা (ভগবন্নিষ্ঠা) দুর্ঘটা (দুর্ঘট)।

অনুবাদ। বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতাকে (আমাতে নিষ্ঠাকে) শম বলে; এইটি শ্রীকৃষ্ণবাক্য। অতএব শান্তরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা অসম্ভব। ৩৬

বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠাকেই যখন শম বা শান্তি বলে, তখন শান্তিরতি যে পর্য্যন্ত না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত যে বুদ্ধি শ্রীভগবানে নিষ্ঠা (আত্যন্তিকী স্থিতি) প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শ্লো। ৩৭। **অন্বয়।** বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) মন্নিষ্ঠতা (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে—নিষ্ঠতাই) শমঃ (শম), ইন্দ্রিয়সংযমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমই) দমঃ (দম), দুঃখসংমর্ষঃ (দুঃখসহনই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা), জিহ্বোপস্থজয়ঃ (জিহ্বা ও উপস্থের জয়ই) ধৃতিঃ (ধৃতি)।

কৃষ্ণ-বিনা তৃষ্ণাত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥ ১৭৪

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥ ১৭৫

তথাহি (ভাঃ ৬।১৭।২৮)—
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ৩৮

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিলেন:—আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণকে ধৃতি বলে। ৩৭

শমঃ—কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি যদি শ্রীভগবানেই ঐকান্তিকী স্থিতি লাভ করে, ভগবান্‌কে বা ভগবদ্বিষয়কে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি যদি কখনও অন্য বিষয়ে না যায়, তবে বুদ্ধিবৃত্তির ঐ অবস্থাকে বলে শম। যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি শমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে বলে শান্ত। **দমঃ**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যদি সংযত হইয়া যায়- চক্ষু যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতে না চায়, কর্ণ যদি প্রাকৃত সুখদায়ক শব্দ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব না হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও যদি তত্তদ্‌ভোগ্য বস্তুর জন্য লালায়িত না হয়—তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ অবস্থাকে বলে দম। **তিতিক্ষা**—দুঃখ-সহ্য করিবার ক্ষমতাকে বলে তিতিক্ষা। **ধৃতি**—জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণ করার ক্ষমতাকে বলে ধৃতি। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি ভোজ্যবস্তুর জন্য লালসাই জিহ্বার বেগের পরিচায়ক; আর যৌন-সঙ্গমের লালসাই উপস্থ-বেগের পরিচায়ক। জিহ্বার এবং উপস্থের এইরূপ লালসাকে যিনি জয় করিতে পারেন, তাঁহারই ধৃতি আছে বলা যায়।

বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠাকেই যে শম বলে, তাহা শ্রীভগবান্ এই শ্লোকেই বলিয়াছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ইহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে।

১৭৪। শান্তরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকামনা-ব্যতীত অন্য কোনও কামনা করেন না। অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার তৃষ্ণা বা বাসনা নাই; এজন্যই সেবাদি কার্য্য না থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণ-বাসনারূপ কার্য্য থাকায় শান্ত একজন কৃষ্ণভক্ত। **তার কার্য্য**—কৃষ্ণনিষ্ঠার কার্য্য; শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকিলেই কৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ের জন্য কোনওরূপ কামনা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণনিষ্ঠার ফলই হইল কৃষ্ণবিনা-তৃষ্ণাত্যাগ।

১৭৫। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য তৃষ্ণা না থাকায় শান্ত-ভক্ত, স্বর্গ ও মোক্ষ (মুক্তি)কে নরকের সমান করিয়া মনে করেন; স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক স্বরূপতঃ সমান না হইলেও এই সমস্তে তাঁহার প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি সমান বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণেতে নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা অন্য তৃষ্ণা ত্যাগ—এই দুইটী শান্তরতির গুণ। **নিষ্ঠা**—অবিচলিত ভাবে বুদ্ধির স্থিতি। **দুইগুণ**—কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা-অন্য তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটী গুণ। তৃষ্ণাত্যাগ কৃষ্ণনিষ্ঠারই কার্য্য বা ফল বলিয়া—যেখানেই কৃষ্ণনিষ্ঠা আছে, সেখানেই তৃষ্ণাত্যাগ থাকে বলিয়া এই দুইটী গুণকে কেবল একটী গুণও—কেবল কৃষ্ণনিষ্ঠাও—বলা যায়; যেহেতু, মধু বলিলে যেমন মধু ও তাহার মিষ্টত্ব উভয়কেই বুঝায়, তদ্রূপ কৃষ্ণনিষ্ঠা বলিলে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ এই উভয়কেই বুঝায়, এই দুইটী অবিচ্ছেদ্যরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ। দাস্য, সখ্য ও মধুর রসের গুণবর্ণনে পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটিকে একত্রে একটী গুণই ধরা হইয়াছে।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ২।৯।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৬। **এই দুইগুণ** ইত্যাদি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচভাবের ভক্তগণের সকলের মধ্যেই—কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা অন্য তৃষ্ণাত্যাগ—এই দুইটী গুণ বর্ত্তমান আছে। সকল ভাবের ভক্তেরই শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। | পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ॥ ১৭৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছে এবং কোনও ভাবের ভক্তেরই শ্রীকৃষ্ণবাসনা ব্যতীত অন্য বাসনা নাই। **আকাশের শব্দগুণ** ইত্যাদি—কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ কিরূপে সকল ভক্তের মধ্যেই থাকে, একটী দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ) এই পঞ্চভূত। তন্মধ্যে আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইহাতে দেখা গেল বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ আছে ; তেজে আকাশ ও বায়ুর গুণ, শব্দ ও স্পর্শ আছে ; জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ আছে এবং পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্ত্তমান আছে। এইরূপে দাস্যে শান্তের গুণ, সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ, বাৎসল্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ এবং মধুরে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ আছে। আকাশের শব্দগুণ যেমন পঞ্চভূতের সকলের মধ্যেই আছে, শান্তের গুণও পঞ্চরসের ভক্তের সকলের মধ্যেই আছে।

১৭৭-৭৮। **মমতাগন্ধ-হীন**—আমার বলিয়া যে ভাব, তাহাকে মমতা বলে। কৃষ্ণ আমারই—এই জ্ঞান শান্তভক্তের নাই। শান্তভক্তের কেবলমাত্র কৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞান হয় ; কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা—এই জ্ঞানই শান্তভক্তে প্রাধান্য লাভ করে ; মমত্ব-বুদ্ধি না থাকায় তাহার সেবাকার্য্য নাই। যিনি "আমার নিজ জন" নহেন, তাঁহার সেবা বা প্রীতির জন্য কেহ কোনও কার্য্যই করে না। মমত্ব-বুদ্ধি নাই বলিয়া শান্তভক্তদের ভাব তদীয়তাময়—আমি শ্রীকৃষ্ণের—আমি তাঁহার অনুগ্রাহ্য, তিনি আমার অনুগ্রাহক—এইরূপ ভাব। এই ভাবের সেবা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতেই সাধারণতঃ উদ্বুদ্ধ হয় ; প্রাণঢালা সেবার অবকাশ তদীয়তাময় ভাবে বিশেষ নাই।

পরংব্রহ্ম ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা—এইরূপ জ্ঞানই শান্তভক্তের মনে প্রাধান্য লাভ করে। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, আত্মারাম ; সুতরাং তাঁহার কোনও অভাববোধ নাই ; অপর কাহারও সেবাগ্রহণের প্রয়োজনও তাঁহার নাই। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তাঁহার কৃপার ভিখারী—আমি তাঁহার কি সেবা করিব। এইরূপই শান্তভক্তের ভাব। শান্তভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজরূপেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। "শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চতুর্ভুজোঽয়ম্ ; ভ, র, সি, ৩।১।৫॥" তিনি "সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ। পরমাত্মা পরংব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বশী॥ সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ। বিভুরিত্যাদিগুণবানস্মিন্নালম্বনো হরিঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥" তিনি পরব্যোমাধিপতি। **কেবল স্বরূপ-জ্ঞান** ইত্যাদি—শান্তভক্তের নিকটে ভগবানের কেবল স্বরূপ-জ্ঞানের অনুভূতিই হইয়া থাকে। শান্ত যোগিভক্তগণের প্রায়শঃ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখই অনুভূত হয় ; ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে গুণাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-ভগবানের স্ফূর্ত্তিও হইয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ-জাতীয়-সুখ অঘন—তরল ; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-ভগবানের অনুভবে যে আনন্দ, তাহা ঘন—প্রচুরতর। প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখম্॥ ভ, র, সি, ৩।১।৪॥" এইরূপ অনুভব-লভ্য আনন্দ রসরূপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব (শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই) প্রধান হেতু ; দাস্যভাবের ভক্তের ন্যায় ভগবানের লীলাদির মনোজ্ঞত্ব ইহার প্রধান কারণ নহে। "তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্ মনোজ্ঞতা লীলাদের্ন তথা মতা॥ ভ, র, সি, ৩।১।৪॥" ইঁহাদের পক্ষে লীলাসুখের অনুভব যথাকথঞ্চিৎই। শান্তরসের বিশেষ বিবরণ ভ, র, সি, ৩।১এ দ্রষ্টব্য।

সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা (ভ, র, সি, ১।২।২৯)। **সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা** মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, বোধ হয় তাঁহারাই শান্তভক্ত ; তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মমতাবুদ্ধি জাগিতে পারে না ; সুতরাং লীলাসুখও তাঁহাদের চিত্তকে ততটা আকৃষ্ট করিতে পারে না ; ভগবানের স্বরূপের

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। | পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ১৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুভব-জনিত আনন্দেই তাঁহারা নিজেদিগকে কৃতার্থ-জ্ঞান করেন। যাঁহারা মুমুক্ষু তাপস-শান্তভক্ত (২।১৯।১৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), সম্ভবতঃ তাঁহাদের চিত্তেই প্রথমতঃ নির্ব্বিকার ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখের অনুভব হয়; ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ নয়, সেই জাতীয়—নিস্তরঙ্গ, উচ্ছ্বাসহীন, তরল আনন্দ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৯।১৫২-৬৪ পয়ারে সাধারণভাবে কৃষ্ণরতির কথা বলা হইয়াছে। পুনরায় ২।১৯।১৬৫-৬৬ পয়ারে কৃষ্ণরতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে—ইহা দুই রকমের; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, আর কেবলা। শান্তরতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান বলিয়া তাহা কখনও কেবলা হইতে পারে না; ১৭৩-৭৭ পয়ারে এই শান্তরতি হইতে জাত শান্তরসের কথা বলা হইয়াছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রাও হইতে পারে এবং কেবলাও হইতে পারে—পুরীদ্বয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং ব্রজে কেবলা (২।১৯।১৬৬)। এক্ষণে ১৭৮ পয়ারের শেষার্দ্ধ হইতে ১৮০ পয়ারে দাস্যরতি হইতে জাত দাস্যরসের কথা বলা হইতেছে—অনেকটা সাধারণভাবে; এই কয় পয়ারের উক্তি ঐশ্বর্য্যমিশ্র দাস্যরসের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় (কেবলা) দাস্যরস-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; পয়ারোক্ত কয়েকটী শব্দের তাৎপর্য্য দুইভাবে গ্রহণ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান—২।১১৯।১৬২ পয়ারের টীকায় চারিশ্রেণীর দাস-ভক্তের কথা বলা হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে ব্রজের রক্তক-পত্রকাদি অনুগগণ ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, এই জ্ঞান—বিদ্যমান; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণৈশ্বর্য্য (অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ) প্রভু (অর্থাৎ পরমেশ্বর, সর্ব্বসেব্য) বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা। দ্বারকা-মথুরার এবং পরব্যোমের দাসভক্তগণ এই শ্রেণীর; আর ব্রজের রক্তক-পত্রকাদি দাস-ভক্তগণের কেবলা রতি বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহাদের নাই; তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দনমাত্র—নন্দ-মহারাজার তনয়; ইহার বেশী তাঁহারা কিছু জানেন না। "তাঁরে (কৃষ্ণকে) ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ ২।১৯।১১৮॥" লীলাশক্তির বা গাঢ়প্রীতির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ভগবত্তার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের জ্ঞানও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না; লৌকিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে। "ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি—নিজ সম্বন্ধ মনন ॥ ২।৯।১২০॥" সমস্ত ব্রজ-পরিকরদেরই—সুতরাং রক্তক-পত্রকাদি দাস-ভক্তদেরও—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ ভাব। রক্তক-পত্রকাদির দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বররূপে তাঁহাদের প্রভু নহেন, তাঁহাদের সেব্য-মণিব-রূপেই তাঁহাদের প্রভু; আর তাঁহারা তাঁহার দাস, সেবক বা ভৃত্য; সুতরাং কেবলা-রতিমান্ রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে পয়ারোক্ত প্রভু-শব্দের অর্থ হইবে—সেব্য মণিব। মণিবকে ঈশ্বরও (ভগবান্ নহেন) বলা যায়; মণিবরূপ ঈশ্বরের (প্রভুর) ভাব হইল ঐশ্বর্য্য। রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে তাঁহাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য নহে; পরন্তু এই ঐশ্বর্য্য হইতেছে—মণিবের সদ্গুণ, শক্তি-সামর্থ্যাদি, কারুণ্যাদি, দাস-বাৎসল্যাদি। তাঁহারা মনে করেন—নন্দ-তনয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেব্য-মণিব এবং মণিবের সমস্ত সদ্গুণই পূর্ণ মাত্রাতে তাঁহাতে বর্ত্তমান—ইহাই তাঁহাদের পক্ষে "পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান" শব্দের তাৎপর্য্য।

অধিক হয় দাস্যে—শান্ত অপেক্ষা দাস্যে উক্তরূপ প্রভুজ্ঞানটীই অধিক। দাস্যে, শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠাতো আছেই, অধিকন্তু আছে প্রভুজ্ঞানে সেবা। ব্রজের কেবলা রতিমান্ রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে প্রীতিময়, ভৃত্যবৎসল মণিবরূপে প্রাণঢালা সেবা, আর দ্বারকা-মথুরাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র দাসভক্তদের পক্ষে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা ইঁহাদের সেবা-বাসনা—বিকাশের পথে সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া ইঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবার অবকাশ রক্তক-পত্রকাদির মত নাই।

ঈশ্বর-জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ১৭৯
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক 'সেবন'।
অতএব দাস্য রসের হয় দুই গুণ ॥ ১৮০
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই রয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময় ॥১৮১
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ ১৮২
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন ॥ ১৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৯। **ঈশ্বরজ্ঞান**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র দাসভক্তদের পক্ষে—ভগবত্তার জ্ঞান। কেবলা রতিযুক্ত ভক্তদের পক্ষে—সেব্য মনিববুদ্ধি। **গৌরব**—গুরুবুদ্ধি। ব্রজের রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে মনিব শ্রীকৃষ্ণে গুরুবুদ্ধি; আর দ্বারকাদিতে ভগবান্‌রূপে (জগদ্‌গুরুরূপে) গুরুবুদ্ধি। **সম্ভ্রম**—সঙ্কোচ।

১৮০। শান্তরসের যে গুণ (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা ত্যাগ), ব্রজের দাস্যে তাহা তো আছেই, তদতিরিক্ত আছে—সেবা। **দুইগুণ**—শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা-গুণ এবং অধিকন্তু সেবা-গুণ।

১৮১। এক্ষণে ব্রজের সখ্যরসের স্বরূপ বলিতেছেন। সখ্যরসে শান্তের (কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা ত্যাগ) এবং দাস্যের (সেবা) এই উভয় রসের গুণই আছে; তদতিরিক্ত আছে—সম্ভ্রম-গৌরব-বুদ্ধি-হীনতা। সখ্যে সম্ভ্রম (সঙ্কোচ) এবং গৌরব-বুদ্ধি নাই বলিয়া দাস্যের সেবায় ও সখ্যের সেবায় পার্থক্য আছে।

দাস্যের সেবায় ও সখ্যের সেবায় পার্থক্য দেখাইতেছেন। **দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব**—দাস্যের সেবায় গৌরববুদ্ধি-বশতঃ সঙ্কোচ আছে; কোনও একটি ফল খাইতে খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া মনে হইলে কৃষ্ণকে দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু (কৃষ্ণ প্রভু বলিয়া) গৌরব-বুদ্ধিজাত সঙ্কোচবশতঃ ঐ উচ্ছিষ্ট-ফল কৃষ্ণকে দিতে পারে না। **সখ্যে বিশ্বাসময়**—সখ্যে দাস্য অপেক্ষা মমতা বেশী; মমতা অধিক বলিয়া দাস্যের সঙ্কোচ সখ্যে নাই; সখ্যের সেবা কেবল প্রীতিময়; তাতে গৌরববুদ্ধি নাই—শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সখাগণ নিজেদের সমান মনে করেন; তাই উচ্ছিষ্ট ফলও ভাল বলিয়া খাইতে দেন, কৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন। **বিশ্বাস**—বিশ্রম্ভ; প্রীতির আধিক্যবশতঃ পরস্পরের প্রতি কোনওরূপ সঙ্কোচ থাকে না বলিয়া পরস্পরের সহিত সর্ব্বপ্রকারে অভেদ-মননকে—পরস্পরের জাতি, কুল, বসন, ভূষণ, শক্তি, সামর্থ্য, মান, সম্মানাদিকে সমান মনে করাকে—বিশ্রম্ভ বলে। **বিশ্বাসময়**—প্রীত্যাধিক্যজনিত সঙ্কোচহীনতাবশতঃ পরস্পরের পার্থক্য-হীনতা-জ্ঞানময়। **সম্ভ্রম**—গৌরব-বুদ্ধিজনিত সঙ্কোচ বা চিত্তকম্প।

১৮২। সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কোনওরূপ সঙ্কোচ থাকে না বলিয়া সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন নিজেদের কাঁধেও চড়ান, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন; নিজেরাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, আবার শ্রীকৃষ্ণদ্বারা নিজেদের সেবাও করান। সমান সনান ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াদি তো করেনই। **ক্রীড়া-রণ**—ক্রীড়ারূপ-রণ (যুদ্ধ); দুইটী বৃষ যেমন মাথায় মাথায় যুদ্ধ করে, ব্রজে রাখালগণও গায়ে কম্বল জড়াইয়া বৃষ সাজিয়া মাথায় মাথায় কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন; ইহা এক রকম খেলা। ব্রজের সখাদের পক্ষেই কৃষ্ণের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার সম্ভব।

১৮৩। **বিশ্রম্ভ**—বিশ্বাস; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য**—সখ্যভাবে বিশ্রম্ভময় ভাব অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারের সঙ্কোচহীনতার এবং সর্ব্বপ্রকারে পরস্পরের তুল্যতার জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। "তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম ॥ ১।৪।২২"—এইরূপ ভাবই সখ্যের প্রাণ; স্মরণ রাখিতে হইবে,—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আধিক্য বশতঃই এইরূপ ভাব—তাচ্ছিল্যবশতঃ নহে। **গৌরব-সম্ভ্রমহীন**—সখ্যভাব বিশ্রম্ভপ্রধান বলিয়া তাহাতে গৌরব-বুদ্ধি নাই, সুতরাং কোনওরূপ সঙ্কোচও নাই। **সম্ভ্রম**—গৌরব-বুদ্ধিজনিত সঙ্কোচ বা চিত্তকম্প। **অতএব**—সখ্যে শান্তের ও দাস্যের গুণ এবং তদতিরিক্ত গৌরব-সম্ভ্রমহীনতা

মমতা-অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্ ॥ ১৮৪
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম 'পালন' ॥ ১৮৫
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভৎর্সন ব্যবহার ॥ ১৮৬
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারি-রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান ॥ ১৮৭
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে বলিয়া। **তিনগুণ চিন**—শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা-তৃষ্ণাত্যাগ, দাস্যের সেবা এবং গৌরব-সম্ভ্রমহীনতা—এই তিনটী গুণই সখ্যরসের চিহ্ন বা লক্ষণ। **চিন**—চিহ্ন।

১৮৪। ১।৪।২০ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রীত্যাধিক্যবশতঃ যে ভক্ত আমাকে তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করেন, কি অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, কিন্তু কখনও আমাকে তাঁহা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, (অর্থাৎ প্রেম যে পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে—"শ্রীকৃষ্ণ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—এই ভাবটী দূরীভূত হয়, সেই পরিমাণ প্রেম যাঁহার আছে) আমি সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকি।" সখ্যভাবের ভক্তও শ্রীকৃষ্ণে মমতাধিক্যবশতঃ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত মমতা বা আপনা-আপনি ভাব আছে বলিয়া) কৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করেন—আপনা অপেক্ষা কখনও বড় বা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যরসের বশীভূত হইয়া থাকেন।

১৮৫-৮৭। এক্ষণে ব্রজের শুদ্ধ বাৎসল্যের গুণ বলিতেছেন।

বাৎসল্যে—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ তো আছেই, অধিক আছে শ্রীকৃষ্ণকে লাল্য ও পাল্যজ্ঞান এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক ও পালক জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও কথা মনে স্থান না পাওয়াই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কৃষ্ণনিষ্ঠার লক্ষণ; আর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টাই (কিম্বা বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবিধানের ও প্রীতিবিধানের চেষ্টাই) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সেবার লক্ষণ।

পালন—বাৎসল্যে যে সেবা, তাহার নাম পালন; মমতার আধিক্যবশতঃ বাৎসল্যরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অপেক্ষা হীন মনে করেন; নিজেকে পালক, কৃষ্ণকে পালনীয় মনে করেন; এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালনই বাৎসল্যের সেবা।

অগৌরব—গৌরব-বুদ্ধি-শূন্যতা। **তাড়ন**—শাস্তি-আদি; যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। **ভৎর্সনা**—তিরস্কার; মৃদ্‌ভক্ষণ-জন্য যশোদামাতা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির অত্যন্ত আধিক্যবশতঃ নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যভাবের ভক্তগণের কৃষ্ণরতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুগ্রহময়ী; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লাল্য মনে করেন, নিজেদিগকে তাঁহার লালক মনে করেন; তাঁহারা মনে করেন—তাঁহাদের ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কোনও মতেই চলিতে পারে না—শ্রীকৃষ্ণ অবোধ শিশু, নিজের ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না—তাই তাঁহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণের ভালমন্দর জন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ অন্যায় কার্য্য দেখিলে তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভৎর্সন পর্য্যন্তও করেন। **চারিরসের গুণে**—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি রসের গুণে। শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ এবং বাৎসল্যের বিশেষগুণ অনুগ্রহময় ভাব। **অমৃত-সমান**—পরম আস্বাদ্য।

১৮৮। সে অমৃতানন্দে—বাৎসল্যরসরূপ অমৃতপানের আনন্দে। **আপনে**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে যে সকল ভক্তের, তাঁহারা।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বেশ্বর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা; তাঁহার আবার লাল্যভাব বা পাল্যভাব কিরূপে হইতে পারে? তিনি নিজেকে যদি নন্দ-যশোদার লাল্য বলিয়া অনুভব না করেন, নন্দ-যশোদাই

তথাহি হরিভক্তিবিলাসধৃতে পদ্মপুরাণোক্ত-

দামোদরাষ্টকস্তোত্রে (১৬।৯৯)—

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে

স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ॥

তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং

পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩৯ ॥

মধুররসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।

সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ ১৮৯

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।

অতএব মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ ১৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যদি কেবল তাঁহাকে তাঁহাদের লাল্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহার ক্ষুধা নাই—সুতরাং যাঁহার ভোজনের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকে খাওয়াইয়া যেমন সুখ হয় না, তিনি খাইয়াও তেমনি নিজে সুখ পান না। ভোজন-রসের আস্বাদনের পক্ষে পরিবেশকের যেমন আগ্রহ ও প্রীতি দরকার, ভোক্তারও তেমনি ক্ষুধা এবং ভোজনে আগ্রহ দরকার। তদ্রূপ, সেবাসুখ আস্বাদনের পক্ষে সেবকের যেমন প্রীতি ও আগ্রহ দরকার, সেব্যেরও তেমনি সেবালাভের প্রয়োজনীয়তা-বোধ থাকা দরকার। তাই শ্রীকৃষ্ণ যদি মনে প্রাণে বুঝিতে পারেন যে—নন্দ-যশোদার সেবা না হইলে তাঁহার চলে না, তিনি একান্তই তাঁহাদের লাল্য, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে এবং নন্দ-যশোদার পক্ষেও বাৎসল্য-রসের আস্বাদন সম্ভব। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, তাঁহার কিরূপে নিজের সম্বন্ধে পাল্যজ্ঞান জন্মিতে পারে? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—"কৃষ্ণ ভক্তবশ—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত বলিয়াই তাঁহার লাল্যজ্ঞান সম্ভব।" ভক্ত-প্রেমের এমনি প্রভাব যে, ভক্তের সেবা না হইলে যে তাঁহার চলে না,—শ্রীকৃষ্ণের মনে এই জ্ঞান আপনা-আপনিই উদিত হয়; ভক্তের প্রেমের প্রভাবেই ভক্তের সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে একটা বলবতী ক্ষুধা জন্মে। তাই তিনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও নিজেকে নন্দ-যশোদার লাল্য মনে করেন।

শ্লো। ৩৯। ইতীদৃক্স্বলীলাভিঃ (এবম্বিধ স্বীয়লীলা দ্বারা) স্বঘোষং (স্বীয় ব্রজবাসী সকলকে) আনন্দকুণ্ডে (আনন্দকুণ্ডে) নিমজ্জন্তং (নিমগ্ন করিয়াছেন যিনি), তদীয়েশিতজ্ঞেষু (স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপরায়ণ জ্ঞানীদিগকে)—ভক্তৈঃ (ভক্তগণকর্ত্তৃক) জিতত্বং (নিজের পরাভূততা) আখ্যাপয়ন্তং (খ্যাপন করিতেছেন যিনি) ত্বাং (সেই তোমাকে) প্রেমতঃ (প্রেমবশতঃ) শতাবৃত্তি (শত শতবার) পুনঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। তুমি এবম্বিধ (দামোদর-লীলা ও তৎসদৃশ বাল্য) লীলা দ্বারা গোকুলবাসী প্রাণিমাত্রকে আনন্দ-কুণ্ডে নিমগ্ন করিতেছ এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-পরায়ণদিগকে নিজের ভক্ত-বশ্যতা জানাইতেছ; আমি ভক্তি-বিশেষ দ্বারা সেই তোমাকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। ৩১

ইতীদৃক্স্বলীলাভিঃ—এস্থলে ইতীদৃক্ (ঈদৃশীলীলা) বলিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের দামবন্ধনলীলা (বা দামোদরলীলা) ও তাদৃশী অন্যান্য লীলার কথাই বলা হইয়াছে। এসমস্ত লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ **স্বঘোষং**—স্বীয় ঘোষকে (গোকুলবাসী প্রাণিমাত্রকে) **আনন্দকুণ্ডে**—আনন্দরসপূর্ণ গভীর জলাশয়ে, আনন্দ-রসে নিমজ্জিত করিয়া ছিলেন। **তদীয়েশিতজ্ঞেষু**—তদীয় (শ্রীকৃষ্ণের) ঈশিত (ঐশ্বর্য্য) জানেন যাঁহারা, সেই সমস্ত জ্ঞানিগণকে; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তগণকে। শ্রীকৃষ্ণের **ভক্তৈঃ জিতত্বং**—ভক্তবশ্যতা, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জানাইয়া থাকেন; এতাদৃশ কৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এই শ্লোকে "ভক্তৈঃ জিতত্বং"-বাক্যে ১৮৮ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

১৮৯-৯০। মধুর-রসের স্বরূপ বলিতেছেন।

মধুর-রসে—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন আছে; অধিকন্তু মমতা-ধিক্যবশতঃ নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও আছে; মধুর-রসের গুণ এই পাঁচটি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা॥

সেবা অতিশয়—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের সেবা অপেক্ষাও অধিকতর সেবা। **অসঙ্কোচ**—সঙ্কোচহীনতা। **লালন**—বাৎসল্যের লালন। সন্তানের মঙ্গলের দিকে, তাহার খাওয়া-পরার দিকে, কি তাহার দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতাদির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই মাতার প্রধান কাজ; এবং ইহাই লালন, ইহাই বাৎসল্যের সার। প্রেয়সীগণও এসকল বিষয়ে সমপরিমাণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন; সুতরাং বাৎসল্যের লালন মধুর-ভাবেও বিদ্যমান আছে। **মমতাধিক**—মধুরভাবে অন্য সমস্ত ভাব অপেক্ষা মমতা বেশী। **কান্তভাবে**—শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কান্ত বা প্রাণবল্লভ মনে করিয়া। **নিজাঙ্গ দিয়া**—পত্নী যেমন নিজের অঙ্গদানাদিদ্বারাও পতির তুষ্টিবিধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ মধুর-ভাববতী ব্রজসুন্দরীগণও অঙ্গদানাদিদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিবিধান করিয়া থাকেন।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবে সেবার একটা সীমা আছে; দাস-সখা-মাতাপিতা নিজ নিজ সম্বন্ধের অনুকূলভাবেই সেবা করিতে পারেন, নিজ নিজ সম্বন্ধের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা কখনও সেবা করিতে পারেন না। দাস্যভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, আর ভক্ত তাঁহার দাস; দাসের পক্ষে যতটুকু সেবা সম্ভব, ততটুকু সেবাই দাস্যভক্ত করিতে পারেন, তদতিরিক্ত পারেন না—খুব মিষ্ট লাগিলেও এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দিতে ইচ্ছা হইলেও দাস্যভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল দিতে পারেন না। সখ্যে এই জাতীয় সঙ্কোচ নাই; তাই সখা উচ্ছিষ্ট ফলও কৃষ্ণকে দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। কিন্তু মাতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন-তাড়ন-ভৎর্সন কোনও সখাই করিতে পারেন না। শৈশবে বা পৌগণ্ডেও যে সকল ভাব লোকের মনে জাগ্রত হয়, মাতার নিকটে প্রায় তৎসমস্তই প্রকাশ করা যায় এবং মাতাও প্রায় তৎসমস্ত ভাবের অনুরূপ সেবা দ্বারা পুত্রের প্রীতি বিধান করিতে পারেন; কিন্তু কৈশোরে বা যৌবনে মনের মধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহাদের অনেকগুলিই মাতার নিকটে প্রকাশ করা যায় না; মাতাও সে সমস্ত জানিতে চাহিতে পারেন না—জানিতে চাহিলে তাঁহার সম্বন্ধের অমর্য্যাদা হয়, বাৎসল্য-রসও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কৈশোরোচিত বা যৌবনোচিত বিশেষ বিশেষ মনোভাবগুলি প্রকাশ করা যায় কেবলমাত্র প্রেয়সীর নিকটে; প্রেয়সীরাও এই সমস্ত জানিতেও চেষ্টা করেন এবং জানিয়া তদনুকূল সেবাদ্বারা প্রিয়ের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন। দাস-সখা-পিতামাতার ভাবও প্রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত বটে; কিন্তু প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই প্রীতি অবাধ-গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না, তাঁহাদের সম্বন্ধ আসিয়া বাধা জন্মায়; সম্বন্ধের প্রতিকূল সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা দাস-সখা-মাতাপিতার পক্ষে সম্ভব নহে, তদ্রূপ সেবার প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁহাদের মনে জাগে না। কিন্তু প্রেয়সীদের সেবায় কোনওরূপ বিঘ্নজনক ভাব নাই; তাই তাঁহাদের প্রীতি এবং প্রীতিমূলক সেবা অবাধ-গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, করিয়াও থাকে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদেরও একটা সম্বন্ধ আছে; কিন্তু দাস সখা মাতাপিতাদির সম্বন্ধ হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধের বিশেষত্ব এই যে, প্রেয়সীদের সম্বন্ধ সেবার কোনও একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না; কিন্তু দাস-সখাদের সেবায় সীমা নির্দ্দেশ আছে (সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে)। সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দাস-সখাদি সেবা করিতে পারেন না; তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই প্রীতিমূলক সেবার অবাধ-বিস্তৃতিতে বাধা জন্মায়—এই বাধাটীই হইল তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদা; কিন্তু প্রেয়সীদের কান্তাভাবের সেবার বিস্তৃতিতে এরূপ বিঘ্নজনক কোনও মর্য্যাদা নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রিয়, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী; তাঁদের কাজই হইল প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান—অন্য কোনও কাজ তাঁদের নাই; তাঁরা "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। ২।৪।৭৫॥" কিন্তু কিরূপে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে হইবে, কিরূপে তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ করিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে কোনও বিধি-নিষেধ কান্তাভাবের সম্বন্ধমধ্যে নাই; কেবল সেবা আর সেবা—যেপ্রকারেই হউক—দেহ দিয়াই হউক, গেহ দিয়াই হউক, স্বজন-আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিয়াই হউক—যে কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই প্রেয়সীদের কর্ত্তব্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ এইরূপ

আকাশাদির গুণ যেন পর-পর-ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ ১৯১
এইমত মধুরে সব-ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ১৯২
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ ১৯৩
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥ ১৯৪
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥ ১৯৫
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ কৈল নিবেদন—॥ ১৯৬
আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥ ১৯৭
প্রভু কহে—তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি—যাহ বৃন্দাবন॥ ১৯৮
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥ ১৯৯
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥ ২০০
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥ ২০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেবার উপরই প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ অবাধ স্বচ্ছন্দ সেবাই তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদার তাৎপর্য্য। তাই মধুর ভাবের সেবা দাস্য-সখ্যাদি হইতে অনেক বেশী এবং তাই ১৮৯ পয়ারে বলা হইয়াছে মধুর-রসে—"সেবা অতিশয়।"

মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন এবং মধুরের নিজাঙ্গদ্বারা সেবা—এই পাঁচটী গুণ মধুর রসে বর্ত্তমান।

১৯১। **আকাশাদির গুণ** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯২। **সব-ভাব সমাহার**—শান্তাদি সমস্ত ভাবের সমবায় বা একত্র যোগ।

১৯৩। **দিগ্‌দরশন**—সংক্ষিপ্ত (বা সূত্রাকারে) বর্ণন। **ইহার বিস্তার** ইত্যাদি—সংক্ষেপে আমি যাহা বলিলাম, তাহাকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার বিষয় মনে মনে চিন্তা করিও।

১৯৪। **ভাবিতে ভাবিতে** ইত্যাদি—চিন্তা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া সমস্ত বিষয়ই তোমার চিত্তে স্ফুরিত করিবেন। **স্ফুরয়ে**—স্ফুরিত করেন।

কৃষ্ণকৃপায় ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে মূর্খ ব্যক্তিও রস-সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারে। **রসসিন্ধু পারে**—রসের সমুদ্রের কূল।

১৯৫। **তাঁরে**—শ্রীরূপ গোস্বামীকে। **বারাণসী**—কাশীতে।

১৯৬। **রূপ**—শ্রীরূপগোস্বামী।

১৯৮। **কর্ত্তব্য আমার বচন**—আমি যাহা বলি, তাহা করাই তোমার উচিত। **নিকট আসিয়াছ**—বৃন্দাবনের নিকটে আসিয়াছ। প্রয়াগে বসিয়া প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিতেছিলেন; প্রয়াগ হইতে নীলাচল যতদূরে, তাহার তুলনায় বৃন্দাবন নিকটেই অবস্থিত।

১৯৯। প্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন—"তুমি এখন শ্রীবৃন্দাবনেই যাও; পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাঙ্গলাদেশ হইয়া নীলাচলে আমার নিকটে যাইও।"

২০০-১। **তাঁরে আলিঙ্গিয়া**—শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া। **নৌকাতে চড়িলা**—নৌকাপথে কাশীতে আসিবার উদ্দেশ্যে প্রভু নৌকায় উঠিলেন। **দাক্ষিণাত্য বিপ্র** ইত্যাদি—প্রভুর বিরহে শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হইলে

মহাপ্রভু চলিচলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহির আসি ॥ ২০২
রাত্র্যে তেঁহো স্বপ্ন দেখে—প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২০৩
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা ॥ ২০৪
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২০৫
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২০৬
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায় ধরি—।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি ॥ ২০৭
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি ॥ ২০৮
প্রভু জানেন দিন-পাঁচ-সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহোঁ না করিব ॥ ২০৯
এত জানি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার।
বাসা-নিষ্ঠা কৈল—চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীরূপকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রভু যখন প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন, তখন এই দাক্ষিণাত্য-বিপ্রই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে নিয়াছিলেন (২।১৯।৪৩)। জনৈক টীকাকার লিখিয়াছেন—বল্লভ-ভট্টই এই দাক্ষিণাত্য-বিপ্র; ইহা সঙ্গত নহে। বল্লভ-ভট্ট থাকিতেন গঙ্গার অপর পাড়ে আড়ৈলগ্রামে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য); ইনি একদিন মাত্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়াছিলেন। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম।

২০২। **গ্রামের বাহিরে**—কাশীর সীমার বাহিরে।

২০৩। প্রভুর আগমনের কথা চন্দ্রশেখর কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহা বলিতেছেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে চন্দ্রশেখর স্বপ্নে দেখিলেন যে, প্রভু যেন তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন; তাহাতেই তিনি প্রভুর আগমন অনুমান করিলেন; তাই পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কাশীপুরীর বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

২০৫। **ইষ্টগোষ্ঠী করি**—আলাপাদি করিয়া।

২০৬। **ভট্টাচার্য্যে**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে। প্রভু তপনমিশ্রের গৃহে ভোজন করিলেন; আর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহে ভোজন করিলেন।

২০৭। **ভিক্ষা করাইয়া**—প্রভুর আহারের পরে। **মিশ্র**—তপনমিশ্র। **পায়ে ধরি**—প্রভুর পায়ে ধরিয়া।

২০৮। **কতি**—কোথাও। যতদিন কাশীতে থাকিবে, ততদিন আমার গৃহেই ভোজন করিবে।

২০৯। **দিন পাঁচ-সাত**—অল্পদিন। বস্তুতঃ প্রভু দুই মাসেরও কিছু বেশী সময় ছিলেন; দুই মাস পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন (২।২৫।২)। **সন্ন্যাসীর সঙ্গে** ইত্যাদি—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোথাও একত্রে আহার করিবেন না, ইহাই প্রভুর সঙ্কল্প ছিল; তাই তিনি স্থায়ীভাবেই তপনমিশ্রের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন, যেন অন্যকেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে। অন্যত্র ভোজন করিতে গেলে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্রে ভোজনের আশঙ্কা ছিল; কারণ, সন্ন্যাসীরাও সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। (২।১৭।৯৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২১০। **বাসানিষ্ঠা**—বাসার স্থিতি। প্রভু চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে থাকিতেন, তপনমিশ্রের বাড়ীতে আহার করিতেন।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥ ২১১
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি শিষ্টশিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥ ২১২
শ্রীরূপ উপরে প্রভু যৈছে কৃপা কৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥ ২১৩
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সে-ই চৈতন্যচরণে॥ ২১৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ পরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১১। কাশীধামে মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ (২।১৭।৯৭ পয়ার দ্রষ্টব্য) আসিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

২১২। **শিষ্টশিষ্ট জন**—ধর্ম্মভাবাপন্ন লোক সকল।